চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 11 December, 2019 ■ আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ক্যাব ঃ বন্‌ধে জ্বলছে ত্রিপুরা

দোকানপাট লুট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, পুলিশসহ আহত বহু, চলল গুলি, কাঁদানে গ্যাস, জারী ১৪৪ ধারা, মোবাইল ইন্টারনেট ও এসএমএস স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/ আগরতলা/ বিরাশিমাইল/ চড়িলাম/ কাঞ্চনপুর, ১০ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংসোধনী বিলের বিরোধীতায় বন্‌ধের দ্বিতীয় দিনে অগ্নিগর্ভ রূপ নিল রাজ্য। একাধিক স্থানে দোকানপাট লুট, গাড়ি-বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং আক্রমণের ঘটনায় পুলিশ সহ বহু আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চালাতে হয়েছে গুলি ও কাঁদানে গ্যাস। ১৪৪ ধারাও জারি করতে হয়েছে প্রশাসনকে। শুধু তাই নয়, গুজবের হাত থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে আটচল্লিশ ঘন্টা মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে রাজ্য সরকার।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় বনধে ত্রিপুরায় ধলাই জেলার মনু-তে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ রূপ নিয়েছে। বনধ সমর্থকরা মনুঘাট বাজারে ১টি বাইক পুড়িয়ে দিয়েছে এবং ৫টি বাইক ভেঙেছে। তাছাড়া, ৩২টি দোকানে ভাংচুর করেছে। এখানেই থেমে থাকেননি তারা। ফল ব্যবসায়ী কৃপাসিন্ধু চক্রবর্তীকে(৫২) কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছেন বনধ সমর্থকরা। স্থানীয় হাসপাতাল থেকে তাঁকে আগরতলায় জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন চিকিৎসকরা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে।

আজ সকাল থেকেই মনুঘাট এলাকায় বনধ সমর্থকরা পিকেটিং করেছে। বেলা যত গড়িয়েছে তারা ততই উগ্র রূপ নিয়েছে। প্রথমে মনুঘাট এবং ৮২ মাইল বাজারে ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বন্ধ করার জন্য হুমকি দিয়েছিল তারা। কিন্তু তাতে কোন কাজ না হাওয়ায় তারা মারমুখি হয়ে উঠেন। মনুঘাট বাজারে বনধ সমর্থকরা ৩২টি দোকানে ভাংচুর করেছে। পরিস্থিতির

মঙ্গলবার কাঞ্চনপুরে বন্‌ধে ব্যাপক ভাঙচুর দোকানপাটে।

ভয়াবহতা দেখে ব্যবসায়ী এবং সাধারণ জনগণ প্রাণে বাঁচতে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে দেন। বনধ সমর্থকরা বাজারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাইকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে এবং ৫টি বাইক ভাংচুর করেছে। প্রত্যাক্ষদর্শীর বক্তব্য, বাইকটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এদিকে, ফল ব্যবসায়ী কৃপাসিন্ধু চক্রবর্তীকে বনধ সমর্থকরা প্রচণ্ড মারধর করেছে। তাঁর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। যতদূর জানা গেছে, তাঁর মাথায় দায়ের কোপ পড়েছে। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁর অবস্থা দেখে তাকে আগরতলায় জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। অন্যদিকে, বনধ সমর্থকদের আক্রমণে মনুঘাট বাজারে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাগানবাড়ি এলাকাতেও বনধ সমর্থকরা তাণ্ডব চালিয়েছে। সেখানে ৪টি বাড়িতে বাউন্ডারি বেড়া ভাংচুর করেছে। এদিকে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ, টিএসআর সাথে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে বাইকের আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। তাছাড়া, আহতদের হাসপাতালে পৌছে দেওয়ার কাজ করছেন তারা। আপাতত, পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে হলেও এখনও স্বাভাবিক হয়ে উঠেনি। ভয়ে কেউ বাড়িঘর থেকে বের হচ্ছেন না। রাস্তাঘাট, বাজার শুনশান।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় হিংসার আগুন কাঞ্চনপুর মহকুমায় ছড়িয়েছে। বনধ সমর্থকদের আক্রমণে ১৩ জন আহত হয়েছেন।তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হাওয়ায় তাঁকে ধর্মনগর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তারা দোকানপাট ভাংচুর করেছে, গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। একটি বাড়িতেও ভাংচুর করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শূন্যে ৪ রাউন্ড গুলি ছুড়েছে। কাঞ্চনপুর ও আনন্দবাজার এলাকায় মহকুমা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে। এদিকে, গুজব এড়ানোর জন্য পুলিশ প্রশাসন মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা বন্ধের নির্দেশিকা জারি করেছে।

এদিন উত্তেজনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ছোট ছোট দল ডেকেছে বন্‌ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। ছোট ছোট দলগুলি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই বনধ ডেকে উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। মঙ্গলবার এভাবেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় ডাকা বন-এর নিন্দায় সরব হয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা ক্রমশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বনধ ডেকে সেই উন্নয়নকে রুখে দেওয়ারই চেষ্টা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তাঁর দাবি, এই বিলে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে ভারতের ক্ষতি হবে না। তাঁর কথায়, লোকসভায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমগ্র দেশবাসীকে এই আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিন বিপ্লব কুমার দেব বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে এডিসিকে। ফলে, এডিসিতে এই বিল লাগু হবে না। তবু কেন মানুষ হইচই করছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে বনধের কোনও যৌক্তিকতা নেই। অবশ্য, ছোট ছোট দল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বনধ ডেকে ত্রিপুরার উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। তাই, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে তারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বনধে মানুষ সাড়া দেবে না। কারণ, প্রকৃত সত্য মানুষ জেনে গেছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা উন্নয়নের প্রশ্নে সঠিক দিশায় এগিয়ে চলেছে।

স্কুলছাত্র হ্যাপি দেববর্মার মৃত্যুর রহস্য ভেদে হচ্ছে তদন্ত কমিশন

পুরনো বিল্ডিংয়ের বর্জ্য ঃ নীতি প্রণয়নে অনুমোদন

মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে কুমারঘাটের হলিক্রস বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র হ্যাপি দেববর্মার মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস সি দাসকে নিয়োগ করার অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভার।

আজ মহাকরণে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সাংবাদিকদের এই সংবাদ জানান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গত অক্টোবর মাসের ৬ তারিখ জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হ্যাপি দেববর্মার মৃত্যু হয়। তখন কোনও কোনও মহল থেকে অভিযোগ উঠে যে তাকে হোস্টেলে অমানসিক নির্যাতন করা হয়। ফলে তার মৃত্যু হয়। হ্যাপি দেববর্মার মৃত্যু কি কারণে হয়েছে এবং কারা এরসঙ্গে জড়িত তার সঠিক তদন্তের জন্য বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস গত অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চিঠি লেখেন। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে হ্যাপি দেববর্মার মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য কমিশন অব এনকোয়ারি, ১৯৫২ আইনের ৩ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস সি দাসকে নিয়োগ করার অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা।

এছাড়াও আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'দ্য ত্রিপুরা কনস্ট্রাকশনাল এণ্ড ডিমোলিশন ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট পলিসি' গঠন করার অনুমোদন দেওয়া হয়। শিক্ষামন্ত্রী জানান, পুরোনো বিল্ডিং ভেঙ্গে ফেলার পর রড, ইট, পাথর ইত্যাদি নির্মাণ সামগ্রীর কি হবে তার জন্য রাজ্যে নির্দিষ্ট কোনও পলিসি ছিলো না। এজন্য রাজ্য সরকার দিল্লি কনস্ট্রাকশনাল এণ্ড ডিমোলিশন ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, ২০১৬ পলিসিকে অনুসরণ করে এবং রাজ্যে 'দ্য ত্রিপুরা কনস্ট্রাকশনাল এণ্ড ডিমোলিশন ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট পলিসি' তৈরি করার জন্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দেয়। এই পলিসি অনুসারে সরকারি দপ্তর এবং ছোট বড় কনস্ট্রাকশনগুলি নতুন বিল্ডিং প্ল্যান তৈরি করার সময় কোনও বর্জ্য সৃষ্টি হবে কিনা তা স্থানীয় নগর সংস্থাগুলিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যসভায় আজ পেশ হবে ক্যাব

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.)।। সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় কোনওরকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই পাশ হয়ে গিয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। সোমবার মধ্যরাতে ৩১১-৮০ ভোটে নাগরিকত্ব বিলটি পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে শাসক শিবির। লোকসভাতে সহজেই পাশ হয়ে গেলেও, রাজ্যসভায় 'বিতর্কিত' নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। কারণ সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় 'সংখ্যালঘু' শাসক শিবির। রাজ্যসভায় ২৪৫ জন সদস্যের মধ্যে অন্তত ১২৩ জনের সমর্থন আদায় করতেই হবে মোদী সরকারকে। কিন্তু, রাজ্যসভায় এনডিএ সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই।

সূত্রের খবর, বুধবার রাজ্যসভায় পেশ হতে পারে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। অর্থাতবুধবারই রাজ্যসভায় অগ্নি-পরীক্ষার মুখোমুখি হবে মোদী সরকার। ইতিমধ্যেই ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র পক্ষ থেকে ১১ ডিসেম্বর (বুধবার) রাজ্যসভায় উপস্থিত থাকার জন্য উচ্চকক্ষের প্রতিটি সদস্যকে হুইপ জারি করা হয়েছেউ প্রসঙ্গত, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিপক্ষে-কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, এনসিপি, সিপিএম, সিপিআই, মুসলিম লিগ, এমআইএম, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পক্ষে-বিজেপি, শিরোমণি অকালি দল, শিবসেনা, বিজেডি, জেডিইউ এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি।

মামলা থেকে ৪১৮ ও ৪২০ ধারা প্রত্যাহারের নির্দেশ

পূর্ত ঘোটালায় বাদলের বিরুদ্ধে এজাহার বাতিলের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে এজাহার বাতিলের আবেদন ত্রিপুরা হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। তবে, বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪১৮ এবং ৪২০ ধারা এজাহার থেকে বাতিল করে দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ। এরই সাথে জামিনের আবেদন করার সুযোগ দিয়েছে।

পূর্ত ঘোটালায় ত্রিপুরায় প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে ক্রাইম ব্রাঞ্চ গ্রেফতার করেছে। আদালত বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন খারিজ করেছে। দায়রা আদালত এবং উচ্চ আদালতে ইতিমধ্যে বাদল চৌধুরী জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু, আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। সম্প্রতি বাদল চৌধুরীর পক্ষে আইনজীবী ত্রিপুরা হাইকোর্টে তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা দাঁড়ায় না, এই যুক্তিতে এজাহার বাতিলের আবেদন জানিয়েছিলেন।

ওই আবেদনের শুনানি সম্পন্ন হওয়ার পর আদালত রায়দান স্থগিত রেখেছিল। মঙ্গলবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ ওই রিট আবেদনের রায় দিয়েছে। আদালত এজাহার বাতিল করার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। তবে, বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে এজাহারে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪১৮ এবং ৪২০ ধারা তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালতের রায়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছেলের লাঠির আঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যু বৃদ্ধ বাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ ডিসেম্বর ।। পুত্রের হাতে পিতা খুনের ঘটনা ঘটল মঙ্গলবার সাত সকালে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন এলাকায়। অভিযুক্ত পুত্রকে পুলিশ জালে তোলে নেয়। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মনোহর দাস ও তার পুত্র এবং পুত্রবধূর সাথে কোনো এক বিষয় নিয়ে বাক্‌বিতন্ডা হয়। এই বাক্‌বিতন্ডার জের ধরে পুত্র সুভাষ দাস লাঠি দিয়ে তার পিতাকে আঘাত করে।

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পিতা মনোহর দাসের (৭৫)। পরে প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্ত পুত্র সুভাষকে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের মর্গে এনে রাখে ময়না তদন্তের জন্য। এদিকে মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পুলিশ মৃতদের তাদের আত্মীয় পরিজনদের হাতে তুলে দেয়।

এদিকে পুলিশ অভিযুক্ত সুভাষ দাস (৩৪)-কে আটক করে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। বাকবিতন্ডার জেরে গুণধর পুত্রের হাতে পিতা খুনের ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াইবাড়ি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় বন্‌ধের বলি দুই মাসের শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। বন্‌ধের বলি হল দুই মাসের শিশু। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে ত্রিপুরা বন্‌ধের জেরে যানবাহন না থাকায় পুত্র সন্তানকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেননি গন্ডাছড়া মহকুমার নাক্কাছড়ার বাসিন্দা প্রদীপ চাকমা। ফলে, বিনা চিকিৎসায় দুই মাসের শিশু সন্তানের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

গন্ডাছড়া বাজার থেকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নাক্কাছড়া। সকাল থেকেই গন্ডাছড়া মহকুমায় জনজীবন পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল বন্‌ধের জেরে। দোকানপাট, বাজারহাট, এমনকি যানবাহন সবই বন্‌ধের কারণে ব্যহত হয়েছে।

জানা গিয়েছে, এদিন ভোর থেকে প্রদীপ চাকমার পুত্র সন্তানের বমি হচ্ছিল। সাথে গায়ে প্রচন্ড জ্বরও ছিল। কিন্তু, কোনওভাবেই তাকে হাসপাতালে নিতে পারছিলেন না। কারণ, রাস্তায় কোন যানবাহন ছিল না। অনেক চেষ্টার পর বেলা ১১টা নাগাদ গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে পুত্র সন্তানকে নিয়ে যান প্রদীপ চাকমা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্‌ধে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, পুলিশকে দায়ি করল ফোরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। বন্‌ধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষী ছিল না। তাই, রাজ্যে একাধিক স্থানে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি করেছেন সংযুক্ত ফোরামের কনভেনার অ্যান্থনি দেববর্মা। তিনি বন্‌ধকে ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করার পাশাপাশি নিন্দাও জানিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, ফোরামের সমর্থকরা রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট পালন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যাব প্রত্যাহার না হলে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুমকি আইপিএফটি ও প্রদ্যুতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় আইনি লড়াইয়ের হুমকি দিল শাসক জোট শরিক আইপিএফটি এবং রাজ পরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। ওই বিল প্রত্যাহার করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে পুনরায় আবেদন জানাবে আইপিএফটি। তাতে, কোন ফল পাওয়া না গেলে ওই বিলের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে উপজাতিভিত্তিক ওই আঞ্চলিক দল। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন আইপিএফটি সহকারি সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা। এদিকে, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণও আইনজীবীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন।

এদিন মঙ্গল দেববর্মা বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আইপিএফটি সাধারণ সম্পাদক তথা উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া নেডার চেয়ারম্যান তথা অসমের মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সাথে আলোচনা করেছেন। মূলত, জনজাতি এবং এডিসি রক্ষায় তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

তিনি জানান, আজ আইপিএফটি-র ৬ জনের প্রতিনিধি দল দিল্লি যাবে। ওই দলে রয়েছেন মেবার কুমার জমাতিয়া, মঙ্গল দেববর্মা, শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, অমিত দেববর্মা এবং মিন্টো দেববর্মা। তিনি বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দেখা করব। তাঁর কাছে এডিসি এবং জনজাতিদের অধিকার রক্ষায় পুনরায় বিবেচনার আবেদন জানাব। তাঁর কথায়, ত্রিপুরাকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বাইরে রাখার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আর্জি জানানো হবে। তাতেও কোন ফল না মিললে আইনের সহায়তা নেব, বলেন তিনি।

তাঁর সাফ কথা, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল মানুষের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী, এমনকি সমতার অধিকারকে খর্ব করবে। তাই, ওই বিলের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে আইপিএফটি। তাঁর কথায়, দিল্লিতে বরিষ্ঠ আইনজীবীদের সাথে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানোর বিষয়ে আলোচনা হবে।

আজ ফেইসবুক লাইভে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে ত্রিপুরাকে ঠকানো হয়েছে। তাই আইনীভাবে ওই বিলকে মোকাবিলা করা হবে। তাঁর কথায়, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানো হবে। সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াইয়ে দেশের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আইনজীবীর সহযোগিতা নেওয়া হবে।

বহু বছর বাদে রাজ্য সঠিক দিশাতে চলছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

জরুরী পরিষেবায় ১১২ নম্বর ডায়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। জরুরি পরিষেবাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে সহজতর পদ্ধতিতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট সরকারের পরিচয়। আজ ইন্দ্রনগরস্থিত তথ্য প্রযুক্তি ভবনে ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেমের কন্ট্রোল রুমের দ্বারোদঘাটন এবং ইমার্জেন্সি রেসপন্স ভেহিক্যালের ফ্ল্যাগ অফ করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ের প্রোজেক্ট ডায়াল '১১২' অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার আজ থেকে সূচনা হয়। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ তথ্য প্রযুক্তি ভবনে ইমার্জেন্সী রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেমের কন্ট্রোল রুম এবং ইমার্জেন্সি রেসপন্স ভেহিক্যালের ফ্ল্যাগিং অফ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সুবিধা সাধারণ জনগণের কাছে অতি সহজে পৌঁছে দেওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতোদিন পর্যন্ত পুলিশ, অগিনির্বাপক, স্বাস্থ্য কিংবা মহিলা সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পর থেকেই বিভিন্ন ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন করা শুরু হয়েছিলো। যাতে আধুনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল ধরনের পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নম্বরে ডায়েল করতে হতো। কিন্তু এখন থেকে এসব পরিষেবা পাওয়ার জন্য '১১২' নম্বরে ডায়াল করলেই চলবে। এই পরিষেবার সুবিধা সপ্তাহের সাতদিনই ২৪ ঘন্টাব্যাপী মিলবে।

তিনি বলেন, সভ্য সমাজে এটা একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। রাজ্যে প্রকল্পটির পরিষেবা প্রদানের জন্য সি-ডাক-এর সাথে ৩ বছরের চুক্তি করা হয়েছে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ই-পিডিএস ব্যবস্থায় ত্রিপুরা শীর্ষে রয়েছে। সারা রাজ্যে এই ব্যবস্থা ৯৫ শতাংশ কার্যকরী রয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেকটি পরিবারই এই পরিষেবার সাথে যুক্ত। মুখ্যমন্ত্রী জনধন অ্যাকাউন্টের কথা উল্লেখ করে বলেন, এরফলে বর্তমানে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক সুবিধাগুলি সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে। তার মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা হয়রানি থেকে মুক্ত হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে বীট কনস্টেবল কর্মসূচি পুনরায় শুরু করা হয়েছে। এরফলে পুলিশ ও জনতার মধ্যে জনসংযোগ বেড়েছে। যা রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে রাজে জি এস টি ও রাজস্ব আদায় বেড়েছে, বেকারত্বের হার হ্রাস পেয়েছে, যা একটি রাজ্যের উন্নয়নের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৬৩ ◘ ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ২৫ অগ্রহায়ণ ◘ বুধবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সর্বনাশা খেলা

অনির্দ্দিষ্টকালের বন্‌ধের অর্থই হইল ত্রিপুরাকে উপোসে মারিয়া ফেলা। শুধু তাই নহে, জরুরী ওষুধপত্রেও টান পড়া। বহু রোগীর প্রাণ সংশ্রয় দেখা দিবে। রুটি রুজির উপরও আসিবে আঘাত। ফলে গরীব অংশের মানুষ আরও বেশী বিপন্ন হইবে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল লোকসভায় সোমবারই পাশ হইয়া গিয়াছে। সম্ভবত বুধবার রাজ্যসভাতে বিল পেশ হইবে। এই সিএবি বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠিয়াছে উত্তর পূর্বাঞ্চল। কয়েকটি উপজাতি দল মিলিয়া রাতারাতি সিএবি বিরোধী সংযুক্ত ফোরাম গঠন করিয়া ত্রিপুরা বন্‌ধে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে। অনির্দ্দিষ্ট কালের ত্রিপুরা বন্‌ধ ডাক দেওয়ায় পরিস্থিতি ভয়াল হইয়া উঠিয়াছে। সোমবার বিজেপির শরিক দল আইপিএফটির বার ঘন্টার এডিসি বন্‌ধে হিংসার আগুন দেখা গিয়াছে। সরকারী নির্দেশ মানিতে গিয়া খোয়াইতে একটি স্কুলের শিক্ষকরা রক্তাক্ত হইয়াছেন বন্‌ধ ত্রিপুরা বন্‌ধ বন্‌ধে সমর্থদের হাতে ডাকিয়াছিল সংযুক্ত ফোরাম। কিন্তু, কার্য্যত ত্রিপুরা বনধ প্রত্যাঘাত হয়। রাজধানী আগরতলা সহ বিভিন্ন মহকুমা শহরে বন্‌ধের কোনও প্রভাবই পড়ে নাই। মঙ্গলবারও রাজ্যের শহর এলাকায় বনধের কোনও প্রভাব না পাড়িলেও ধলাই জেলা ও সিপাহজলার কোনও কোনও এলাকায় বন্‌ধ সমর্থকরা ব্যাপক হিংসায় মাতিয়া উঠে। বহু বাইক পোড়াইয়া দেয়। দোকান পাটে আগুন দেয়। ধলাই জেলার মনু অগ্নিগর্ভ হইয়া আছে। রেল ও আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় কঠিন সমস্যার মুখে পাড়িয়াছে ত্রিপুরা।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ও আন্দোলন করার অধিকার আছে বলিয়া তাহা হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক হইয়া উঠিলে তাহা বরদাস্ত করার অর্থ হইবে অরাজক পরিস্থিতিকে মদত দেওয়া। অনির্দ্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বন্‌ধ কংগ্রেস, সিপিএম সহ বিভিন্ন দল বিরোধীতা করিয়াছে। সিএবির বিরোধীতা করিলেও অনির্দ্দিষ্ট কালের বন্‌ধকে তাহারা সমর্থন করেন না। বন্‌ধকে ঘিরিয়া ধলাই জেলার মনু, উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে ব্যাপক হাঙ্গামা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিতে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় পুলিশ। গুলি চালায় বহু আহত হয়। আহতদের মধ্যে পুলিশ কর্মীও আছেন। ব্যাপক হারে দোকানপাট ভাঙ্গচুরের কারণে গরীব ব্যবসায়ীরা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়িবেন। বন্‌ধ সমর্থনকারীরা এমন ভাবে হামলা চালায় বাজারে বসা দোকানীরা মালপত্র ফেলিয়াই পালাইয়া আত্মরক্ষা করেন। ক্রমশই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠিয়াছে। বন্‌ধ আহ্বানকারীরা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন অনির্দ্দিষ্টকালের বন্‌ধ চলিবে। তবে, রাতে উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত কি হইবে এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নহে। বন্‌ধ আহ্বানকারীরা আরও জানাইয়াছেন বুধবার রাজ্যসভায় বিলটি যদি পাশ না হয় তাহা হইলে তাহারা অনির্দ্দিষ্ট কালের বন্‌ধ প্রত্যাহার করিয়া নিবেন। রাজ্যসভায় বিল পাশ কেন্দ্রের সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ। ধারণা করা হইতেছে জোরদার প্রস্তুতি নিয়াই এই সিএবি রাজ্যসভায় পেশ করিতেছে কেন্দ্রীয় সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আটঘাট না বাঁধিয়া এই বিল যুদ্ধে নামাইয়াছেন ভাবিলে ভুল হইবে। রাজ্য সভায় বিল পাশের জন্য যত সংখ্যক সাংসদ প্রয়োজন নিশ্চয় তাহা তলে তলে ম্যানেজ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং রাজ্যসভায় বিল পাশ হইয়া যাওয়ার অর্থই হইল দেশে সিএবি চালু হইয়া গেল। আইন চালু হইলে তাহা রূপায়নে পদক্ষেপ নেওয়া তো বাধ্যতামূলক। এই অবস্থায় বুধবার দিনটি দেশের ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দেশের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য আজই লেখা হইয়া যাইবে। ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল কার্য্যত অগ্নিগর্ভ। আসামেও পরিস্থিতি উত্তাল। ত্রিপুরায় সংযুক্ত ফোরাম অনির্দ্দিষ্ট কালের ত্রিপুরা বন্‌ধকে কোনও ভাবেই মানিয়া নিতে পারিবে না রাজ্যবাসী। গ্রাম পাহাড়েই বন্‌ধে হাঙ্গামা হইয়াছে। জোর জবরদস্তি করিয়া আক্রমণ হানিয়া ভয় দেখাইয়া বন্‌ধ সার্থক করিবার মধ্যে কোনও গৌরব নাই। বন্‌ধে মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে দাবী দাওয়ার প্রতি মানুষের অভিমত কি? ত্রিপুরা বন্‌ধ ডাকা সত্বেও গ্রাম পাহাড়ে দোকানপাট ইত্যাদি সাজাইয়া বসিবার ঘটনায় ইহা অন্তত স্পষ্ট যে, বন্‌ধ আহ্বানকারীরা সার্বিক সমর্থন পান নাই। একথা নিশ্চয়ই বনধ্ আহ্বানকারীরা বিশ্বাস করেন যে, সার্বিক জনসমর্থন না থাকিলেই বল প্রয়োগের পথে যাইতে হয়। ইহাতে জনমত বিভ্রান্ত হয়। কারণ, মানুষকে বুঝাইয়া দাবীর পক্ষে আনিতে না পারিলে আন্দোলন মার খাইতে বাধ্য। রাতারাতি সিএবির বিরুদ্ধে যৌথ ফোরাম গড়িয়া রাজ্যে অনির্দ্দিষ্ট বন্‌ধ ডাকিবার ঘটনা তো কার্য্যত বালখিল্য ঘটনা হিসাবেই দেখা দিল। অনির্দ্দিষ্টকালের বন্‌ধকে রাজ্যের বিভিন্ন শহর এলাকা একেবারেই প্রত্যাখান করিয়াছে। এই বন্‌ধকে ত্রিপুরা বন্‌ধ বলা যাইতেছে না। আন্দোলনের অনেক পথ আছে। বন্‌ধ একটি আন্দোলনের অঙ্গ। কিন্তু, অনির্দ্দিষ্ট কালের বন্‌ধ কোনও মতেই মানিয়া নেওয়ায় যায় না। বন্‌ধ আহ্বানকারীরা তাহা প্রত্যাহার করিলেই মঙ্গল। তাহা না হইলে রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া উপায় থাকিবে না।

মুম্বাই মেরিন ড্রাইভের ধাঁচে দীঘায় গড়ে উঠতে চলেছে মেরিন ড্রাইভ

কলকাতা , ১০ ডিসেম্বর (হি.স): মুম্বাই মেরিন ড্রাইভের ধাঁচে দীঘায় গড়ে উঠতে চলেছে মেরিন ড্রাইভ। দীঘা থেকে কাঁথি পর্যন্ত ২৯ কিমি দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ তৈরির কাজ চলছে। সে জন্য ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে রাজ্য সরকার।

নবান্ন সুত্রে জানা গেছে, ৩টে ব্রিজের মাধ্যমে একাধিক সৈকতকে জুড়ে তৈরি হচ্ছে এই মেরিন ড্রাইভ।

ব্রিজ তৈরি করছে পূর্ত দফতর। রাস্তা তৈরি করছে দীঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ। ৩টি ব্রিজের মাধ্যমে জোড়া হচ্ছে দীঘা, শংকরপুর, তাজপুর ও মন্দারমনি। ৩টে নদীর উপর তৈরি হচ্ছে এই ৩টি ব্রিজ। চম্পা নদীর উপর ব্রিজ দিয়ে জোড়া হচ্ছে নয়াখালির সঙ্গে শঙ্করপুর। দীঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদকে দীঘা থেকে মন্দারমণি সংলগ্ন দাদনপাত্রবাড় পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সেখান থেকে কাঁথির শৌলা পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ নির্মাণের কাজ বাকি রয়েছে। তার জন্য ৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সমুদ্রের ধার বরাবর রাস্তার কাজ অনেকটা এগোলেও রাস্তা এবং সমুদ্রের সংযোগকারী সেতুর কাজ তেমন এগোয়নি বলে অভিযোগ। তিনটি সেতু, প্রবেশের রাস্তা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় পূর্ত দফতরকে। দীঘা থেকে পাঁচ কিমি দূরে নয়াকালী, ১৫ কিমি দূরে জলধার, ২৯ কিমি দূরে শৌলাতে তিনটি সেতু হওয়ার কথা। দু'বছরের মধ্যে তিনটি সেতু নির্মাণের কাজ শেষ করার সময়সীমা বেঁধেছিল রাজ্য। তার জন্য পূর্ত দফতর রাজ্য সরকারের নিজস্ব ঠিকাদার সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। নয়াকালী এবং শৌলা নদীতে সেতু নির্মাণের কাজ চলছে ভালই। কিন্তু জলধায় সেতু নির্মাণের কাজ ধীরে চলছে বলে অভিযোগ।

২০১৫ সালে দীঘা থেকে কাঁথি পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ প্রকল্পের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই রাস্তা তৈরি হলে সমুদ্রের ধার বরাবর অনায়াসে কাঁথি থেকে দীঘা পর্যন্ত যেতে পারবেন পর্যটকেরা। রাস্তার মাঝে মন্দারমণি এবং তাজপুরের মধ্যবর্তী জলধা মৎস্য খটির কাছে একটি সেতু নির্মাণ কাজ চলছে। সেখানে খালের উপর কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সেতুর স্তম্ভ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু তার পরে আর কাজ সে রকমভাবে এগোয়নি বলে অভিযোগ। একই রকম পরিস্থিতি নয়াকালী এবং কাঁথির শৌলার কাছে। দীঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শিশির অধিকারী বলেন, 'ওই প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণের কাজ ডিএসডিএ জোর কদমে চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেতু নির্মাণের কাজ কেন দেরি হচ্ছে তা পূর্ত দফতর বলতে পারবে।' নবান্নে পূর্ত দফতরের এক ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য, 'জলধার কাছে সমুদ্র সংলগ্ন খালে জোয়ার ভাটা হয় বেশি। সে জন্য কাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে।' মেরিন ড্রাইভ এবং তার সংযোগকারী সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হতে আরও বছরখানেক সময় লেগে যেতে পারে বলে খবর।

আইনী জটিলতাই এনকাউন্টারে মৃত্যু উচ্ছাস

অপূর্ব দাস

মাত্র ২৬ বছরের একটি মেয়ে পশু চিকিৎসক হয়ে নিজের কেরিয়ার গড়ছিল, স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু আমাদের সমাজেরই অংশ পশুর অধম মনুষ্য নামের অযোগ্য চারজন তাঁকে বিকশিত হতে বাধা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁকে পরিকল্পিকভাবে ফাঁদে ফেলে গণধর্ষণ করে পেট্রোল ঢেলে প্রায় জীবন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে। ভারতে এ ধরনের নৃশংস ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন নয়, দেশের মধ্যে প্রতিদিন নানা কোণে নানা বয়সের মেয়েরা পুরুষের লালসার শিকার হচ্ছে। তেলেঙ্গানার হায়দ্রবাদের শামতাবাদে তরুণীর উপর পাশবিক অত্যাচারের ১০ দিন পরে অভিযুক্ত চারজন পুলিশের এনকাউন্টারে খতম হয় পালাতে গিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন পুলিশ এবং সেই ঘনটার কয়েক ঘণ্টা পরে কয়েকশো মানুষ পুলিশের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে বাজি পোড়ায় এবং পুষ্পবৃষ্টি করে উর্দিধারীদের বরণ করে ও মিষ্টি খাইয়ে রাখি পরিয়ে দেয়। কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ। তাই জনগণ সাধারণত পুলিশকে এড়িয়ে চলতে চায়, তাদের খুব একটা সুনজরে দেখতে অভ্যস্ত নয়, সেজন্যই পুলিশের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে। আবার এই পুলিশ ছাড়াও অচল। অথচ ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতো বিপদে পড়লে পুলিশকেই চাই। ব্যর্থতার বা ঘুষ নেওয়ার ছবি দেখলে সমালোচনায় বিদ্ধ করি। এ যেন পরিস্থিতিতে হায়দ্রবাদের এনকাউন্টারের চার ধর্ষককে গুলি করে নিকেশ করার ঘটনা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তেই স্লোগান উঠল পুলিশ জিন্দাবাদ, তোমাকে সেলাম। কেন? দেশের ১৩৫ কোটি মানুষের মধ্যে অন্তত সওয়াশো কোটি মানুষ 'ট্রিগার হ্যাপি' পুলিশের কাজে খুশি হয়ে স্যালুট জানাল, সমাজমাধ্যমে খুশির ঢল নামল কেন?

কারণ আমাদের দেশে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটে প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়। আর যেসব ঘটনা লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যায় লজ্জা ও সম্মান হারানোর ভয়ে, ত্রাসে, হয়রানির ভয়ে বা উৎকোচে পরাভূত হয়ে তার কথা কেউ কোনওদিন জানতেও পারে না। সংবাদমাধ্যমের প্রসারে ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও মানুষের প্রতিবাদী কলরবের জোরে সাহস সঞ্চয় করে প্রকাশ্যে চলে আসে নারী নির্যাতনের ঘটনা। কিন্তু তার পরিণতি খুব একটা স্বস্তিদায়ক হয় না শেষ পর্যন্ত নানাবিধ কারণে। এখনও আমরা নির্যাতিতাকে সম্মানের চোখে দেখতে শিখিনি। তারই ফলে একঘরে হয়ে অপমানের গঞ্জনায় কোনঠাসা হয়ে আত্মঘাতী হয় অভাগীরা। আর নির্ভয়া বা প্রিয়াঙ্কার মতো লালসার বলি হলে এক সঙ্গে সব শেষ। তবু কিন্তু শেষ হয় না অত্যাচার, ধর্ষণ,শ্লীলতাহানি ও নির্যাতন। আর বিচার চেয়ে পুলিশ প্রশাসন থেকে সরকার ও আদালতের দরজায় গিয়ে বিধ্বস্ত পরিবার গিয়ে দেখে বিচারের বাণী কেঁদে চলেছে নীরবে আদালতে ও প্রশাসনিক স্তরে। উপযুক্ত আইনি বিধান, বিচারব্যবস্থার ঢিলেমি, বিচার পদ্ধতির জটিলতা, প্রমাণের অভাব, পুলিশি তদন্তের গাফিলতি ও আইনের অজস্র ফাঁকফোকর ও দুর্নীতির চক্র দেখে মানুষ আস্থা হারিয়ে বসেছে সামগ্রিক ব্যবস্থার ওপর এদেশের পদ্ধতির ওপর বীতশ্রদ্ধভাব থেকে বীতরাগ ও অনাস্থা অবদমিত ক্রোধ ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে থাকে। ডিভাইন জাস্টিসের মতো আকস্মিক কোনও সুবিচার পেলে মানুষ বাঁধনহারা আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো

এনকাউন্টারের ঘটনা ছড়িয়ে পড়ায় তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে হায়দ্রাবাদের ঘটনায়, অচলায়তন বাঙার মতো কাজ সংঘটিত হওয়ায়, ধর্ষিতার আত্ম সুবিচার পেয়েছে বলে অনেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার বশে।

চাপ চাপ হতাশা জনমনে যেন চেপে বসেছে দেশের বিভিন্ন আদালতে বছরের পর বছর ধর্ষণের মামলা ঝুলে থাকায়। চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মতো রয়েছে ২০১২ সালের ২২ ডিসেম্বর দিল্লির নির্ভয়াকাণ্ড, যেখানে অকথ্য অত্যাচার তরে তরুণীর বন্ধুর সামনে বাসের মধ্যে গণধর্ষণ করে ৬ জন। সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মামলায় দীর্ঘসূত্রতা ও শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতিগত অজস্র ফ্যাকড়ার জালে আটকে ছটফট করতে করতে আজও নির্ভয়ার মা আশা দেবী আক্ষেপ করে বলেন, মেয়ের মৃত্যুর বিচার পেলাম না আজও। অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য আদালত ও প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে মরছি। হায়দ্রাবাদের তরুণীর মা যখন এনকাউন্টারে চার অভিযুক্তকে গুলি করে মারার ঘটনায় বলেন, মেয়েকে আমি ফিরে পাব না জানি কিন্তু তার আত্মা শান্তি পেল দ্রুত বিচার পেল। সেই সময় নির্ভয়ার দুঃখিনী মা চোখের জল ফেলে বলেন, 'আমরা কবে বিচার পাব?

দেশে সংবিধান অনুযায়ী বিচার পাবার অধিকার সকলের আছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিও বিচার চাইতে পারে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের, প্রমাণের দাবি করতে পারে। যে চারজন অভিযুক্ত পালাতে গিয়ে পুলিশ এনকাউন্টার মারা গেছে তাদের মধ্যে একজনের বিয়ে হয় ছয় মাস আগে। তার স্ত্রী বিশ্বাস করেননি যে তাঁর স্বামী এরকম জঘন্য কাজ করতে পারে। সদ্য বিধাবা যখন পুলিশের এনকাউন্টারে তাঁর স্বামীর মৃত্যুসংবাদ জানার পর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বুকফাটা আর্তনাদ করে প্রশ্ন তোলেন পুলিশ কেন তাঁর স্বামীকে খুন করেছে? পুলিশের শাস্তি চাই। স্বামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ কোথায়? তিনি এখন কী নিয়ে বাঁচবেন? স্ত্রী ন্যায্য বিচার চাওয়ার দাবিকে কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর কান্নার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

পুলিশের এনকাউন্টারের ঘটনা আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনা বহুবার ঘটেছে। একটু পিছিয়ে সত্তর দশকে গেলে দেখব পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলন নির্মূল করার জন্য পুলিশের অত্যাচারে ও অতিসক্রয়তার অজস্র ঘটনা। যার জেরে বহু পরিবার সন্তান হারিয়েছে চিরতরে, ভুয়ো সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে নির্দোষ সাধারণ মানুষের। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের জমানায় পুলিশি অত্যাচার নিয়ে পরবর্তীকালে সরকার বদলের পর কমিশন গঠন করা হলেও বিচার পায়নি কেউ, পুলিশ শাস্তি পায়নি। নিয়মবহির্ভুত এনকাউন্টারের নামে গুলি করে খতম অভিযান বহুবার হয়েছে মুম্বাই, পাঞ্জাব, বিহার, উত্তরপ্রদেশেসহ বিভিন্ন রাজ্যে। অন্ধ্রপ্রদেশ বা ছত্তিশগড়ের মাওবাদী এলাকায় বহুক্ষেত্রে ধরপাকড়ের পর এনকাউন্টারের নাম হত্যা করা হয়েছে। সেই জন্যই বিশেষণ চালু হয়েছে 'ট্রিগার হ্যাপি পুলিশ'। হায়দ্রবাদের ঘটনায় পুলিশ কি অন্যভাবেও তদন্ত করতে পারত? সাইবারাবাদের পুলিশ কমিশনার ভি সি সজ্জনার এই ঘটনায় মুক্য ভূমিকা নেন। তিনি অভিনন্দিত হয়েছেন দক্ষিণী সুপারহিট ছবি 'সংঘম' এর মতো। তিনি এর আগেও শ্লীলতহানি কাণ্ডে তিনজনকে এনকাউন্টারে খতম করে পুরস্কৃত হন। একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে পুলিশ অফিসার যদি সত্যিই ভাল কাজ করেন জনগণ তাঁকে মাথায় তুলে নাচে। সে কারণে বোধহয় যেভাবে ২৭ নভেম্বর তরুণীর দগ্ধদেহ উদ্ধারের পর দেশজুড়ে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং ধর্ষণের ঘটনা বন্ধ করে নারীর সম্মান রক্ষা ও সুবিচারের দাবিতে বিক্ষোভ হয় তার যেন হাতেনাতে ফল পাওয়ার ঘটনায় রাজনীতিবিদ থেকে আমজনতা উকিল থেকে অভিনেতা সবাই বিচার করে এক বাক্যে রায় দিয়েছেন। কেউ বলেছেন সঠিক কাজ কেউ আপত্তি জানিয়ে বলেছে এটা পুলিশের কাজ নয়, বিচারবিভাগের দায়িত্ব। এইভাবে দেশের জনতা পুরো দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে বিতর্ক জমিয়ে তুলেছে। জয়া বচ্চন, যখন বলেন বেটার লেট দেন নেভার। দেরিতে হলেও সঠিক হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনকাউন্টারের বিরোধিতা করে বলেছেন, আইন কেউ নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, বিএসপি নেত্রী মায়াবতী, জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান রেখা শর্মা ও একই সুরে বেজেছেন। কংগ্রেস সাংসদ বৈলজা, পি চিদম্বরম, শশী থারুরদের মতো আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া ঠিক নয়। এভাবে বিচারবহির্ভুত হত্যা করে সমসার সমাধান হবে না। মানবাধিকার কমিশন বা ইন্টারিন্যাশনাল অ্যামনেস্টির মতো সংস্থা বলেছে, এটা অসাংবিধানিক। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হচ্ছে বলে যতই কথা উঠুক না কেন দেশের আমজনতার সিংহভাগই কিন্তু আজ খুশি।

নির্ভয়াকাণ্ডের পর ধর্ষণ আইনের পরিবর্তন করা হয়। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, পসকো মামলা চালু হলেও তার প্রভাব পড়েনি সমাজজীবনে। শাস্তির ভয় লোকনিন্দার ভয় দুষ্কৃতীরা পরোয়া করে না। এক্ষেত্রে দরকার আইন কঠোর করার ও অপরাধের দ্রুত বিচার। দিল্লির নির্ভয়া, কামদুনির কিশোরী, জম্মু, কাশ্মীরের কাঠুয়ার আট বছরে শিশুকন্যা অথবা উন্নাত্তয়ের মেয়েটি যে বিধায়কের হাতে ধর্ষিতা হয়েছেন এবং বিচার চেয়ে আক্রোশের শিকার হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। ভারতে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৭-তে ৩৩ হাজারেরও বেশি ধর্ষণেণ ঘটনা ঘটে। গড়ে প্রতিদিন ৭০টির বেশি। দেশে যে হারে নারীদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন বাড়ছে তা প্রতিহত করতে এই এনকাউন্টারের মতো একটা বার্তা দেওয়া জরুরি ছিল। এর মধ্যে একটা হাড় হিম করার মেসেজ আছে। যেমন সন্ত্রাস রুখতে কড়া দাওয়াই দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। আইনি প্রক্রিয়ার শম্বুকগতি ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ঔদ্ধত্যের সামনে ন্যায় অন্যায় বিচারবোধ হারিয়ে যায়। উন্নাত্তয়ের আরেক তরুণী বিচার চাইতে আদালতে যাচ্ছিলেন। অভিযুক্তরা তাঁকে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মেরেছে। মধ্যমগ্রামে ২০১৪ সালে কিশোরী থানায় নালিশ করায় তাকে ফের গণধর্ষণ করে বাড়িতে ঢুকে পুড়িয়ে মারা হয়। ২০১৩-তে ৭ জুন কামদুনিতে কলেজ ফেরত ছাত্রীকে গণধর্ষণের পর কেটে জলাশয়ে পুঁতে দেওয়া হয়। সেই নৃশংস ঘটনায় নিম্ন আদালতে ২০১৬ সালে তিনজনের প্রাণদণ্ড ও তিনজনের যাবজ্জীবন সাজা হলেও হাইকোর্টে আবেদনের প্রেক্ষিতে ঝুলে আছে মামলা এবং কবে নিষ্পত্তি হবে কেউ জানে না, এরপর আছে সুপ্রিম কোর্ট ও তারপর ফের রায় পুনর্বিবেচনার সুযোগ ও রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন। সেই জন্য রাষ্ট্রতি রামনাথ কোবিন্দ বলেছেন পকসো মামলায় প্রাণভিক্ষার আবেদনের সুযোগ তুলে দেওয়া হোক।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে, যে আইন কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে না সেই আনির যৌক্তিকতা কী? সেই আইন বদল করা জরুরি কিনা তা বিচার্য হওয়া উচিত। বাস্তবে দেখতে পাই দশকের পর দশক চলে যায় ন্যাচবিচার পেতে। সাজা যদিবা হয় তা কার্যকর করতে যে কাঠখড় লাগে তা জোটাতে পারে না ভুক্তভোগী পরিবার। ধর্ষণ যখন সমাজের ব্যাধির মতো বাসা বাঁধে তখন বুঝতে হবে মানবিকতা, মূলবোধ মনুষ্যত্ব সবকিছুর চরম অবক্ষয় হয়েছে। আমরা এক মহাসংকটের সামনে খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি বোধোদয় না হলে মোমবাতি মিছিলের আলো জ্বেলে কিছু হবে না, শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক উত্তেজনার সঞ্চার হয়, ঢেউ জাগে ফের থিতিয়ে যায়। যন্ত্রণা নিয়ে কুটে মরে শোকে ও দুঃখে। রাষ্ট্রে কাছে, পুরুষশাসিত সমাজের কোনও দায় থাকবে না? ছেলে মেয়ের ভেদাভেদ গড়ে ওঠে সাংসারিক জীবনে, তারপর ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বস্তরে। পার্থক্য ঘোচানো না হলে যেমন ভ্রূণ হত্যা হবে না, তেমনি নারী নির্যাতনও অব্যাহত থাকবে। অথচ যে নারীকে আমরা দেবী হিসাবে পুজো করি, ফে জঠর থেকে জন্ম নেয় মানুষ, তারই ওপর অত্যাচার করতে দ্বিদাবোধ করে না। লালসা ও নিষ্ঠুরতায় বেমালুম শিকার করা হয়। বর্ণ ও ধনেরজোর, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি দিয়ে করায়ও করার যে অচলায়তন তাকে ভাঙতে হবে সর্বাগ্রে। লিঙ্গভেদ নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির বদল না হলে সবকিছু হবে অরণ্যে রোদন। এমন একদিন আসতে পারে যখন স্বজনের গায়ে হাত পড়লে প্রতিবাদ বদলে যাবে প্রতিশোধে। আইনরক্ষকরা এনকাউন্টার করলেই জয়ধ্বনি দেবে অযুত জনতা। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অর্থনীতিতে সমন্বয় নেই পিঁয়াজ সংকটে প্রমাণিত

সুতীর্থ চক্রবর্তী

দেশকে আর্থিক সংকট থেকে বের করতে কী কী করা দরকার---সেই প্রশ্নে এখনও সাদারণভাবে অর্থনীতিবিদরা চুপ করে রয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজনের কিছু পরামর্শ বাজারে ঘুরছে। সেখানে অর্থনৈতিক দাওয়াইয়ের তুলনায় দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন কর্তা অনেক বেশি রাজনৈতিক পদক্ষেপের কথা বলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই সেকানে এসেছে নীতিগ্রহণের পদ্ধতিতে বিকেন্দ্রীকরণে প্রশ্ন। রাজন বলতে চেয়েছেন, সরকারযখন অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে,তখন তা কেন সামান্য কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে?

নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর 'যোজনা কমিশন'-এর পরিবর্তে নীতি আয়োগ এসেছে। আর্থিক নীতি গ্রহমের ক্ষেত্রে তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই নীতি আয়োগের গঠন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। নীতি আয়োগে আমলাদের আধিক্য রয়েছে। আমলাদের ক্ষেত্রে একটি বাধা হল মৌলিক চিন্তার। নীতি আয়োগে যুক্ত রয়েছেন তরুণ গবেষকরা, যাঁদের অভিজ্ঞতা কম। আর্থিক বৃদ্ধির হার সহ সার্বিক সংকট নিয়ে অর্থনীতিবিদরা মুখ খুলছেন বটে, কিন্তু তাঁদের কারও আলোচনাতেই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ নিয়ে কোনও স্পষ্ট দিশা মিলছে না। পিঁয়াজের দাম দেশে মাঝে মাঝেই রকেটের গতিতে বৃদ্ধি পায়। যখন পিঁয়াজের দাম বাড়ে, তখন দেশজুড়ে শোরগোল ওঠে। সেই সময় ভোট থাকলে সরকারও পড়ে যায়। আটের দশকে দেশে আমরা অনিয়ন ইলেকশন' দেখেছি। পরে দিল্লিতে একবার পিঁয়াজেরদামের উপর দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার বদলাতেও দেখেছি। কিন্তু সাম্প্রতিকালে কখনও পিঁয়াজের দামকে বাজারে এতদিন ধরে চড়ে থাকতে দেখিনি। অতিবৃষ্টির কারণে এবার নাসিকে পিঁয়াজের চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। নতুন পিঁয়াজের চাষ এখন শুরু হয়েছে। সেই পিঁয়াজ বাজারে আসতে আসতে মার্চ মাস। তাহলে কি মার্চ মাস পর্যন্ত আমাদের ১৫০-২০০ টাকা কেজি দরে পিঁয়াজ কিনে খেতে হবে? পিঁয়াজের দাম বৃদ্ধির যে গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে

মার্চ মাসের মধ্যে তা ৫০০ টাকা কেজিতে পৌঁছে যেতে পারে। 'বিকল্প' হিসাবে বিদেশ থেকে পিঁয়াজ আমদানির কথা শোনা যাচ্ছে। ২১ হাজার টন পিঁয়াজ আসছে তুরস্ক ও মিশর থেকে। দেশের ১৩০ কোটি মানুষের কাছে পিঁয়াজ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের পরিবারের মতো দেশে এমন পরিবার খুব কমই রয়েছে, যাদের পিঁয়াজ ছাড়া চলে। চাহিদা যেখানে রোজ ১৩০ কোটি মানুষের সেখানে জাহাজে করে বিদেশ থেকে কত পিঁয়াজ আনা সম্ভব, যা দিয়ে দামে প্রভাব ফেলা যাবে? শুধু বাংলাতেই বছরে ছ'লক্ষ টন পিঁয়াজ উৎপাদন হয়। যদিও দেশের পিঁয়াজ উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির দলে পশ্চিমবঙ্গ কখনওই পনে না। তুরস্ক ও মিশর থেকে যে পিঁয়াজ আমদানির কথা বাল হচ্ছে, তা পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত পিঁয়াজের মাত্র ২-৩ শতাংশ। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, পাহাড়প্রমাণ সংকটের মুখ দাঁড়িযে এই আমদানি মোটেই সমাধানের কোনও পথ নয়। দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে পিঁয়াজের এই দীর্ঘস্থায়ী সংকটের কথাও মাথায় রাখতে হবে। এটা তো কখনওই চাহিদার সমস্যা নয়। এটা জোগানের সংকট। দেশের সামগ্রিক কৃষি সংকটের ছবিটাই এবারের এই পিঁয়াজ সংকেটের মধ্যে ফুটে উঠছে। কোনও কোনও বছর অতিবৃষ্টি হতেই পারে। কয়েক দিনের বন্যাও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু আমাদের কৃষিব্যবস্থা সেই ধাক্কাটা সামাল দিতে পারছে না। যখন পিঁয়াজ মাঠ থেকে উঠছে, তখন বাজারে এমন একটা অতিরিক্ত জোগানের পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে কৃষকরা দাম পাচ্ছেন না। হাজার হাজার বেজি পিঁয়াজ রাস্তায় পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। কিছু আবার হিমঘরের অভাবে পচে যাচ্ছে। কৃষকরাই বলছেন,যে পিঁয়াজ ১৫০ টাকা কেজি দরে বাজারে বিক্রি হচ্ছে, একদা সেটা তাঁরা বিক্রি করেছিলেন ৭-৮ টাকা কেজি দরে।

পিঁয়াজের সংকটটা একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমন্বয়ের অভাব ও সামঞ্জস্যহীনতা এক গবীর সংকট তৈরি করেছে। যে সংকট থেকে বেরিয়ে আসার নিশ্চিত কোনও পথ আমরা এখনও দেখাতে পারছি না। বাজারে চাবিদা বাড়ানোর জন্য ৩২টি পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। (সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

মঙ্গলবার টিএসআর'র ১ম ব্যাটেলিয়ানের প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

গুয়াহাটিতে বনধ সর্বাত্মক, স্তব্ধ জনজীবন, টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ, পুলিশের লাঠি চালনা

গুয়াহাটি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার উত্তর-পূর্ব ছাত্র সংস্থা সংক্ষেপে নেসো ও সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)-র যৌথ আহ্বানে ১১ ঘন্টা অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল বনধ-এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আহূত বনধ-এ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে গুয়াহাটিরও জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। দোকান-হাট, স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল। বন্ধ ছিল তেল ডিপোও।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ প্রদর্শন করেন বিক্ষোভকারীরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে গুয়াহাটিতেও বনধ-এর সর্বাত্মক প্রভাব পড়েছিল। শুধু দু-চাকার বাহন ও ব্যক্তিগত বাহন চলাচল ছাড়া সমস্ত বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ ছিল। হাতিগাঁওয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে দু-চাকার বাহন।

এদিকে নেসো-র ডাকা বনধ-এর সমর্থনে রাজ্যের সমস্ত তেল ডিপো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নর্থ-ইস্ট পেট্রোলিয়াম ডিলার অ্যাসোসিয়েশন। তেল ডিপো বন্ধ থাকার ফলে মহাফ্যাশাদে পড়েছিলেন সংশ্লিষ্টরা। সকালের দিকে জালুকবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভকারীরা ঢিল ছোঁড়ে ও মারুতি গাড়ির কাঁচ ভেঙে দিয়েছে। এর পর প্রতিবাদকারীরা মালিগাঁও, আদাবাড়ি, জালুকবাড়ি, সাতমাইল, খানামুখ প্রভৃতি জায়গায় টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিবাদকারীদের বিক্ষোভের ফলে কিছু কিছু জায়গায় আটকে পড়ে অ্যাম্বুলেন্স ও সংবাদ মাধ্যমের গাড়ি।

আজকের বনধ-এর জেরে গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিতরে দেশ বিদেশের হাজারো যাত্রী আটকে পড়েন। তাঁরা বাইরে বেরোতে পারেননি। বশিষ্ঠ, খানাপাড়া, কুমারপাড়ায়ও বনধ-এর সর্বাত্মক প্রভাব পড়েছে আজ। প্রতিবাদকারীরা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে ও সরকারি বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ প্রদর্শন করেন। মালিগাঁওয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য কার্যালয়ে কর্মচারীরা ঢুকতে গেলে পিকেটাররা তাঁদের বাধা প্রদান করেন। তখন আরপিএফ এবং পিকেটারদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। পরে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে সাধারণ পুলিশ ও আরপিএফ।

চানমারি, জু-তিনালি, বামুনিমৈদাম রেলওয়ে কলোনিতে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন ক্যাব বিরোধীরা। জু-তিনালিতে একটি রেস্টুরেন্ট লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া দিশপুরে ডাউন-টাউনের কাছে প্রতিবাদকারীদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য শূন্যে গুলি চালনা করে পুলিশ। এর আগে কাঁদানে গ্যাসেও ছোঁড়া হয়েছে। নুনমাটিতে একাংশ বনধ সমর্থক কয়েকটি যানবাহনের ওপর হামলা চালিয়েছে। ভেঙে ফেলা হয়েছে গাড়ির কাঁচ। সেখানেও টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ প্রদর্শন করা হয়েছে।

এদিকে এক অনুষ্ঠানে যেতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের কনভয় রাস্তা বদলে অন্য রাস্তা দিয়ে গিয়েছে। মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, সাংসদ কুইন ওজার বাড়ির সামনেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন প্রতিবাদকারীরা। পুলিশের শীর্ষ অধিকারিকও প্রতিবাদকারীর কবল থেকে ছাড় পাননি। প্রতিবাদকারীরা তাঁদেরও ঘেরাও করেন। কুইন ওঝার বাড়ির সামনে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়েছে। বিকেলের দিকে কয়েকটি জায়গায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতে শুরু হল রোহিঙ্গা গণহত্যার শুনানি

দ্য হেগ, ৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালত (আইসিজে)-এ শুরু হল রোহিঙ্গা গণহত্যার শুনানি ঊ ভারতীয় সময় মঙ্গলবার বিকেলে মায়নামারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার দায়ের করা এই বহু চর্চিত মামলার শুনানি শুরু হয়। এই মামলার টানা শুনানি চলবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঊ

গত মাসে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন'র (ওআইসি) পক্ষে আন্তর্জাতিক আদালতে রোহিঙ্গাদের গণহত্যার ঘটনায় মায়ানমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে গাম্বিয়া। ভারতীয় সময় মঙ্গলবার বিকেল তিনটে নাগাদ মায়নামারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার দায়ের করা এই বহু চর্চিত মামলার শুনানি শুরু হয়। শুনানিতে উপস্থিত রয়েছেন উভয় পক্ষের প্রতিনিধি দল ঊ শুনানিতে অংশ নিয়েছেন মায়নামারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সু চি। শুনানিতে উপস্থিত রয়েছেন কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গার আশ্রয়দাতা বাংলাদেশের প্রতিনিধিরাও ঊএরই মধ্যে গাম্বিয়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শুরু করেছে। সেখানে তারা তুলে ধরছেন রাখাইনে রোহিঙ্গা নিধনে রাষ্ট্রসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের তদন্তে উঠে আসা বিভিন্ন তথ্যও।

খবর বুধবার সু চি নিজেই মায়নামারের পক্ষে এ মামলায় আইনি মোকাবিলার নেতৃত্ব দেবেন বলে শোনা যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে এই প্রথমবারের মত রোহিঙ্গা ইস্যুতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মায়নামার কোনও শুনানিতে দাঁড়াতে চলেছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্ববাসীকে মায়নামারের অবস্থান জানানোর ক্ষেত্রে এটিকে একটি সুযোগ বলে অভিহিত করছে তারা।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ১৫ জন নির্দিষ্ট বিচারপতি রয়েছেন। তবে এই শুনানিতে ১৫ জনের সঙ্গে রয়েছেন আরও দুজন এডহক বিচারপতি। গাম্বিয়ার পক্ষ থেকে নাভি পিল্লাই এবং মায়ানমারের পক্ষ থেকে প্রফেসর ক্লাউস ক্রেস এডহক বিচারপতি হিসেবে যোগ দিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী শুনানির শুরুতেই তাদের দুইজন শপথ নেন। তিন দিনের শুনানি শেষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন।

উল্লেখ্য, গত ২০১৭ সালের আগস্টে রাখাইনে মায়নামার সেনাবাহিনীর অত্যাচারের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে বহু রোহিঙ্গা। মায়নামার সেনাবাহিনীর ২০১৭ সালের ওই অভিযানকে 'জাতিগত নিধন' ও 'হত্যাযজ্ঞ' আখ্যা দেয় রাষ্ট্রসংঘ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বেশকিছু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা। তবে মায়নামার সরকার ও সেনাবাহিনী বরাবরই এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।-

ক্যাব বিরোধী বনধ মিশ্র প্রভাব পাথারকান্দিতে, পিকেটার্সদের হাতে প্রহৃত পথচারী, থানায় এজাহার

পাথারকান্দি (অসম), ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) বাতিলের দাবিতে সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে মঙ্গলবার করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি, কানাইবাজার ও আসিমগঞ্জ এলাকায়ও বনধ পালিত হয়েছে। গোটা পাথারকান্দিতে বনধ-এর মিশ্র প্রভাব পড়েছে।

এদিন সকাল থেকে স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনের উদ্যেগে পিকেটাররা আসিমগঞ্জ, কানাইবাজার এবং পাথারকান্দি এলাকার পৃথক পৃথক স্থানে জাতীয় সড়ক ও রেলপথে অবরোধ গড়ে তুলের জনজীবন অচল করে দেন। স্থানে স্থানে পিকেটাররা সড়কে টায়ারও পুড়িয়েছে।

বনধ-এর জেরে পাথারকান্দি শহরের একাংশ দোকানপাট, অফিস, স্কুল-কলেজ, হাটবাজার ছিল আংশিক বন্ধ।

জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে জেলাজুড়ে গতকাল থেকে ১৪৪ ধারা জারি করায় দু-একটি অবরোধস্থলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের কিছুটা খণ্ডযুদ্ধও হয়েছে। দুপুরের দিকে পাথারকান্দি পুলিশ বেশ কয়েকজন বনধ সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে বনধ-এর তেমন প্রভাব পড়েনি। সড়কে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল করেনি। তবে ব্যক্তিগত হালকা যানবাহন চলাচল করেছে যথারীতি।

এদিকে ক্যাব বিরোধী আন্দোলন চলাকালে আজ দুপুরে আসিমগঞ্জে জনৈক স্কুটি আরোহীকে পিকেটাররা বেধড়ক পিটিয়েছে বলে জানা গেছে। আন্দোলনকারীদের মধ্য থেকে স্বঘোষিত জনৈক ছাত্রনেতার হাতে ওই যুবকটি প্রহৃত হওয়ায় এলাকা জুড়ে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পরে এই স্কুটি চালক সংখ্যালঘু ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে পাথারকান্দি থানায় এক এফআইআর দায়ের করেছেন বলে জানা গেছে।

তবে পুলিশ এ ধরনের ঘটনা সম্পর্কে এই খবর লেখা পর্যন্ত অবগত নয় বলে জানিয়েছেন পাথারকান্দির ওসি ঘনকান্ত ভুইয়াঁ। আজকের ক্যাব বিরোধী আন্দোলনে অন্যান্যদের মধ্যে শামিল ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা সিদ্দেক আহমেদ, আব্দুল বারি, নাসির উদ্দিন, শামিম আহমেদ, জয়নুল করিম, আলহাজ উদ্দিন, বদরুল ইসলাম, জুবের আহমেদ, শহিদ আহমেদ প্রমুখ।

পুলিশ আজ মোট সাত পিকেটারকে গ্রেফতার করলেও বিকেল চারটায় মুচলেকা নিয়ে তাঁদের মুক্ত করে দেয়। বনধ-কে কেন্দ্র করে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে সংগঠিত না হয় সে জন্য স্পর্শকাতর এলাকায় ঘুরে বেরিয়েছেন সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট এল খিনতে, ডিএসপি সদর সুধন্য শুক্লবৈদ্য, ওসি ঘনকান্ত ভুইয়াঁ প্রমুখ পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের কর্তারা।

সিএবি পাস হওয়ার আগত উদ্বাস্তুদের সম্মান জানান হল, মত রাহুল সিনহা

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.): সোমবার মধ্যরাতে লোকসভায় পাশ হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। এ বিল পাস হওয়ার ফলে বাংলাদেশ আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সম্মান জানান হল বলেই মনে করছেন বিজেপির অন্যতম কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা। মঙ্গলবার তিনি জানান এই সুবাদেই আগামী বছর গোড়ার দিকেই শহরে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শহরের উদ্বাস্তুদের দিয়েই সম্মান জানানো হবে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে।

এদিন রাহুল সিনহা বলেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এর দ্বারা ভারতে হিন্দু এবং ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার স্পষ্ট করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দুরা যে সুযোগ সুবিধা পাবে সেই রকম একই সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হবেন ভারতীয় মুসলিমরাও। একমাত্র অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদেরই এই বিল পাসের মাধ্যমে ঠিকানা বদলাতে চলেছে'।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারকে এক হাত নিয়ে তিনি জানান, 'কংগ্রেসের আমলে দেশ ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে।

সেই চুক্তি অনুযায়ী দুটি মুসলিম রাষ্ট্র দেওয়া হয়েছে।' এরপরেও কেন এই দুই দেশের মুসলিমরা ভারতে প্রবেশ করছে তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট করেন, ইসলামিক চক্রান্তকে সফল করতে তারা এদেশে প্রবেশ করছে। আর এই অনুপ্রবেশকারীদের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের সমর্থন করছে। আর এই একই কারণে রাজ্যের শাসক দলকে সমর্থন করছে বাম কংগ্রেসের মত বিরোধী দলগুলিও। তাই ভারতীয় মুসলিমদের জাতীয় নাগরিক পঞ্জী বা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই বলেই এদিন স্পষ্ট করেন তিনি।

পাশাপাশি রাহুল সিনহা এদিন আরও জানান, 'বাংলাদেশ আফগানিস্তান পাকিস্তান থেকে যে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ও মুসলিমরা এসেছে প্রত্যেকেই জীবন ধর্ম ইজ্জত রক্ষার্থে ভারতে এসেছে। ভারত শরণাগতদের আশ্রয় দেওয়ায় বিশ্বাসী। তাই এদেশের যারা শরণার্থী রয়েছেন এই নতুন বিল পাশে তাদের আশঙ্কার কোন কারণ নেই। ' এদিন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, শরণার্থীর যারা এসেছে তাদের তিনি নাগরিকত্ব দিতে চান কিনা? এছাড়াও শরণার্থীদের পাশে তিনি আছেন কিনা তাও জানতে চান রাহুল সিনহা। তার কথায়, 'অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্ত থেকে মাদক অস্ত্র নিয়ে এদেশে ঢুকলেও তা মুখ্যমন্ত্রীর চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। তার একমাত্র কারণ জামায়াত ইসলাম মুখ্যমন্ত্রীর বন্ধু'।

সিএবির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলনের ডাক কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বুধবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) পেশ করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই বিলের বিরোধিতা করে দেশজুড়ে ওইদিন বিক্ষোভ দেখাবে কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল জানিয়েছেন, এই বিলের নেতিবাচক দিক তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে অবগত করানো উচিত। এই বিলের বিরোধিতা করে গোটা দেশে বিক্ষোভ দেখানো হবে। ইতিমধ্যে সবকটি রাজ্যের প্রদেশ নেতৃত্বকে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পক্ষে ৩১১টি ভোট পড়ে। বিপক্ষে যায় ৮০ ভোট।

পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে কংগ্রেস, দাবি সম্বিতের

রাঁচি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে কংগ্রেস নেতারা বলে তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র।

মঙ্গলবার সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, পাকিস্তান সার্জিক্যাল ও এয়ারস্ট্রাইকের প্রমাণ চেয়েছিল। কংগ্রেসেও প্রমাণ চেয়েছে। পাকিস্তান এবং কংগ্রেস বারেবারে একই ভাষায় কথা বলছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পক্ষে ৩১১টি ভোট পড়ে। বিপক্ষে যায় ৮০ ভোট। এই বিলের বিপক্ষে সওয়াল করে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক। তাদের তরফে জানানো হয় ভারতীয় গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা যে কতটা ফাপা এর থেকে তা প্রমাণিত। প্রসঙ্গত বুধবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় পেশ হবে এই বিল

২২৫৫৭ জন জঙ্গি নিকেশ, দাবি রেড্ডির

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ১৯৯০ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ২২,৫৫৭ জন জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

মঙ্গলবার সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় দাঁড়িয়ে জি কিষাণ রেড্ডি জানিয়েছেন, ১৯৯০ থেকে ২০১৯ সালের পয়লা ডিসেম্বর পর্যন্ত ২২৫৫৭ জঙ্গিকে খতম করা হয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে চলতি বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরনোর সময় প্রায় ১০০০ জঙ্গিকে গুলিকে মারা হয়েছে। ২২৫৩ জঙ্গির অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করা হয়েছে।

পাকিস্তান থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা প্রায়ই করে চলেছে জঙ্গিরা। চলতি বছরের আগস্ট থেকে এখনও পর্যন্ত ৮৪ বার অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে। জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ চেষ্টা করিয়ে ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইছে পাকিস্তান। জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গিদমন রোধে সমস্ত রকমের চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ক্যাব-এর বিরুদ্ধে ১১ ঘন্টার অসম বনধ-এর মিশ্র প্রভাব কাছাড় জেলায়

শিলচর (অসম), ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৯ (ক্যাব)-এর বিরুদ্ধে ১১ ঘন্টার অসম বনধ-এর মিশ্র প্রভাব পড়েছিল কাছাড় জেলায়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিল-এর বিরুদ্ধে রাস্তা অবরোধ, কুশপুত্তলিকা দাহ এবং ক্ষণে-ক্ষণে স্লোগান দিয়েছেন প্রতিবাদকারীরা। তবে যথারীতি ট্রেন চলেছে এবং স্কুল, অফিসও খোলা ছিল।

কাছাড় জেলায় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মোটামুটি বিল-এর সমর্থনেই রয়েছে বলে আভাস মিলেছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সোনাই থেক ২৫০ জন, শিলচর থেকে সাতজন এবং কাটিগড়া এলাকা থেকে ৩৩ জন পিকেটারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় বনধ সমর্থকরা টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পুলিশ পৌঁছনোর সাথে সাথেই এরা কেটে পড়েন তাঁরা। তবে পুলিশের গাড়ি চলে যাওয়ার পর আবার জমায়েত হয়ে ক্যাব ও সরকার-বিরোধী স্লোগান দিয়েছেন প্রতিবাদীরা।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর বিরোধিতায় নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্টসঅর্গানাইজেশনের ডাকা ১১ ঘন্টার অসম বনধ-এর প্রভাব পড়েছিল কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার কালাইনে। কাঁকড়াকালের ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান তাঁরা। সরকার ও বিজেপি-বিরোধী স্লোগান দিয়ে অবরোধস্থল উত্তাল করে তুলেন প্রতিবাদী জনগণ। যে-সব জনপ্রতিনিধি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর সমর্থন জানিয়েছেন তাঁরা আগামীদিন তাঁদের ঘর থেকে বাইরে বের হতে পারবেন না বলে হুঁশিয়ারি দেন বনধ সমর্থনকরা।

সকাল ৫-টা থেকে বিকেল ২-টা পর্যন্ত ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখা হয়। পুলিশ প্রশাসন বনধ-এর সমর্থনকারী প্রতিবাদী মহিলা-সহ ৩১ জনকে আটক করে কাটিগড়া থানায় নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলের দুই পাশে গাড়ির দীর্ঘ লাইন লেগে যায়। বহু স্কুলের ছাত্রছাত্রী পায়ে হেঁটে তাঁদের বিদ্যালয়ে যান। এছাড়া জেলার মধুরামুখ, সোনাই রোড, উধারবন্দ, কাশীপুর, পুরাতন লক্ষ্মীপুর রোড, আরকাটিপুর, মধুরামুখ, সোনাই বাজার, চামড়া গোদাম, দয়াপুর এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন পিকেটাররা।

শান্তিনিকেতনে এসে জোট রাজনীতির উপর জোর দিলেন প্রণব

শান্তিনিকেতন, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংসদীয় গণতন্ত্রে জোট রাজনীতির উপর জোর প্রণবের। বিশ্বভারতী আয়োজিত লেকচার সিরিজে "সংসদীয় গণতন্ত্র ভারতবর্ষে কতটা সফল?" —এই বিষয়ে উপর মঙ্গলবার বিকেলে শান্তিনিকেতনের লিপিকাগৃহে এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রে জোট রাজনীতির উপর জোর দেন ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়।

প্রণববাবু তার ভাষণে বলেন, "রাজনীতি সব সময় সম্ভাবনা প্রবণ। সব সময় বিভিন্ন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয় রাজনীতি। বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে। যেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে, প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত হলেন চিফ এক্সিকিউটিভ। অনেকগুলো জায়গায় সাম্প্রতিককালে এমন ঘটনা ঘটল, কেউ একক মেজোরিটি পায়নি। রাজ্যপাল দুটো দলের নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা যোগ করে ডেকে পাঠালো। অথচ তারা কেউই মেজরিটি পায়নি। অর্থাৎ বিষয়টা এমন যে, ত্রিভূজের দুই বাহু সব সময় বৃহৎ তৃতীয় বাহু থেকে। তাই যোগ হয়ে গিয়ে অনেক সময় হয়। সেই সম্ভাবনা থাকে। এটা সব সময় সম্ভব সংসদীয় গণতন্ত্রে"।

পাশাপাশি, এদিন তিনি গণতন্ত্রে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ দেব, তারা অনবরত এই পদ্ধতিকে পর্যালোচনা করেছে। এই পর্যালোচনা করতে গিয়ে যেখানে যেখানে ত্রুটি হয়েছে, সেগুলোকে তারা দূর করার চেষ্টা করছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রণববাবুর হাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ছবির প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হয় বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী এবং অন্যান্য আগত অতিথিবৃন্দ।

বিধানসভায় দিনভর উত্তেজনা রাজ্যপাল-বিরোধী মন্তব্যের জবাব পাঠালেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : অন্দরে এবং উদ্যানে দিনভর শাসকপক্ষের রাজ্যপাল-বিরোধী মন্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে আচার্য তথা রাজ্যপালের অধিকার খর্ব করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সব মিলিয়ে চলতি অধিবেশনের শেষ দিন বাড়তি মাত্রা পেল বিধানসভা। চুপ করে থাকেননি রাজ্যপালও। জবাব হিসাবে ট্যুইটে সরব হয়েছেন। তাঁর তরফে চিঠিও পাঠানো হয়েছে বিধানসভায়।

চরম সীমায় পৌঁছাল রাজ্য রাজ্যপাল সংঘাত।রাজ্যপাল দাবি করেছেন তফশিলি জাতি উপজাতি কমিশন সংক্রান্ত বিল নিয়ে যা যা কথোপকথন হয়েছে বিধানসভাকে জানান অধ্যক্ষ। মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভা অধিবেশনে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, রাজ্যপালের জন্যই আটকে রয়েছে এসসি এসটি বিল। এবং সেক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের একাংশ ভুল তথ্য সম্প্রসারিত করছে বলেও অভিযোগ করেন অধ্যক্ষ। তার পরেই রাজভবনের তরফে চিঠি আসে বিধানসভার সচিবালয়ে। সেই চিঠিতে রাজ্যপাল বলেছেন, তফশিলি জাতি ও উপজাতি কমিশন সংক্রান্ত বিল নিয়ে তাঁর তরফে যে জবাব তলব করা হয়েছে সরকারের কাছে, তা কেন করা হয়েছে। একই সঙ্গে সেই সংক্রান্ত যে চিঠি চালাচালি রাজভবনের সঙ্গে বিধানসভার হয়েছে, তা প্রকাশ করা হোক। সেই সব তথ্য বিধানসভা অধিবেশনে পেশ করুন অধ্যক্ষ।

ছয়ের পাতায়

এলাকায় দমকলকেন্দ্র চাই, অধিবেশনে সরব দেড় ডজন বিধায়ক

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রতিটি বিভাগে লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ১০০ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে বলে বিভিন্ন জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা অধিবেশনে অগ্নিনির্বাপন দফতর-বিষয়ক প্রশ্নে অন্তত দেড় ডজন বিধায়ক জানালেন তাঁদের তল্লাটে কোনও দমকল-কেন্দ্র নেই। এঁদের অনেকেই শাসক দলের বিধায়ক।

বেশ ক'বছর আগেই রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, কোথাও আগুন লাগলে যাথে দ্রুত দমকল ঘটনাস্থলে যেতে পারে, সেই লক্ষে নতুন নতুন দমকলকেন্দ্র হবে। আজ বিধায়কদের কেউ কেউ অধিবেশনে বলেন, প্রচুর এলাকা আছে যেখানে আগুন লাগলে ৪০-৪৫ কিলোমিটারের মধ্যে দমকলকেন্দ্র নেই। তৃণমূলের দীপক হালদারের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, রাজ্যে ১৪২টি দমকলকেন্দ্র আছে। পর্যায়ক্রমে আরও তৈরি হচ্ছে।

সিপিএমের নগেন্দ্র নাথ রায় জানতে চান, অনেক আগের পরিকল্পনা হলেও কোচবিহারের বক্সিহাট এবং নিশিগঞ্জে কেন এখনও দমকলকেন্দ্র চালু হল না? সুজিতবাবু বলেন, প্রথমটির কাজ শেষ। যে কোনও দিন চালু হবে। দ্বিতীয়টির কাছ চলছে। তৃণমূলের রহিমা বিবি জানতে চান, দেগঙ্গায় জমি চিহ্নিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কেন দমকলকেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে না? এ ব্যাপারে মন্ত্রী যে যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেন, রহিমা তাতে সন্তুষ্ট না হলে মন্ত্রী আশ্বাস দেন জেলাশাসকের সঙ্গে শীঘ্র এ নিয়ে কথা বলবেন।

কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক মনোজ চক্রবর্তী ডোমকলের দমকলকেন্দ্র কেন হচ্ছে না প্রশ্ন করলে মন্ত্রী বলেন, চার মাস আগে ওটা চালু হয়ে গিয়েছে। মনোজবাবু বলেন, তথ্যটি ঠিক নয়। দু'জনই তাঁদের মন্তব্যে অটুট থাকেন। ডেবরার সেলিমা খাতুন বলেন, তাঁর এলাকায় বেশ কটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। অথচ, ত্রিসীমানায় দমকলকেন্দ্র নেই। একই অভিযোগ করেন জামুরিয়ার সিপিএম বিধায়ক জাহানারা খান।

এ ভাবেই নারায়ণগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক প্রদ্যোত ঘোষ, ফরওয়ার্ড ব্লকের আলি ইমরাণ রামজ (ভিক্টর), পাথরপ্রতিমার তৃণমূল বিধায়ক সমীর জানা, বিজেপির মনোজ টিগ্গা (মাদারিহাট), তৃণমূলের রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কাটোয়া), কংগ্রেসের নেপাল মাহাতো, তৃণমূলের সোনালি গুহ, সিপিএম-এর ইব্রাহিম আলি মোল্লা (পাঁশকুড়া)' নলহাটির মৈনুদ্দিন সামস, তৃণমূলের কল্লোল খান (নদিয়া/নাকাশিপাড়া) তাঁদের কেন্দ্রে দমকলকেন্দ্র তৈরির আর্জি সত্ত্বেও কাজ হয়নি বলে জানান।

জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে শুরু হল "সবলা মেলা"

সিউড়ি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রতিবছরের মত এই বছরও জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে শুরু হল "সবলা মেলা"। মঙ্গলবার দুপুরে সিউড়ি জেলা স্কুল মাঠে ওই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) শুভাশিস বেজ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, সিউড়ি পুরসভার পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। এদিন মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পূর্বে একটি র‍্যালি করা হয়। সংশ্লিষ্ট দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর জেলাতে দুটি সবলা মেলা হয়েছে। গত মাসে বোলপুরের খোয়াই কর্মতীর্থে সবলা মেলা হয়। এরপর মঙ্গলবার থেকে সিউড়িতে সবলা মেলা শুরু হয়। সাতদিন ধরে চলবে এই মেলা। মেলায় মোট ৩৪ টি স্টল করা হয়েছে, তার মধ্যে তিনটি রয়েছে সরকারী স্টল। আর বাকিগুলিতে রয়েছে জেলা বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এবং স্বনিযুক্ত পুরুষ ও মহিলারা। মূলত, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের শ্রেষ্ঠ উৎপাদকরা নিজেদের তৈরি জিনিস যেমন, কাঁথাস্টিচ, বুটিক, চর্মজাত জিনিস, ফারের পুতুল, বিভিন্ন প্রক্রিয়াযুক্ত রকমারি খাদ্যদ্রব্য, অলংকার-সহ বিভিন্ন জিনিস প্রদর্শন এবং বিক্রয় করবেন। ওই দফতর থেকে আরও জানা গিয়েছে, এই মেলার মাধ্যমে উৎপাদকের সঙ্গে ক্রেতার সরাসরি মেলবন্ধন ঘটবে। ফলে মধ্যস্বত্ত্বভোগীরা কোনভাবেই প্রবেশ করতে পারবে না। এছাড়া মেলাটিতে আকৃষ্ট করার জন্য নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই নিয়ে জেলা স্বনির্ভর এবং স্বনিযুক্তি দফতরের আধিকারিক সন্তু তরফদার বলেন, 'স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের অধীনে থাকা পুরুষ ও মহিলাদের উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই মেলা।'

এটিএম প্রতারণায় ধৃত রোমানিয়ান নাগরিকের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজত

কলকাতা , ১০ ডিসেম্বর (হি.স): কলকাতায় এটিএম প্রতারণা মামলায় আজ মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে তোলা হয় ধৃত রোমানিয়ান সিলভিউ ফ্লোরিন স্পিরিডনকে। তাকে আলিপুর আদালতের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

তার আগে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতের কাছে আবেদন করা হয়েছিল, ধৃত সিলভিউ ফ্লোরিন স্পিরিডনের কাছ থেকে স্কিমিং ডিভাইসের একাধিক সরঞ্জাম, ম্যাগনেটিক চিপ্স, ব্যাটারি, পিন হোল ক্যামেরা উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু স্কিমিং ডিভাইসের আর সরঞ্জাম আছে কিনা ধৃতের কাছ থেকে জানা প্রয়োজন।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম

ফুটপাথের বেঞ্চে তখন রাত কাটিয়েছেন!

অমিতাভ বচ্চনের নায়ক হয়ে ওঠার পেছনে 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'—এর একটা অবদান আছে! ছোট্ট হলেও ।ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে 'পোজ' দিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। আর ছবিটা তুলেছিলেন ভাই অজিতাভ বচ্চন। সালটা ১৯৬৭।কলকাতায় তখন অমিতাভ চাকরি করেন 'ব্ল্যাকার্স' সংস্থায়। মাসিক ১৬০০ টাকা মাইনে। তখনকার হিসেবে বেশ ভালই মাইনে বলা চলে। আর নাটক করতেন 'দ্য আমেচার্স' বলে একটি ইংরেজি নাটকের দলে। 'হু ইজ অ্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উলফ' নাটকটির প্রযোজনা করে যে দলটির তখন বেশ সুনাম।ছোট ভাই অজিতাভও তখন চাকরি করতে এসে কলকাতাতেই থাকেন। ভাই পুরোপুরি ওয়াকিবহাল দাদার অভিনয় ক্ষমতা সম্পর্কে। তার ইচ্ছা দাদা এগ্‌জিকিউটিভ—এর চাকরি ছেড়ে পর্দার জগতে যাক। সেই মনোগত ইচ্ছেমতোই দাদার কতগুলো 'গ্ল্যামারাস' ছবি তোলা। যার একটি ছিল 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' হলের সামনে। সেসময় 'ফিল্মফেয়ার' পত্রিকা একটি নতুন মুখ খোঁজার 'কনটেস্ট' করে। সেখানে দাদার ওই ছবিটি পাঠায় অজিতাভ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে প্রতিযোগিতার ফল জানা যায়নি শেষপর্যন্ত।ওই ছবিটা কিন্তু বিমুখ করেনি অমিতাভকে। অজিতাভ ওই ছবিটিই পৌঁছে দিয়েছিলেন বোম্বেতে পরিচালক খাজা আহমেদ আব্বাসের কাছে। যিনি তখন 'সাত হিন্দুস্থানি' বানাতে চলেছেন। আমিতাভের ওই ছবি দেখেই তাকে ডেকে পাঠান আব্বাস। পছন্দসই ছবিটা বহুদিন তিনি টাঙিয়ে রেখেছিলেন নিজের অফিসে।ষোলোশো থেকে পঞ্চাশঅমিতাভের কেরিয়ারের শুরুতে পরোক্ষে এইভাবে এই শহরের এক দর্শনীয় স্থানের যদি ভূমিকা থাকে, তবে আর এক পরোক্ষ ভূমিকা আছে এ শহরের এক পরিচালকেরও। তিনি সত্যজিৎ রায়!সত্যজিতের ইউনিটে তখন সহ—-পরিচালক হতে এসেছেন টিনু আনন্দ। যাকে আব্বাস সাহেব তাঁর নির্মীয়মাণ 'সাত হিন্দুস্থানি'র এক হিন্দুস্থানি হিসেবে ভেবে রেখেছেন। কিন্তু টিনুর মাথায় তখন অভিনেতা হবার থেকেও পরিচালক হবার পোকা। চলে এসেছেন তাই সত্যজিৎ রায়ের কাছে।সত্যজিৎ টিনুকে বলেন, 'অভিনেতা হবার ইচ্ছে থাকলে বোম্বে থাকো। কিন্তু পরিচালনা শিখতে হলে এক মুহূর্ত দেরি না করে কলকাতা চলে এসো। 'সে কথাকে মান্যতা দিয়ে টিনু পত্রপাঠ চলে এলেন কলকাতায়।আর তাঁকে না পেয়ে, তাঁর সেই ছেড়ে আসা চরিত্রে খাজা আহমেদ আব্বাস সুযোগ দিলেন কলকাতা থেকে বোম্বে আসা সেই ছেলেটাকে। যে চরিত্রে সুযোগ দিলেন, সে চরিত্রটির নাম আনোয়ার আলি। এ নামটার ব্যাপারে একটা মজার ব্যাপার আছে। এই ছবিরই অন্যতম এক প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এক যুবক, যার সত্যি সত্যিই বাস্তবে নাম আনোয়ার আলি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিখ্যাত কমেডি---অভিনেতা মেহমুদের

ভাই। তার নাম শুনেই এই চরিত্রটির নাম মনে আসে আব্বাস সাহেবের। এই চরিত্রটির যে ছবি তাঁর মনে এসেছিল তা রোগা, লম্বা চেহারার। অমিতাভ যেদিন দেখা করতে আসেন কে এ আব্বাসের সঙ্গে, সেদিন তাঁর পরনে ছিল চুড়িদার পাজামা আর জহর কোট। তাতে তাঁকে আরও রোগা আর লম্বা লাগছিল। আব্বাস সাহেব বুঝে যান, তিনি এই 'ঘোড়া'টির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।মজার কথা, পরে এই আনোয়ারের সঙ্গে দুর্দান্ত বন্ধুত্ব হয়ে যায় অমিতাভের। দু'জনে হয়ে ওঠেন হরিহর আত্মা। এতটাই যে একসময় আনোয়ার আর অমিতাভ একসঙ্গে থাকতেন আনোয়ারের ফ্ল্যাটে। আর ভাইয়ের বন্ধু এই সুবাদেই অমিতাভকে প্রথম দেখেন মেহমুদ। দেখেই এতটাই পছন্দ হয়ে যায় তাঁকে যে ডেকে নিয়ে সুযোগ করে দেন নিজের পরের ছবি 'বোম্বে টু গোয়া'য়। সেদিন যখন ঘরে ঢুকেছিলেন মেহমুদ, বড় একজনকে সম্মান দেখাতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন অমিতাভ। এই ব্যাপারটাই চেহারার পাশাপাশি আকর্ষিত করে মেহমুদকে।মজার কথা আরও এটাই যে, এই 'বোম্বে টু গোয়া'য় এক অ্যাকশন দৃশ্যে অমিতাভের হাত—পা ছোঁড়া দেখেই তাঁকে মনে ধরে চিত্রনাট্যকার সেলিম আর জাভেদের। তাঁদের সুপারিশ অমিতাভের কাজে লাগে 'জঞ্জির' ছবিতে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে।'সাত হিন্দুস্থানি' হিট করেনি। ঠিক বাজারে 'হিট' করানোর ফর্মুলায় বানানোও নয় এই ছবি। কিন্তু এ ছবি অমিতাভের কেরিয়ারে ঠিকঠাক সিঁড়ির প্রথম ধাপ হয়ে উঠতে পেরেছিল। এ ছবি সেবার জাতীয় পুরস্কার পায় জাতীয় সংহতি প্রচারের জন্য। সেই পুরস্কারের আসরে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল অমিতাভের নাম। এ ছাড়াও বছরের সেরা উদীয়মান মুখ হিসেবে অন্য একটি পুরস্কারও পান তিনি।কেরিয়ারের প্রথম সাড়ে তিন বছরে 'আনন্দ' ছেড়ে দিলে ১১টা ছবি ফ্লপ করে অমিতাভের। কখনও তাঁর উচ্চতার অজুহাতে নায়িকা ছবি করতে চাননি, কখনও তাঁর চেহারাকে বড় বেশি 'কবি—কবি' বলে বাতিল করেছেন কোনও পরিচালক। একবার মেরিন ড্রাইভে দু'রাত রাস্তার বেঞ্চিতে শুয়ে কাটিয়েছেন। খাবার খেয়েছেন মধ্যরাতে, খাবারের দাম অর্ধেক হয়ে যাবার পরে। কিন্তু ওই প্রথম ছবিই বুঝিয়ে দিয়েছিল একজন অন্য চেহারার, অন্যরকম অভিনেতা এসে গেছেন। আনোয়ার আর জালাল আগা ('সাত হিন্দুস্থানি'র আর এক 'হিন্দুস্থানি') আব্বাস সাহেবের অফিসে ছবি দেখে নিজেদের মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছিল অমিতাভকে নিয়ে। প্রথমবার যখন তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় অমিতাভের, আর 'হ্যালো' বলে হাত বাড়িয়ে দেন তিনি, সেই গলা শুনেই তাঁরা বোঝেন এ ছেলেকে উপেক্ষা করা যাবে না। জালাল আগা পরে বেশ কিছু রেডিও—র বিজ্ঞাপনের কাজ জোগাড় করে দেন অমিতাভকে। হরলিকস্, নিরলন প্রভৃতি কোম্পানির। পঞ্চাশ টাকা করে পেতেন অমিতাভ বিজ্ঞাপনপিছু। সেই টাকাটা বেশ কাজে আসত থাকা---খাওয়ায়।বাড়ি থেকে পালিয়ে কি?'সাত হিন্দুস্থানি'র কাহিনির কেন্দ্র গোয়ার মুক্তিযুদ্ধ। তাতে শামিল ছয় যুবক ও এক যুবতীর গল্প। আব্বাস ঠিক করেছিলেন ছয় যুবক নেবেন আলাদা আলাদা ধর্মের, জাতির, ভাষার। যে বাস্তবে যে রকম সে সেই চরিত্র পাবে না। এইভাবে 'কাস্টিং' থেকে পরিচিতি—মিশ্রণ ঘটাবেন তিনি। এরই ফলে বাঙালি উৎপল দত্ত ছবিতে হয়ে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবি। দক্ষিণী অভিনেতা মধু হয়ে গিয়েছিলেন বাঙালি। বাস্তবের আনোয়ার হয়ে গেল হিন্দু রাম ভগৎ শর্মা। আর অমিতাভ হলেন মুসলমান আনোয়ার আলি।ছবির পুরো চিত্রনাট্য শুনে অমিতাভ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন তাঁর দুটো চরিত্র পছন্দ। পাঞ্জাবি আর মুসলমানের। উৎপল দত্তকে ভাবা আছে পাঞ্জাবি চরিত্রে, সেটা পেতে পারেন না অমিতাভ। অতএব পেলেন মুসলমানের চরিত্র।এরপর আসে পারিশ্রমিকের প্রশ্ন। আব্বাস পরিষ্কার বলেন এ ছবির জন্য অমিতাভ পাবে ৫,০০০ টাকা। মাসে ১৬০০ টাকার চাকরি ছেড়ে এসেছেন। সে তুলনায় এ টাকা কিছুই নয়। কিন্তু তবু এ ছবি হাতছাড়া করার কথা ভাবতে পারেননি অমিতাভ। খুব দৃঢ় গলায় তিনি আব্বাস সাহেবকে জানিয়ে দেন তিনি ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। এই অ্যাটিটিউডটাই পছন্দ হয় আব্বাসের। সেদিনই চুক্তিপত্র তৈরি হয়।আর সেই সইসাবুদের কাজটা করতে গিয়ে জানতে পারেন আব্বাস যে অমিতাভ বচ্চন আদতে কবি হরবংশ রাই বচ্চনের বড় ছেলে। এটা জেনে একটু দ্বিধায় পড়ে যান আব্বাস। জানতে চান অমিতাভের কাছে, তাঁর সিনেমায় নামার ব্যাপারে তাঁর বাবার সম্মতি আছে তো? আসলে তখন হরবংশ রাই বচ্চন আর খাজা আহমেদ আব্বাস দু'জনেই একসঙ্গে ছিলেন 'সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার'—এর বিচারক। আব্বাস চাননি সিনিয়র বচ্চনের সঙ্গে দেখা হলে কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়।আব্বাসের প্রশ্ন উত্তরে মজা করে একটি প্রশ্নই করেন অমিতাভ 'আপনার কি আমাকে দেখে বাড়ি থেকে পালানো ছেলে বলে মনে হচ্ছে?' ঠান্ডা গলায় আব্বাস উত্তর দেন, 'যারা বাড়ি থেকে পালায়, তাদের চেহারা দেখে কিছুই ঠাহর হয় না।''সাত হিন্দুস্থানি'র শুটিং শুরু হয় ১৯৬৯---এর ফেব্রুয়ারি মাসে। আর ছবি মুক্তি পায় নভেম্বরে। শুটিং হয়েছিল বেশ কষ্ট করে। খাওয়া হত হিসেব করে। রান্নাঘরের দায়িত্ব নিয়েছিলেন উৎপল—গৃহিণী শোভা সেন। যে যার নিজের বেডিং নিয়ে গিয়েছিল। অমিতাভও। রাতে শুতেন অনেকে মিলে এক বাংলোর বড় হলঘরে। ঐতিহাসিক ইনিংসের শুরুটা ছিল এরকমই।এ বছর 'সাত হিন্দুস্থানি'র সুবর্ণ জয়ন্তী বছরে, গোয়ায় 'ইফি'র অনুষ্ঠানে এসে অমিতাভ তুললেন এখানে তাঁর ওই ছবির শুটিং করে যাবার কথা। বললেন, মনে হচ্ছে ঘরে ফিরেছি।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবসেই প্রকাশ্যে এল মালতীর লড়াই, ট্রেলারেই বাজিমাত দীপিকার

আজ বিশ্ব মানবাদিকার দিবস। আজকের এই বিশেষ দিনে ছবির ট্রেলর মুক্তি সবটাই যেন কাকতালীয় ভাবে। সব মিলিয়ে এ যেন এক বিশাল পাওনা। এর থেকে আর উপযুক্ত কোনও দিন হতে পারত না। কথা হচ্ছে মেঘনা গুলজার পরিচালিত তৈরি ছবি ''ছপাক'' নিয়ে। আজই মুক্তি পেল ছবির ট্রেলার। এই ছবির হাত ধরেই প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ দীপিকার। এই ছবিই যেন বদলে দিল তার কেরিয়ার গ্রাফ।পরিচালকের কথা মতো বিশ্ব মানবাধিকার দিবসেই মুক্তি পেল বহু প্রতিক্ষিত ছবির ট্রেলার। ২ মিনিট ১৯ সেকেন্ডের এই ট্রেলার দেখা মাত্রই তোলপাড় হতে থাকবে বুকের ভিতরটা। অ্যাসিড আক্রান্ত লক্ষ্মী আগরওয়ালের জীবনের উপর তৈরি হয়েছে এই ছবি। ছবির প্রতিটি পরতে পরতে উঠে আসবে তার লড়াইয়ের কাহিনি। অত্যন্ত স্পর্শকাতর ট্রেলারটিতে দেখা যাচ্ছে, মুখের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। নষ্ট হয়ে গেছে একটা চোখ, কান দুটো আরও নেই। আয়নায় নিজের এই চেহারাটা দেখে আঁতকে ওঠে মালতী। সে ভাবতেই পারে না এইরকম একটা ঘটনা তার পুরো চেহারাটাকে এভাবে বিকৃত করে ফেলবে। নিমেষের মধ্যে সবকিছু যেন তছনছ হয়ে যায়। কোনওভাবেই মেনে নিতে পারে না সেইদিনের ঘটনাটা। তারপর অবশেষে সব কিছু ভুলে মালতী বেরিয়ে আসে। এরপরই শুরু হয় নতুন লড়াই। এভাবে তার লড়াই উঠে এসেছে ছবির ট্রেলারে। যা দেখা মাত্রই আপনিও শিউরে উঠবেন। দেখে নিন ট্রেলরটি।গ্ল্যামার, আলোর ঝলকানি সব কিছু দূরে রেখে দীপিকার এই চরিত্র দেখে দর্শকদের মনে ঝড় উঠবে। অ্যাসিড আক্রান্ত হয়েও জীবনে হার না মেনে মনের জোরকে হাতিয়ার করে কীভাব জীবন যুদ্ধে জয়ী হবে মালতী তারই গল্প বলবে ''ছপাক''। বাস্তবে অ্যাসিড হামলার পর লক্ষ্মীর লড়াই থেমে থাকে নি। একটি সাক্ষাতকারে লক্ষ্ম ী জানিয়েছেন, ''সিনেমার দুনিয়া যত রঙিন, বাস্তবে কিন্তু ততটাও নয়। মোট ৭ টা সার্জারির পরও আগের এখনও সুন্দর চেহারা পাননি লক্ষ্মী আগরওয়াল''। পরিচালক মেঘনাও জানিয়েছেন, ''দীপিকা ছাড়া আর কোন অভিনেত্রী একটা প্যাশন নিয়ে মালতীর চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পারত বলে তিনি মনে করেন না।'' লক্ষ্মী ওরফে মালতীর চরিত্রে কতটা যথাযথ দীপিকা এখন এটাই দেখার। ২০২০ সালে প্রথম মাসেই মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি।

সংসারে এল নতুন অতিথি বাবা হলেন কপিল শর্মা

কমেডিয়ান কপিল শর্মার বাড়িতে আজ ভোর রাত থেকেই খুশির মরসুম। বাবা হয়েছেন তিনি। এসেছে কন্যাসন্তান। মঙ্গলবার ভোররাতে নিজের টুইটার হ্যান্ডল থেকে কপিল লেখেন, ''''ব্লেসড টু হ্যাভ আ বেবি গার্ল। নিড ইওর ব্লেসিংস।''''বোঝাই যাচ্ছে, প্রথম বার পিতৃত্বের স্বাদ পেয়ে বেজায় খুশি কপিল। গত বছর ডিসেম্বরে জিনি চাতরাথের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কপিল। সেই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন থেকে রণবীর সিংহ-সহ বলিউডের চেনা মুখেরা। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সুখবর এল কপিলের বাড়িতে।স্ত্রী যখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তখন তাঁকে নিয়ে কানাডাও ঘুরে এসেছিলেন কপিল। বাবা হওয়ার আগে সংবাদ মাধ্যমকে কপিল বলেছিলেন, ''এখন আমার প্রধান লক্ষ্য হল জিনির খেয়াল রাখা। প্রথম সন্তান আসছে। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা খুবই উত্তেজিত।

আমার গোটা পরিবার নতুন অতিথির অপেক্ষায় রয়েছে।''

চেনা কর্পূর এর অচেনা ব্যবহার

কর্পূর এর গন্ধ এতটাই পবিত্র যে দূর থেকে তা চেনা যায়।এ কথাও আমরা জানি যে, বাজারে দু''ধরণের কর্পূর পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরেই বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কর্পূরের ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে আমরা অনেকেই হয়তো কর্পূরের অনেকগুলি আশ্চর্য কার্যকারীতা বা ব্যবহার সম্পর্কে তেমন ভাবে জানি না। আজ জেনে নেওয়া যাক চেনা কর্পূরের এমন বেশ কয়েকটি অচেনা ব্যবহার সম্পর্কে...১) মশা তাড়াতে: ঘর থেকে মশা তাড়াতে কর্পূরের ট্যাবলেট ঘরের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দিন। এতে মশা ঘর ছেড়ে পালাবে, একই সঙ্গে রুম ফ্রেশনারের কাজও করবে।২) ব্রণ বা ব্রণর দাগ নিরাময়ে: কয়েক ফোঁটা কর্পূর এসেনশিয়াল অয়েল অন্য কোনও তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্রণ আক্রান্ত ত্বকে মালিশ করলে ব্রণ সেরে যাবে। ব্রণর দাগও দ্রুত ফিকে হয়ে মিলিয়ে যাবে। এটি নারকেল তেল, এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল বা আমন্ডের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করবেন। উপকার পাবেন।৩) চুল ঝরা রোধে বা খুশকির সমস্যা দূর করতে: নিয়মিত মাথায় যে তেল ব্যবহার করেন তার সঙ্গে কর্পূর এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে মাথায় মেখে দেখুন। দেখবেন, চুল ঝরার পরিমাণ অনেকটাই কমে যাবে। চুলে শ্যাম্পু করার আগে এই তেলের মিশ্রণ মাথার তালুতে আর চুলের গোড়ায় ভাল করে মাখলে খুশকির সমস্যা দ্রুত কমে যাবে।৪) পিঁপড়ে দূর করতে: বাড়িতে পিঁপড়ের উপদ্রবে নাজেহাল? এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে অনেকেই বাজার চলতি কীটনাশক ব্যবহার করেন। কিন্তু এর ক্ষতিকর পার্শ প্রতিক্রিয়া বাড়ির শিশু বা বয়স্কদের জন্য ভয়াবহ হতে পারে। তাই ক্ষতিকর কীটনাশকের পরিবর্তে জলের সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে ঘরের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দিন। দেখবেন কর্পূরের গন্ধে পিঁপড়েরা ঘর ছেড়ে পালাবে।৫) শিশুর ঠান্ডা লাগলে: ঠান্ডা লেগে শিশুর বুকে কফ জমে গেলে বা সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে গেলে কাজে লাগাতে পারেন কর্পূর। নারকেল তেল বা সরষের তেলের সঙ্গে সামান্য কৃত্রিম কর্পূর মিশিয়ে সামান্য গরম করে নিন। উষ্ণ অবস্থায় এই তেল শিশুর বুকে ও পিঠে মালিশ করে দেখুন। দ্রুত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।৬) ছারপোকা তাড়াতে: জানেন কি ছারপোকা তাড়াতে কর্পূর অত্যন্ত কার্যকরী! বিছানার তোষক, ম্যাট্রেস, চাদর ঘণ্টা খানেক রোদে দেওয়ার পর একটি বড় কর্পূরের টুকরো কাপড়ে মুড়ে বিছানা ও ম্যাট্রেসের মাঝামাঝি রেখে দিন। দেখবেন, এতে বিছানায় ছারপোকার উপদ্রব বন্ধ হয়ে যাবে।৭) ত্বকের সমস্যায়: ত্বকের চুলকানি বা র‍্যাশের সমস্যায় কর্পূর খুবই কার্যকরী! এক টুকরো ভোজ্য কর্পূর সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে ত্বকের আক্রান্ত স্থানটি এই দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন ত্বকের চুলকানি ভাব আর র‍্যাশের সমস্যা মুহূর্তে কমে যাবে। তবে কখনওই শরীরের কোনও ক্ষত স্থানে কর্পূর লাগাবেন না। কারণ, কর্পূর রক্তের সঙ্গে মিশে গেলে শরীরে বিষক্রিয়া হতে পারে।

নাওয়াজের সঙ্গে দেখা হল না শেষ বেলায়, প্রয়াত সায়মা

অকালে প্রয়াত হলেন নাওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির ছোট বোন। ৮ বছর ধরে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন সায়মা সিদ্দিকি। গত বছর বোনের ২৫ বছরের জন্মদিনে টুইটারে ছবি পোস্ট করেছিলেন সেক্রেড গেমস খ্যাত এই অভিনেতা। বোনের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নাওয়াজ। লিখলেন তাঁর বোন ১৮ বছর বয়স থেকে এই রোগে আক্রান্ত। মনের জোরে সমস্ত বাধাবিপত্তির সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন তিনি। বোনের চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। এরই সঙ্গে অস্কারজয়ী বিখ্যাত সাউণ্ড ডিজাইনার রেসুল পুকুট্টিকেও ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন চিকিৎসকদের সঙ্গে তাঁকে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য।কিন্তু ২৬ বছর পূর্ণ হতেই লড়াই থেমে গেল সায়মার।

মর্দানির সিক্যুয়েল ২র শুভ মুক্তি ১৩ ডিসেম্বরে!

২০১৯ এর ১৩ ডিসেম্বর-ই মুক্তি পেতে রানী মুখার্জির চলেছে মর্দানি-২।২০১৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ক্রাইম থ্রিলার ছবি ''মার্দানি'' বক্স অফিসে সফল হয়েছিল। সেই ছবির পরিচালক ছিলেন প্রদীপ সরকার।২০১৮ সালে রানী মুখার্জী তাঁর কন্যা আদিরার তৃতীয় জন্মদিন উদযাপন করার পরেই নিজের পরবর্তী বলিউড সিনেমা- মর্দানি ২-এর ঘোষণা করেছিলেন।রানী মুখার্জীরর এই সিক্যুয়েল তাঁর স্বামী যশ রাজ ফিল্মসের প্রধান আদিত্য চোপড়া দ্বারা প্রযোজিত। ২০১৮তে রানী মুখার্জীর ''হিচকি'' মুক্তি পায়। মর্দানির গল্প লিখেছিলেন এই গোপীই। রাণী মুখার্জী_টুচ-এর টুইটার পেজে পোস্ট করা একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'মর্দানি সবসময়ই আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি থাকবে... গোপী একটি অসাধারণ স্ক্রিপ্ট লিখেছেন যা আমাদের সকলের খুব কাছের। শীঘ্রই এই চলচ্চিত্রটি শ্যুটিং শুরু হবে। অপেক্ষা করা সত্যিই কঠিন।'অভিনেত্রী রাণী মুখার্জী এই ছবিতে ইন্সপেক্টর শিবাণী শিবাজি রায়ের ভূমিকা পালন করেছিলেন। শিবাণী এক ছোট্ট মেয়ের সন্ধানে একটি পাচারের র‍্যাকেট নির্মূল করে দেন।মর্দানি সিনেমায় খলনায়কের ভূমিকায় তাহির রাজ ভাসিনের অভিনয় ছিল অসাধারণ। কিন্তু এইবার, রানী মুখার্জী বলেছেন যে শিবাণীর যুদ্ধ 'আসল অশুভের' বিরুদ্ধে। তিনি বিবৃতিতে বলেন, 'শিবাণীর লড়াই এমন এক নিষ্ঠুর ভিলেনের বিরুদ্ধে যার কোন সহানুভূতি নেই, ঈশ্বরকে ভয় নেই এবং চরম অশুভ সত্ত্বা। এই চরিত্রটি অসাধারণভাবে লেখা হয়েছে এবং কোন অভিনেতা এই চরিত্রে অভিনয় করবেন তা জানতে আমি নিজেও বেশ উত্তেজিত।'''মার্দানি''তে সিনিয়ার পুলিশ আধিকারিক শিবানী শিবাজী রায়ের ভূমিকায় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন রানি। নারী পাচারকারীদের ধোলাই দিয়ে নিষিদ্ধপল্লী থেকে বহু মহিলাকে উদ্ধার করতে দেখা গিয়েছিল শিবানীরূপী রানি মুখার্জীকে।এবারও তাকে সেই পুলিশ আধিকারিক শিবানী শিবাজী রায়ের ভূমিকাতেই দেখা যাবে।

আটপাকে বাঁধা পড়লেন ববিতা ফোগত

কমনওয়েলথ গেমস সোনাজয়ী ববিতা ফোগত সাতপাকে বাঁধা পড়লেন রবিবারে। হরিয়ানার বলালি গ্রামের পৈত্রিক বাড়িতে ববিতা দীর্ঘদিনের সঙ্গী বিবেক সুহাগের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন তিনি। তবে সাতপাক নয়। ববিতা নিজের বিয়েতে ঘুরলেন আটপাক। দেশের ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ স্বরূপ ববিতা একপাক অতিরিক্ত ঘুরেছেন বলে জানা গিয়েছে।প্রিয়ঙ্কা চোপড়া যেমন লাল লেহঙ্গা পড়ে বিয়ে সেরেছিলেন, অবিকল সেই পোশাকেই এবার দেখা গেল দেশের অন্যতম সেরা কুস্তিগীড়কে। ববিতার বোন গীতা ফোগত ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে দিদির বিয়ের একাধিক ছবি পোস্ট করেন তিনি। সেখানে তাঁর ক্যাপশন, ''আমার প্রিয় দিদি ববিতা ফোগতকে শুভেচ্ছা। নতুন যাত্রাপথে তোমার যেন সমস্ত স্বপ্নপূরণ হয়। তোমাদের দুজনকেই অনেক শুভেচ্ছা।''বিজেপিতে কুস্তিগীর ববিতা ও তাঁর বাবা মহাবীর ফোগত২০১৪ সালে গ্লাসগোয় কমনওয়েলথ গেমসে সোনা ও ২০১৮-এ রুপো জিতেছিলেন ববিতা। এরপর ২০১৮ সালে গোল্ডকোস্ট অস্ট্রেলিয়ায় রুপো পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর বোন গীতা ফোগতও কমনওয়েলথ গেমসের সোনাজয়ী কুস্তিগীড়। দ্রোণাচার্য পুরস্কার পেয়েছেন ববিতার বাবা মহাবীর ফোগত।আচমকাই কুস্তির কেরিয়ারে ইতি টানলেন ঋতু ফোগাটফোগত পরিবারকে নিয়েই বলিউডে সিনেমা বানানো হয়েছিল। সেখানে মহাবীর ফোগতের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং আমির খান। সেই সিনেমা মন ছুয়ে গিয়েছিল ভারতীয় দর্শকদের। বিয়ে উপলক্ষ্যে ববিতাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আমির খানও। তিনি নিজের টুইট করেন, ''ববিতা ফোগত ও বিবেক সুহাগকে বিয়ের অনেক শুভেচ্ছা। ভালবাসা নিও।''এর আগে ববিতা ও তাঁর বাবা মহাবীর ফোগত বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে চরকি দাদরি কেন্দ্র থেকে নির্বাচনেও লড়েন তিনি। সেখানে অবশ্য নির্দল প্রার্থী সোমবীর সাঙ্গওয়ানের কাছে পরাজিত হন। সাঙ্গওয়ানকে সেবার টিকিট দেয়নি বিজেপি। নির্দল হিসেবে লড়েই বাজিমাত করেন তিনি।

সকাল বেলার প্রথম পানীয় কি হওয়া উচিত, আসুন জানি

সকালে আড়মোড়া ভেঙে অনেকের বেড টি খাবার অভ্যাস। আবার অনেকের সকালের জলখাবার না হলেও এক কাপ কফি না হলে চলে না। কেউ আবার ভোরে উঠে খান এক গ্লাস চিরতার জল, নয়তো করলার রস। সকালবেলার প্রথম পানীয় নিয়ে নানা রকমের সংস্কার আছে। কী দিয়ে দিনটা শুরু করা স্বাস্থ্যকর?কফি: ক্যাফেইন স্নায়ুকে উদ্দীপনা দেয় বলে অনেকেরই সকালে এক কাপ কফি পান করা পছন্দ। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের এক রিপোর্টে দেখা যায়, সকালবেলার কফি মস্তিষ্কের কগনিটিভ ফাংশনকে উন্নত করে, মানে মাথা খুলে দেয় আরকি। তা ছাড়া সীমিত পরিমাণ কফি ডায়াবেটিস ও কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। কিন্তু অতিরিক্ত বা বিশাল এক কাপ কফি আপনার হৃৎস্পন্দন ও রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। ক্যাফেইন কিছু ওষুধের বিপাককে প্রভাবিত করে, সকালে কোন ওষুধ খেতে হলে তা জেনে নিন।চা: মর্নিং টি প্রায় সবারই প্রিয় এবং আবশ্যকও বটে। চায়েও খানিকটা ক্যাফেইন আছে, তাই ওষুধের সঙ্গে পান করা ঠিক কি না জেনে নেওয়া ভালো। চা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিকেল দূর করে। তাই সকালের চা আপনাকে সতেজ করবে। তবে এক গাদা চিনি-দুধ বাদ দিয়ে সকালে এক কাপ গ্রিন টি বা হারবাল টি (যেমন লবঙ্গ বা আদা দেওয়া চা) আপনার দিনটাকেই বদলে দেবে।লেবু পানি: সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস জলে লেবুর রস নিংড়ে মিশিয়ে খেলে সতেজতা আসেএটা গবেষণায় প্রমাণিত। এটি দিনের বিপাক ক্রিয়াকে শুরু করতেও সহায়ক। অনেকের সকালে কিছু খেতে ইচ্ছে করে না, বমি বমি লাগে। এই পানীয় তাদের রুচি বাড়াতে সাহায্য করবে। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবেও কাজ করবে এটি। প্রচুর ভিটামিন সি থাকায় তাজা লাগবে। একই ফল পেতে পারেন যদি সকালের জলখাবারে এক গ্লাস তাজা ফলের রস খাওয়ার অভ্যাস করেন।জল: সকালে উঠে বড় এক গ্লাসের জল পান করাই সবচেয়ে উত্তম। হজম ও পেট পরিষ্কার করা, বিপাক ক্রিয়াকে শুরু করা এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা আছে। এতে রাতের জলশূন্যতা দূর হবে। সকালে ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস থাকলে চা-কফির বদলে এক গ্লাস জল পান করেই বের হওয়া ভালো। কেননা চা-কফি আপনাকে আরও জলশূন্য করে দেবে।

গা বমি ভাব ও অস্বস্তি থেকে কাটিয়ে উঠবেন কি করে

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ অনেকেরই বাসে, ট্রেনে উঠলে গা বমি ভাব হয়ে থাকে।আবার অনেকে কিছুটা রাস্তা যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে যায় মাথা ব্যথা,মাইগ্রেনের কারণে বা হজমের সমস্যার কারণে বমি বমি ভাব বা শরীরে অস্বস্তি হয়ে থাকে। হঠাত কোনও কারণে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লে বমি বমি ভাব বা শরীরে অস্বস্তি হতে পারে। অনেকেই রাস্তাঘাটে বেরলে বিভিন্ন কারণে অসুস্থ বোধ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে গেলে বমিও করে ফেলেন অনেকে।

তবে রান্নাঘরে মজুত থাকা সাধারণ কয়েকটি জিনিসের সাহায্যে এই বমি বমি ভাব সহজেই কাটানো সম্ভব। আসুন এ বিষয়ে সবিস্তারে জেনে নেওয়া যাক...১) লবঙ্গ: এক চামচ লবঙ্গের গুঁড়ো দিয়ে এক কাপ জলে ৫ মিনিট সিদ্ধ করুন। ঠান্ডা হয়ে গেলে আস্তে আস্তে এটি খেয়ে দেখুন। এর স্বাদ যদি কটু লাগে তাহলে এর সঙ্গে এক চামচ মধু মিশিয়ে নিতে পারেন। এ ছাড়া ১-২টি লবঙ্গ চিবিয়ে নিন খেয়ে দেখতে পারেন। এটি সঙ্গে সঙ্গে বমি বমি ভাব দূর করে দেবে।২) লেবু: বমি বমি ভাব কাটাতে খুব সহজ এবং সস্তা একটি উপায় হল লেবু। এক টুকরো লেবু মুখে নিয়ে কিছুক্ষণ চুষুন। এ ছাড়া এক গ্লাস জলে এক টুকরো লেবুর রস, এক চিমটে নুন মিশিয়ে খেয়ে নিন। এটি দ্রুত বমি বমি ভাব দূর করে দেবে। এক টুকরো লেবু নাকের কাছে নিয়ে কিছুক্ষণ শুঁকে দেখুন, এটিও শারীরিক অস্বস্তি অনেকটাই কমিয়ে দেবে।

৩) জিরে: এক চামচ জিরে এমন একটি উপাদান যা আপনার বমি বমি ভাব মুহূর্তে দূর করে দেবে। এক চামচ জিরে গুঁড়ো করে খেয়ে নিন। মুহূর্তের মধ্যে বমি বমি ভাব দূর হযেএটি দ্রুত বমি বমি ভাব দূর করে দেবে। এক টুকরো লেবু নাকের কাছে নিয়ে কিছুক্ষণ শুঁকে দেখুন, এটিও শারীরিক অস্বস্তি অনেকটাই কমিয়ে দেবে।৩) জিরে: এক চামচ জিরে এমন একটি উপাদান যা আপনার বমি বমি ভাব মুহূর্তে দূর করে দেবে। এক চামচ জিরে গুঁড়ো করে খেয়ে নিন। মুহূর্তের মধ্যে বমি বমি ভাব দূর হয়ে যাবে। এক চিমটে জিরেও চিবিয়ে খেয়ে দেখতে পারেন। উপকার পাবেন।৪) আদা: দ্রুত বমি বমি ভাব দূর করতে আদা খুবই কার্যকরী একটি উপাদান। এক টুকরা আদা চায়ের সঙ্গে খান, এটি দ্রুত বমি বমি ভাব দূর করে দেবে।

আদা হজমের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। এক চামচ আদার রস, এক চামচ লেবুর রস এবং সামান্য বেকিং সোডা মিশিয়ে খেয়ে দেখুন। এটিও বমি বমি ভাব দূর করতে সাহায্য করবে।৫) লেবু বা লবঙ্গ: মোসন সিকনেসের সমস্যা থাকলে সব সময় সঙ্গে পাতিলেবু বা লবঙ্গ রাখুন। রাস্তায় বমি বমি লাগলে সঙ্গে সঙ্গে মুখে লেবু বা লবঙ্গ দিয়ে দিন। এটি দ্রুত বমি বমি ভাব মুহূর্তে দূর করে দেবে।

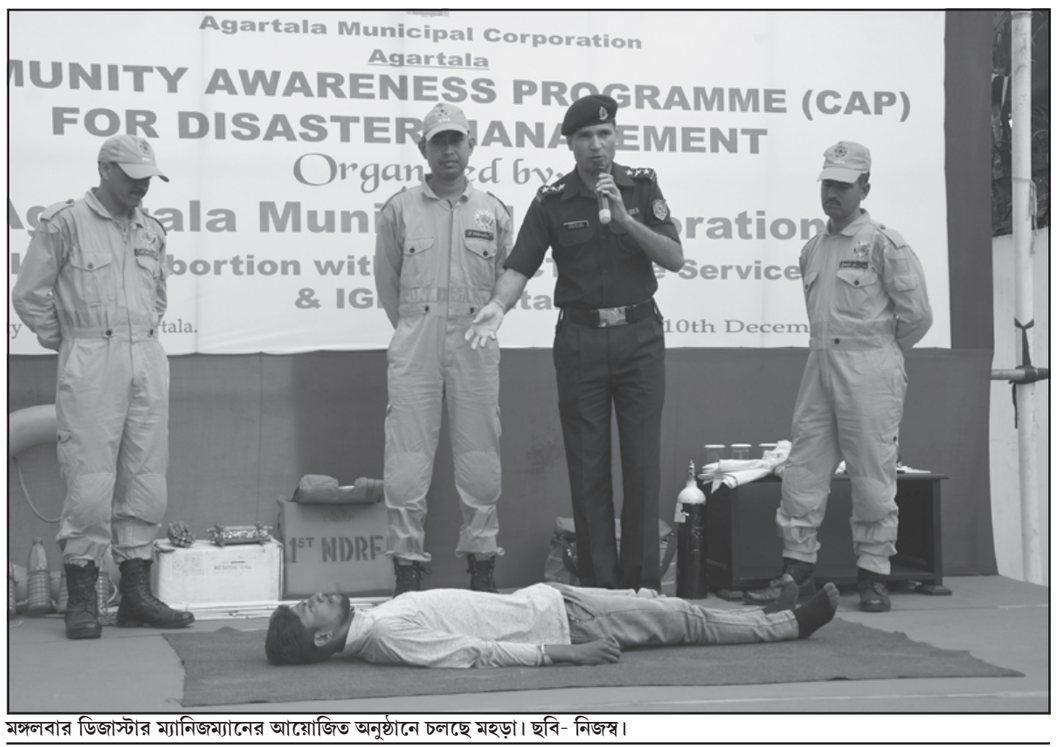

মঙ্গলবার ডিজাস্টার ম্যানিজম্যানের আয়োজিত অনুষ্ঠানে চলছে মহড়া। ছবি- নিজস্ব।

শীত পড়তেই বাঁকুড়ায় খুশী খেজুর গুড় প্রস্তুতকারকরা

বাঁকুড়া, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : শীত পড়তেই আশার আলো দেখছেন খেজুর গুড় প্রস্তুতকারকরা।এই মরসুমে এখনও পর্যন্ত সেরকম ঠান্ডা না পড়ায় খেজুর গুড় প্রস্তুতকারকরা কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ে কিন্তু গত ২দিন ঠান্ডা পড়তে তারা আশার আলো দেখছেন।কারন ঠান্ডা না পড়লে খেজুর গাছে রস তেমন আসে না, আবার সেই রসে স্বাদ ও গন্ধ তেমন মেলে না।

খেজুর গুড় উৎপাদনে বাঁকুড়া জেলার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে যে সব এলাকায় প্রচুর খেজুর গাছ রয়েছে সেসব এলাকায় গুড় তৈরীর ভিয়েন বসানো হয়।স্থানীয় ভাষায় মহল বলা হয়।এই মহলের পরিচালককে বলা হয় মহলদার।শীত পড়ার আগে থেকেই এই সব মহলদাররা খেজুর গাছের আধিক্য এলাকা য় হাজির হন।গাছের মালিকদের সঙ্গে কথা বলে গাছ থেকে রস আহরনের ব্যবস্থা করে।খেজুর গাছের ডগায় দিকে সরু নল জাতীয় রড ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।নলের মুখে দড়ি বেঁধে মাটির কলসি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।খেজুর গাছের রস আস্তে আস্তে নি:সারিত হয়ে নল বেয়ে কলসিতে জমা হতে থাকে।সারা রাত রস জমতে থাকে, সকাল বেলা সেই রস ভর্তি কলসি নামিয়ে আনা হয়।এভাবে এলাকার বিভিন্ন খেজুর গাছ থেকে রস ভর্তি কলসি এনে বিরাট আকৃতির কড়াইয়ে ঢালা হয়।আগুনের জ্বালে সেই রস ফুটিয়ে ঘন করা হয়, যা ঠান্ডা হলে গুড়ে পরিনত হয়।

বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল, বিক্রমপুর, মোবারকপুর, পোয়াবাগান, প্রভৃতি এলাকায় এরকম বহু মহল বসে।পোয়াবাগানে গুড় তৈরিতে ব্যস্ত মহলদার আদিত্য বাউরি জানান শীতের তিন চার মাস ধরে গুড় তৈরী করা যায়।ঠান্ডাতে ভাল গুড় তৈরী হয়, এবছর ঠান্ডা না পড়ায় বেশ চিন্তায় আছি, তবে গত দুদিন ঠান্ডা পড়তে একটু আশা দেখা যাচ্ছে।না হলে উৎপাদন, চাহিদা সব মার খাবে আর আমরাও দেনায় পড়বো।

রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে তৃণমূলের সমালোচনা বিধানসভা অধিবেশনেই

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে এবার সমালোচনা হল বিধানসভা অধিবেশনেই। তবে, বিরোধীদের ভূমিকা নিয়ে অধিবেশনে শাসক পক্ষের একটি মন্তব্য বিরোধীদের চাপে খারিজ করে দিতে বাধ্য হন অধ্যক্ষ।

শাসকদলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ এদিন বলেন, রাজ্যপাল অনুমোদন না দেওয়ায় রাজ্য বিধানসভায় বিল পেশ করা যাচ্ছে না। এতে বিধানসভার অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। এসসি এসটি বিধায়করা আম্বেদকর মূর্তির নিচে এ দিন যে বিক্ষোভ দেখান, সে বিষয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করেন নির্মল ঘোষ। নির্মলবাবু অভিযোগ করেন, বন্ধ বিধানসভায় রাজ্যপাল এসেছিলেন। বিরোধীরা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই কথা বলতেই শোরগোল শুরু করেন বিরোধী বাম কংগ্রেস বিধায়করা।

অবস্থা সামাল দেন অধ্যক্ষ। জানিয়ে দেন বিরোধীদের স্বাগত জানানো বিষয়ক লাইন তিনি কার্যবিবরনী থেকে খারিজ করছেন।

তার পরে ক্ষান্ত হন বিরোধী বাম কংগ্রেস বিধায়করা।

বিধানসভা অধিবেশনে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, রাজ্যপাল গণপিটুনি বিলের উপর যে জবাব চেয়েছিল বিধানসভা তার জবাব দিয়েছে। রাজ্যপালকে সব ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে রাজ্য বিধানসভা। উনি যখন যেটা বলেছে সেটাই সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তা সত্বেও সংবাদমাধ্যমের একাংশ বলছে রাজ্যপালের সঙ্গে বিধানসভা সহযোগিতা করছে না। পরিষদীয়মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিধানসভা অধিবেশনে বলেন, বারবার রাজ্যপালের সঙ্গে কথাবার্তা হলেও বিল আসছে না। এমন গুরুত্বপূর্ণ বিল উনি নানা প্রশ্ন তুলে অনুমোদন দিচ্ছেন না।রাজ্যপালের প্রশ্ন থাকতেই পারে। কিন্তু আমরাও তাঁকে সহযোগিতা করছি। সেটাই সদনকে জানিয়ে রাখলাম।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত জেডি(ইউ)

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত জেডি(ইউ)। সোমবার সংসদের নিম্নকক্ষে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়ে জোট শরিক বিজেপির পাশেই দাঁড়িয়েছে নীতিশের দল। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে এখনও দ্বিধাবিভক্ত জেডি(ইউ)। একদিকে যখন দলের বর্ষীয়ান নেতা পবন বর্মার দাবি যে বিলটি অসাংবিধানিক। দেশের একতা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরোধী এই বিল। তখন অন্যদিকে জেডি(ইউ)-র আর এক বর্ষীয়ান নেতা তথা লোকসভার সাংসদ কৌশলেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে এই বিলের কোনও প্রকারের সংঘাত নেই। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে হিন্দু, শিখ এবং অন্যান্য উদ্বাস্তুরা যারা এই দেশে এসেছে। বিলটি তাদের জন্য। এর সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের কোনও সংঘাত নেই।

এদিন ট্যুইট করে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে পবন বর্মা লিখেছেন, রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা উচিত নীতিশ কুমারের। বিলটি অসাংবিধানিক। ভারতের একতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরোধী। এমনকি জেডি(ইউ)-র আদর্শের বিরোধী। গান্ধীজি থাকলে এই বিলের বিরোধিতা করত।

সোমবার জেডি(ইউ)-র আরও এক নেতা প্রশান্ত কিশোর ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, ধর্মের নামে নাগরিকত্ব দেওয়া এই বিলকে জেডি(ইউ)-র সমর্থন হতাশাজনক। দলীয় নীতি ও গঠনতন্ত্রের বিরোধী এই বিল। গান্ধীজির আদর্শের পরিপন্থী সিএবি। মঙ্গলবার লোকসভার সাংসদ কৌশলেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, ধর্মনিরপেক্ষার সঙ্গে এই বিলের কোন সংঘাত নেই। অন্যদিকে বিলের বিরোধিতায় সরব আরজেডি। দলের নেতা মনোজ ঝাঁ জানিয়েছেন, দেশকে ইজরায়েলিকরণের চেষ্টা চলছে। নীতিশ কুমারের বিলটিকে সমর্থন করার বিষয়টি হতাশাজনক। ভারত নামক সমুদ্রকে পুকুরে পরিণত করার চেষ্টা চলছে।

বিজেপি ও আরএসএস-কে ভয় পান নীতীশ কুমার, তোপ দাগলেন তেজস্বী যাদব

পাটনা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)-কে সমর্থন করে বিহারের জনগণের সঙ্গে ফের বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নীতীশ কুমারউ আসলে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-কে ভয় পান মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারউ নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতা তেজস্বী যাদবউ তেজস্বীর কথায়, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে সমর্থন করে বিহারের জনগণের সঙ্গে ফের বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নীতীশ কুমারউ আসলে তিনি বিজেপি ও আরএসএস-কে ভয় পানউ'

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের তীব্র বিরোধিতা করে তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করব আমরাউ এই বিল দেশে বিভাজন তৈরি করবেউ এই বিলের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করবউ' প্রসঙ্গত, নাগরিকত্ব সংশোধনী

ছয়ের পাতায়

দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর ফলন কম, ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত

দার্জিলিং, ১০ ডিসেম্বর (হি.স): বিশ্বজোড়া খ্যাতি দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর। কিন্তু বছর কয়েক ধরেই ফলন কম। চাহিদা অনুযায়ী বাজারে আসছে না পাহাড়ি লেবু। আগে যেখানে বাংলাদেশে রফতানি হত পাহাড়ি লেবু। এখন তা দূর অস্ত। গোটা দেশেই চাহিদা মেটাতে পারছে না পাহাড়ী লেবু। ফলে পাঞ্জাবের লেবু, কমলালেবুর মতই দেখতে 'কিনো' দেদার বিকোচ্ছে কলকাতার বাজারে।

যে কমলালেবু পাহাড় থেকে নেমে আসছে, তা উত্তরের বাজারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিছু পরিমাণ কলকাতায় যাচ্ছে। সবমিলিয়ে পাহাড়ি লেবু বেশ সংকটে। শীতের রোদ মাখা দুপুরে মুখে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু এখন স্বপ্নই বটে। দামও বেশী। ফলন কম হওয়ায় দাম বেড়েছে। পাইকারী বাজারে প্রতি পিস ৮ থেকে ১০ টাকা। খোলা বাজারে যা বিক্রি হচ্ছে ১৫ থেকে ২০ টাকায়। সেখানে পাঞ্জাবের লেবু ৩/৪ টাকায় মিলছে পাইকারী বাজারে। চণ্ডীগড়ের লেবুও বিক্রি হচ্ছে কম দামে। ফলে পাহাড়ী লেবু নিয়ে দুশ্চিন্তায় ফল ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা চাইছে রাজ্য সরকার পাহাড়ের কমলালেবু চাষীদের পাশে দাঁড়াক। ফল ব্যবসায়ীদের দাবী ,আর্থিক দিক দিয়ে বা চাষের ক্ষেত্রে সহযোগিতায় এগিয়ে আসুক সরকার। তাহলে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে সিটং, মিরিক সহ পাহাড়ী এলাকার কমলা চাষীরা। লাভের মুখ দেখবে পাহাড়ের অর্থনীতিও। মরসুমি এই ফল চাষের ওপর নির্ভরশীল বহু চাষী। কিন্তু ফলন কমে যাওয়াও তাদের মাথায় হাত। দুশ্চিন্তায় চাষী ও তাদের পরিবার। নভেম্বরের শেষ দিকে শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে নেমে আসে পাহাড়ি লেবু। কিন্তু ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেও তেমনভাবে ফল নামেনি। চাহিদা বাড়লেও তা মেটাতে পারছে না ব্যবসায়ীরা। আর সেই সুযোগে বাজার ধরছে পাঞ্জাব, চণ্ডীগড়ের কমলালেবু কিনো। দার্জিলিং লেবুর মতো স্বাদ বা সুগন্ধ না হলেও সাধারন মানুষ বাজার থেকে ভিন রাজ্যের লেবু কিনছেন। কিছু লেবু আবার আসে ভুটান থেকেও। পাহাড়ের লেবু বাংলাদেশে রফতানি বন্ধ হওয়ায় ভুটানের কমলালেবু যাচ্ছে ওপার বাংলায়।

ক্লাসে থাকাকালীন মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের

কলকাতা,১০ ডিসেম্বর (হি.স.):ক্লাস চলাকালীন আর ব্যবহার করা যাবে না মোবাইল উ ক্লাসে পড়ানো বা ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময়ে কোনও শিক্ষক বা শিক্ষিকা মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না উ পড়ুয়াদের মনসংযোগে ব্যাঘাত না ঘটাতেই এই সিদ্ধান্ত স্কুলশিক্ষা দফতরের উ আগামী জানুয়ারি থেকেই কার্যকর হবে এই নয়া নিয়ম উ

শ্রেণী কক্ষে মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি স্কুলে পৌঁছনোর সময়েও এসেছে পরিবর্তন উ প্রত্যেক পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সকাল ১০ টা ৪০এর মধ্যে স্কুলে পৌঁছতে হবেউ প্রার্থনায় অংশ নিতে হবেউ ক্লাস শুরুর হওয়ার ১০মিনিটের মধ্যে অর্থাৎ কেউ স্কুলে ১১ টার মধ্যে না ঢুকতে পারলে, ওইদিনের জন্য তাকে 'অনুপস্থিত' বলে ধরা হবেউ তাছাড়াও প্রত্যেক শিক্ষক, শিক্ষিকাকে পড়ানো ছাড়াও স্কুলের নানা কাজে বিশেষত পড়ুয়াদের উৎসাহিত করা যায় এমন কাজের সঙ্গে নিযুক্ত হতে হবেউ

সংশয়ের সমাধান না হলে রাজ্যসভায় সিএবি সমর্থন নয় : উদ্ধব ঠাকরে

মুম্বই, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংশয়গুলির স্পষ্ট সমাধান না হলে রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে(সিএবি) সমর্থন নয় বলে জানিয়েছেন শিবসেনা সুপ্রিমো তথা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। মঙ্গলবার উদ্ধব ঠাকরে জানিয়েছেন, বিলটি নিয়ে একাধিক সংশয় রয়েছে, তা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যসভায় সমর্থন নয়। দেশবাসী যদি সিএবি নিয়ে চিন্তিত হয়ে থাকে। তবে সেই চিন্তা দূর করা উচিত কেন্দ্রের। দেশবাসীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত। বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে উদ্ধব ঠাকরে বলেন, মতের মিল না হলেই দেশদ্রোহী বলে দেগে দেওয়া একেবার উচিত কাজ নয়। দেশের চিন্তা বিজেপি একাই করে এই ধারণা একেবারে বিভ্রান্তমূলক। এর আগে দিল্লিতে শিবসেনা সাংসদ অরবিন্দ সাওয়ান্ত জানিয়েছিলেন যে লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও বিলটিকে সমর্থন করা হবে। শিবসেনা বরাবর জাতীয় স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সোমবার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল থেকে বিজেপি কি নিজের জন্য ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে চাইছে, সেই আশঙ্কাপ্রকাশ করে সঞ্জয় রাউত বলেন, প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা অমুসলমানদের নাগরিকত্ব দিলেও আগামী ২৫ বছরের জন্য তাদের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়।

কাশ্মীরী পন্ডিতদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করা হলে হিন্দু পন্ডিতেরা এখনও ক্যাম্পে বসবাস করছে। তাদের নিজভূমে ফেরানো উচিত।

ডিমা হাসাও জেলায় বনধ শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত

হাফলং (অসম) ১০ ডিসেম্বর (হি স) নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) বাতিলের দাবিতে রাজ্যের পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে উঠেছে। নেসোর উত্তর পূর্বাঞ্চল বনধে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংগঠিত হলে ও ডিমা হাসাও জেলায় বনধ শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। উল্লেখ্য ক্যাব বাতিলের দাবিতে নর্থ ইষ্ট স্টুডেন্টস অর্গেনাইজেশন (নেসো)-র ডাকা ১১ ঘন্টার উত্তর পূর্বাঞ্চল বনধকে সমর্থন জানিয়েছিল অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ডিমাসা উইম্যান সোসাইটি ও ডিমাসা মাদারস অ্যাসোসিয়েশন।

অন্যদিকে, ক্যাব বাতিলের দাবিতে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস পৃথক ভাবে ক্যাব বাতিলের দাবিতে সকাল ৫ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ১২ ঘন্টার ডিমা হাসাও জেলা বনধের ডাক দেয়। যে বনধের প্রভাব ডিমা হাসাও জেলায় ব্যাপক ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ক্যাব বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবারের এই বনধে অসমের এই পাহাড়ি জেলার জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে বনধ ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। বনধকে কেন্দ্র করে জেলার কোনও জায়গা থেকে কোনও অপ্রিতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় স্থানীয় ছুটি থাকায় উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীনে থাকা সব সরকারি বিভাগ স্কুল কলেজ এমনিতেই বন্ধ ছিল। তবে জেলাশাসকের কার্যালয় খোলা থাকলেও কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল নগন্য। তবে জেলার ব্যাঙ্ক এলআইসি ও পোষ্ট অফিস সবই ছিল বনধের আওতায়। তাছাড়া জেলার সদর শহর হাফলং সহ মহকুমা সদর মাইবাং, মাহুর, হারাঙ্গাজাও, উমরাংশু প্রভৃতি এলাকায় বাজার হাট,দোকান পাট সবই ছিল বন্ধ। বনধের জেরে আজ শহরের রাস্তায় সরকারি বেসরকারি যানবাহন ও তেমন চলাচল করেনি উ তবে পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল ছিল স্বাভাবিক। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় বনধ সর্বাত্মক পালিত হলে ও মঙ্গলবার শহরের রাস্তায় কোনও পিকেটার চোখে পড়ে নি। পিকেটার ছাড়াই বনধ সর্বাত্মকভাবে পালিত হয়।

এদিকে ষষ্ঠ অনুসূচীর অন্তর্গত ডিমা হাসাও জেলায় ক্যাব কার্যকর না হলে অসমে ক্যাব মানছে না অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ডিমাসা উইম্যান সোসাইটি ও ডিমাসা মাদারস অ্যাসোসিয়েশনের মত সংগঠন। ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পৃথ্বীরাজ হোজাই বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে বাংলাদেশ,পাকিস্তান,আফগানিস্তান থেকে এদেশে আসা সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করতে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর সময়সীমা নির্ধারণ করেছে তা খুবই বিপদজনক বলে উল্লেখ করেন। কারন অসমে ক্যাব কার্যকর হলে নগাঁও, হোজাই, কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি এসব জেলায় বসবাসরত ডিমাসা জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংঙ্কটের মুখে পড়বে বলে মন্তব্য করেন পৃথ্বীরাজ হোজাই। তাছাড়া অসমে ক্যাব কার্যকর হলে ভূমিপুত্রদের পরিচয় কৃষ্টি,সংস্কৃতি সবই সঙ্কটের মুখে চলে আসবে বলে মন্তব্য করেন ডিমাসা উইম্যান সোসাইটির সভানেত্রী রিংমিলা হোজাই।

সাঁতার কাটতে গিয়ে রবীন্দ্র সরোবরের জলে ডুবে মৃত্যু সাঁতারুর

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স) : হেদুয়া , কলেজ স্কোয়ারের পর এবার রবীন্দ্র সরোবর। রবীন্দ্র সরোবর লেকের জল প্রাণ কেড়ে নিল ৭৮ বছরের বৃদ্ধর। সাঁতার কাটতে নেমে মঙ্গলবার লেকের জলে প্রাণ খোয়ালেন সাঁতারু। ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মৃত সাঁতারুর দেহ। আপাতত রবীন্দ্র সরোবরে সাঁতার বন্ধ থাকবে। বছর ৭৮-এর মৃত বৃদ্ধর নাম সত্যব্রত সেন। প্রতিদিনের মত মঙ্গলবারও সাঁতার কাটতে রবীন্দ্র সরোবরের জলে নামেন ওই বৃদ্ধ। তিনি গড়িয়াহাটের ডোভার টেরেসের বাসিন্দা। অ্যান্ডারসন ক্লাবের সদস্যও তিনি নিয়মিত রবীন্দ্র সরোবরে সাঁতার কাটতেন তিনি। অনন্য দিন সাঁতার কাটা হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে যেতেন তিনি। কিন্তু মঙ্গলবার অনেক্ষন কেটে যায় তারপরও জল থেকে ওঠেননা সত্যব্রতবাবু। সত্যব্রত বাবুর সাথে থাকা অন্যান্য সদস্যদের সন্দেহ হওয়ায় লেক কর্তৃপক্ষকে জানান তাঁরা। এরপর বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর বহুক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় সত্যব্রত বাবুর নিথর দেহ।দুপুর আড়াইটে নাগাদ তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। ততক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দীর্ঘদিনের সাঁতারুর জলে ডুবে এ ভাবে মৃত্যু হওয়ার ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। জানানো হয়েছে, আপাতত রবীন্দ্র সরোবরে সাঁতার বন্ধ থাকবে।ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে সত্যব্রত বাবুর দেহ।

শৌচালয় নেই মেট্রোতে, বিপাকে যাত্রীরা

কলকাতা , ১০ ডিসেম্বর (হি.স): "ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন" রীতিমতো নোটিস জারি করে প্রত্যেক মেট্রো স্টেশনে শৌচালয় রাখা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছে। অথচ এই ঘোষণার ৫ মাস পরেও কলকাতার চেহারাটা কিন্তু একদমই অন্যরকম। সর্বসাকুল্যে মাত্র ৪টে মেট্রো স্টেশনে শৌচালয় রয়েছে ।

ছয়ের পাতায়

দুর্গাপুর ২ নং জাতীয় সড়কে গবাদি পশুর জেরে বাড়ছে দুর্ঘটনা

দুর্গাপুর, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : নামেই জাতীয় সড়ক। রাস্তার পাশে দেওয়া হয়েছে গ্রীলের ব্যারিকেড। তারপরও সড়কের ওপর অবাধ বিচরন গরু, মোষের। আর তার জেরে ঘটছে দুর্ঘটনা। আবার রাস্তার ওপর গবাদি পশুর মৃতদেহ পড়ে থাকলেও নেই নজরদারি। আলোকহীন সড়কে সেটাই যেন মরণফাঁদ। এমনই আতঙ্কের সড়কে পরিনত হয়েছে পশ্চিম বর্ধমানের ২ নং জাতীয় সড়কের অন্ডাল থেকে বুদবুদ পর্যন্ত।

২০১২ সালে ২ নং জাতীয় সড়কের বারোয়াড্ডা থেকে পানাগড় ছয় লেন সম্প্রসারনের কাজ শুরু হয়। যদিও এখনও কাজ শেষ হয়নি বেশ কিছু এলাকায়। সম্প্রসারনে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় সড়ক দুর্ঘটনার ওপর। তার জন্য বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় সার্ভিস লেনের সঙ্গে লোহার গ্রীল ব্যারিকেড। কোথাও আন্ডারপাশ, উড়ালপুল তৈরীও হয়। তারপরও দুর্ঘটনা ঠেকানো যায়নি। আর এই দুর্ঘটনার বড় কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে সড়কের ওপর গবাদি পশুর বিচরন। জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে সবুজ ঘাসের টানেই মুলত গবাদি পশুর বিচরন। আর রাস্তার ওপর অবাধ বিচরনে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রায়ই লরি কিম্বা ভারী যানের ধাক্কায় মারা পড়ছে গবাদি পশু। তারওপর জাতীয় সড়কের বেশীরভাগ পথবাতি বিকল। আবার অনেক গুরুত্বপুর্ন জায়গায় কোন বাতিস্তম্ভই নেই। ফলে দুর্ঘটনায় গবাদি পশুর মৃতদেহ পড়ে থাকায় মরণফাঁদ তৈরী সড়কের ওই এলাকা। সব থেকে বেশী ঝুঁকিপুর্ন মোটরবাইক চালকদের। উল্লেখ্য, গত রবিবার রাত্রে দুর্গাপুর এবিএল মোড় এলাকায় রাস্তার ওপর গবাদি পশুর মৃতদেহে পড়ে থাকায় পর পর দুটি মোটরবাইক দুর্ঘটনার শিকার হয়। আহত হয় ৩ জন। সোমবার বুদবুদের টিএন গেট এলাকায় গবাদি পশুকে বাঁচাতে গিয়ে দু দুটি ছোট গাড়ী উল্টে যায়। আহত হয় ৫ জন। এছাড়াও গত দুর্গাপুজায় সপ্তমীর দিন দুর্গাপুর হেভিমোড় এলাকায় একই রকম ঘটনা ঘটে। পর পর একাধিক গাড়ী পড়ে থাকা গবাদি পশুর মৃতদেহে ধাক্কায় ছিটকে পড়ে। আহত হয় বেশ কয়েকজন। এসব দুর্ঘটনায় প্রানহানির শঙ্কা থাকে। অন্ধকারে পড়ে থাকা আহতদের নজরে না পড়লে তার ওপর যেকোন সময় লরি কিম্বা ভারী যান চলাচলের সম্ভাবনা থাকে। স্বাভাবিকভাবে জাতীয় সড়কের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যদিও আসানসোল-দুর্গাপুর ট্রাফিক এসিপি(পূর্ব) শ্বাশতী শ্বেতা সামন্ত জানান, ' দুর্গাপুরের রাজবাঁধ, ডিভিসি মোড় থেকে এবিএল মোড় ও অন্ডাল এলাকায় এধরনের ঘটনা ঘটে। গবাদি পশুর দামও অনেক। তাই রাস্তায় গবাদি পশু যাতে না ওঠে তারজন্য প্রায়ই ওইসব এলাকায় খাটাল ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতন করা হয়।'

জাতীয় সড়কের দুর্গাপুর ডিভিশনের প্রজেক্ট ডিরেক্টর স্বপন কুমার মল্লিক জানান,' সাধারন মানুষের সচেতনতার অভাব। রাস্তা পারাপারের জন্য ব্যারিকেড গুলি ভেঙে দিয়েছে বেশ কিছু এলাকায়। ফলে ওই ভাঙা ব্যারিকেড দিয়ে অনায়সে গবাদি পশু রাস্তায় ঢুকে পড়ে। এবং প্রায়ই দুর্ঘটনায় মারা পড়ে।' তিনি আরও বলেন,' পানাগড় থেকে পালশিট পর্যন্ত নজরদারি ও মৃত গবাদি পশু উদ্ধারকারী মোবাইল টহল রয়েছে। এবং পানাগড় থেকে আসানসোলও নজরদারির মোবাইল টহলের ব্যাবস্থা করা হবে। এবং গবাদি পশু পারাপারের স্থানে সতর্কিত বোর্ড লাগানো হবে।

বড়দিনে কলকাতায় নামছে এক কামরার ট্রাম

কলকাতা , ১০ ডিসেম্বর (হি.স): বড়দিনে কলকাতায় নামছে আরও ১০টি এক কামরার ট্রাম। কমছে ট্রামে যাত্রার সময়। দু কামরার বড় ট্রাম ছেড়ে এক কামরার ট্রাম চালিয়ে এই বদল আনছে ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানি।

কলকাতায় ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোকে জায়গা দিতে গিয়ে ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়েছে একাধিক ট্রাম রুট। ময়দানের খোলা হাওয়ায় ধর্মতলা থেকে খিদিরপুর অবধি ট্রাম অবশ্য চলে। তবে ব্যস ওইটুকুই। ট্রামের সেই ভিড়ের ছবি আর দেখা যায় না। যদিও দূষণ মুক্ত এই যানের ছবি বদলানোর চেষ্টা শুরু করেছিল রাজ্য পরিবহণ দফতর। দু'কামরার বদলে এক কামরার ট্রাম চালিয়ে সেই লক্ষ্য সফল হয়েছে বলে মত পরিবহণ দফতরের কর্তাদের।

২০১২ সালে কলকাতা শহরে ট্রাম চলত ২৫ টি রুটে। ২০১৯ সালে শহরে ট্রাম চলে মাত্র ৭টি রুটে। ময়দান রুট ছাড়া আর কোথাও টাইম টেবিলের ধারপাশ দিয়ে ঘন্টা বাজিয়ে ট্রাম ছোটে না। পরিবহণ দফতর নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাব ছিল ছোট করে দেওয়া হোক ট্রাম। যেহেতু একাধিক জায়গায় ট্রাম লাইন এমন ভাবেই অবস্থিত সেখানে ট্রাম ঘোরানো মুশকিল হয়ে যায়। যার জেরে তৈরি হচ্ছিল ব্যাপক যানজট। তার পরেই নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোতে তৈরি করে ফেলা হয় এক কামরার ট্রাম। আর সেই এক কামরার

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার টিআরটিসি চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। ছবি- নিজস্ব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আচার্য তথা রাজ্যপালের ক্ষমতা খর্ব করছে রাজ্য

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আচার্য তথা রাজ্যপালের ক্ষমতা খর্ব হচ্ছে। এ ব্যাপারে নতুন নিয়ম বিধানসভায় পেশ করলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ২০১৭ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম সংক্রান্ত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিধি তৈরি হয়েছিল, তাতে বদল নিয়ে আসল রাজ্য সরকার। গেজেট-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ কথা জানানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট বা কোনও বৈঠক ডাকার ক্ষেত্রে এতদিন নিয়ম ছিল উপাচার্যের তরফে আচার্য তথা রাজ্যপালকে বৈঠকের দিন জানানো হবে। এবং তারপর রাজ্যপাল বৈঠক ডাকবেন। কিন্তু নতুন নিয়মে রাজ্যপালের সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। এখন থেকে বৈঠক ডাকার ক্ষেত্রে উপাচার্য শিক্ষা দফতরের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সেই বৈঠক ডাকতে পারবে। রাজভবনকে শুধুমাত্র দিনক্ষণ উপাচার্যের তরফে জানিয়ে রাখলেই হবে। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক উপাধি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করত সেই তালিকা রাজ্যপালের কাছে পাঠাতে হত। তারপর প্রয়োজনে রাজ্যপাল সেই তালিকায় বদল আনতে পারতেন। কিন্তু নয়া নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় তালিকা পাঠাবে শিক্ষা দফতরকে। শিক্ষা দফতর সেই তালিকা পাঠাবে রাজভবনকে। সেই তালিকায় কোনও অদল বদলের ক্ষমতা রাজ্যপালের থাকবে না। এতে রাজ্যপালের সঙ্গে এখন থেকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও সরাসরি যোগাযোগ থাকবে না। কার্যত নিয়ম বিধিতে সেই বদলি নিয়ে আসল রাজ্য সরকার। সব ক্ষেত্রেই শিক্ষা দফতর মারফত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাজভবনের যোগাযোগ হবে নয়া নিয়মে। আগে নিয়ম ছিল কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটি মারফত তিনজনের নামের তা লিকা শিক্ষা দফতর রাজ্যপালকে পাঠাবে। সেই তিনজনের মধ্যে থেকে কোনও একজনকে রাজ্যপাল উপাচার্য হিসেবে বেছে নেবেন। কিন্তু নয়া নিয়মে বলে দেওয়া হচ্ছে, এখন থেকে তিনজনের মধ্যে যে কোনও একজন নয়, প্রথমে যাঁর নাম থাকবে সেই নামেই অনুমোদন দিতে হবে রাজ্যপালকে।বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে রাজ্যপালের একজন প্রতিনিধি থাকেন। সেই নাম রাজ্যপাল নিজেই ঠিক করেন। নতুন নিয়মে, এখন থেকে শিক্ষা দফতর রাজ্যপালকে তিনটে নাম পাঠাবে। সেই নামের মধ্যে থেকেই যে কোনও একজনকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে রাজভবনের প্রতিনিধির জন্য মনোনীত করতে হবে রাজ্যপালকে। যদি কোনও উপাচার্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে রাজ্যপালের কোনও অভিযোগ থাকে, তাহলে এখন থেকে রাজ্যপাল সরাসরি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে শিক্ষা দফতরকে জানাতে হবে রাজভবনের। তার পর শিক্ষা দফতর তদন্ত করে দেখবে। সেই তদন্তের ভিত্তিতে হবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত।সমাবর্তনের ক্ষেত্রেও উপাচার্য যা সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটা শিক্ষা দফতরের মাধ্যমে নিতে হবে। সরাসরি সমাবর্তনের ক্ষেত্রে আচার্য রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। আচার্য রাজ্যপালের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যদি কোনও প্রস্তাব থাকে তা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে জানানো যাবেনা। এত দিন আচার্য বা রাজ্যপাল সেটা সরাসরি উপাচার্যকে জানাতে পারতেন। এখন থেকে যে কোনও প্রস্তাব শিক্ষা দফতর মারফত রাজ্যপালকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাঠাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এতদিন আচার্যের একটি করে সচিবালয় ছিল। এবার থেকে তা থাকবে না।বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনও বিধির ক্ষেত্রেই প্রয়োজনমতো বদলের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের থাকবে।

পুলিশ হেফাজত

তিনের পাতার পর

স্পিরিডনের সাকরেদ কারা তাও জানা দরকার। এই কারনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধৃতের পুলিশ হেফাজত প্রয়োজন। এরপরেই ধৃত সিলভিউ ফ্লোরিন স্পিরিডনকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্টেট।সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে সিলভিউ ফ্লোরিন স্পিরিডনকে। তবে তার দুই সঙ্গী পুলিশের হাত ফস্কে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। রোমানিয়ার কনস্ট্যান্টার বাসিন্দা সে। সোমবার দিল্লির গ্রেটার কৈলাস এলাকার একটি আবাসন থেকে তাকে গ্রেফতার করেন ব্যাঙ্ক জালিয়াতি দমন শাখার গোয়েন্দারা। আজ তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনা হয়।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

একযোগে সুফল বাংলা, রেশন দোকান ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিক্রি শুরু হল পেঁয়াজ বিক্রি শুরু

কলকাতা , ১০ ডিসেম্বর (হি.স): পেঁয়াজের দামে লাগাম দিতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ল সরকার। মঙ্গলবার একযোগে সুফল বাংলা-র স্টল, রেশন দোকান ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিক্রি শুরু হল পেঁয়াজ। আজই কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা শিয়ালদার কোলে মার্কেট সহ কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখেন। ক্রেতা বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। কলকাতার ১৯টি সহ রাজ্যের মোট ১৩১টি বাজারের পাশে সুফল বাংলার স্টলে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করল সরকার রাজ্য। সোমবারই রেশন দোকানে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু হয়েছে। মঙ্গলবারের হিসেব অনুযায়ী কলকাতার ১৩৬টি সহ রাজ্যের ৮৩৫টি রেশন দোকানে ভর্তুকিতে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু হল। একইসঙ্গে দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলি সহ রাজ্যের ১০৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টলে আজ থেকে ৫৯ টাকা দরে পাওয়া যাচ্ছে পেঁয়াজ। পাইকারি বাজার থেকে রাজ্য সরকার পেঁয়াজ কিনছে ১১০ টাকা। ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে ৫০ টাকা।

পেঁয়াজের দাম কমার কোনও লক্ষণ নেই। ভাবা হয়েছিল, দিন দশেক দাঁতে দাঁত চেপে লাভের অঙ্ক একটু কমিয়ে আপৎকালীন পরিস্থিতি উতরে দেওয়া যাবে। তা আর হচ্ছে না। এরকম এক অবস্থায় রেস্তরাঁর খাবারের দাম কি বাড়বে ? এনিয়ে আজ বৈঠকে বসছে রাজ্যের মোট ১৭০০ হোটেল রেস্টুরেন্ট মালিকদের সংগঠন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া। আজকের বৈঠকে ঠিক হয়ে যাবে শহরের ভোজন রসিকদের ভাগ্য।

উত্তর চব্বিশ পরগনার ২২ টি ব্লকে শুরু হল ৫৯ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি। বাণিজ্যনগরী মুম্বইতে মঙ্গলবার পেঁয়াজের দাম ছিল ১৫০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম । রাজধানী দিল্লিতে এক কিলো পেঁয়াজের দাম ১০০ টাকা । নয়ডা, গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ ও গাজিয়াবাদে পেঁয়াজের দাম ৯০ থেকে ১০০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম । পঞ্জাবের একাধিক বড় শহরে পেঁয়াজের দাম ৯০ থেকে ১০০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম । সিমলায় এদিন পেঁয়াজের দাম ছিল ৮০ থেকে ১০০ টাকা প্রতি কিলো । রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে পেঁয়াজের দাম ৮০ থেকে ৯০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম ।

অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন, এখনই জাঁকিয়ে শীত নয় তিলোত্তমায

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): শহরজুড়ে হালকা শীতের আমেজঊ তবে, জাঁকিয়ে শীতের আগমণ এখনই নয়ঊ জাঁকিয়ে শীত উপভোগ করতে হলে আরও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে শহরবাসীকেঊ সম্ভবত আগামী সপ্তাহ থেকেই নামতে পারে তাপমাত্রার পারদঊ আলিপুর আবহাওয়া দফতর-এর পক্ষ থেকে এমনই জানানো হয়েছেঊ মঙ্গলবার ২ ডিগ্রি নেমেছে কলকাতার তাপমাত্রা, এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসঊ যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশিঊ ভোরে ও রাতে হালকা শীতের আমেজ থাকলেও, এখনই জাঁকিয়ে শীত পড়বে না কলকাতায়ঊ

আলিপুর আবহাওয়া দফতর-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঢুকতে চলেছে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝাঊ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে উত্তরের হিমেল হাওয়া ঠিকমতো ঢুকতে পারবে না রাজ্যেঊ ফলে ভোরে ও রাতে শীতের আমেজ থাকলেও, ফের ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদঊ চলতি সপ্তাহে তাপমাত্রা নামার তেমন কোনও সম্ভাবনা নেইঊ পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কেটে যাওয়ার পর, আগামী সপ্তাহ থেকে ফের নামতে পারে তাপমাত্রাঊ তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিনঊ ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখ হয়ে গেল, এখনও পারদ-পতন না হওয়ায় বাঙালিরও মন খারাপঊ তবে জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা না পড়লেও, ইতিমধ্যেই চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া ও ইকোপোর্কে ভিড় বাড়তে শুরু করেছেঊ

পাক প্রধানমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

বিজেপিঊ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু, শিখ, জৈন, পার্সি, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ, যাঁরা ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে এ দেশে শরণার্থী হিসেবে রয়েছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবেঊ বিলটিতে ভিত্তিবর্ষ হিসেবে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ সালকে ধরা হয়েছেঊ

কামরার ট্রাম

পাচের পাতার পর

ট্রাম এখন ট্রাম সংস্থায় এনে দিয়েছে গতি।

পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যেই মোট ২৫ টি এক কামরার ট্রাম নামানো হবে। বড়দিনের সময়ে শহরের বেশ কয়েকটি রুটে এই এক কামরার ট্রাম চালিয়ে দেখা হবে। তারপর বাড়ানো হবে ধাপে ধাপে সংখ্যা। তবে এক কামরার ট্রামের জন্য কমেছে কর্মীর সংখ্যা। আগে দুটি কামরার জন্য থাকতেন দু'জন করে কন্ডাক্টর। এখন অবশ্য এক কন্ডাক্টরকে নিয়েই ছুটবে ট্রাম। তবে সেই কর্মীদের অন্য কাজে লাগানো হবে বলে জানাচ্ছে ট্রাম কোম্পনীর আধিকারিকরা। এক কামরার ট্রাম চালিয়ে অবশ্য আয় বেড়েছে বলে উঠে এসেছে অডিট রিপোর্টে। দু'কামরার ট্রাম চালিয়ে যেখানে দিনে গড় আয় নেমে গিয়েছিল মাত্র ২০০০ টাকায়।

বিপাকে যাত্রীরা

পাচের পাতার পর

শৌচালয় আছে নোয়াপাড়া, শোভাবাজার, বেলগাছিয়া ও ক্ষুদিরাম স্টেশনে। আর তাদের রক্ষণাবক্ষেণের হাল এতটাই খারাপ যে অনেক যাত্রীই তা ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করছেন। আর অন্যান্য স্টেশনে স্টাফদের জন্য শৌচালয় থাকলেও তা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নয়। তাই মেট্রো এড়িয়ে যাচ্ছেন অনেকেই।

এখন সরকারি পরিবহনকে দূষণ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র বিকল্প হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। তখন শহরের অন্যতম জনবহুল পরিবহন মেট্রো রেল ব্যবহার করতে গিয়ে কিন্তু অন্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন যাত্রীরা। অফিস টাইম বা অন্য যেকোনও সময়ে কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ সুলভে এবং সবথেকে তাড়াতাড়ি যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বনকে ব্যবহার করতে দ্বিতীয়বার ভাবছেন অনেকেই। কারণ অবশ্যই উপযুক্ত শৌচালয়ের অভাব। বিশেষত ডায়াবেটিক এবং মহিলা যাত্রীদের জন্য সমস্যাটা খুবই গুরুতর। ৩৫ বছর আগে মেট্রো স্থাপনের সময়, যদিও এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে বদ্ধ এলাকায় দূষণ এড়াতে মেট্রো স্টেশনে শৌচালয় তৈরী করা হবে না। কিন্তু বছরভর নিত্যযাত্রীদের অসুবিধা ও অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে মেট্রো স্টেশনে শৌচালয় এর আবশ্যিকতা উপলুব্ধ হয়। শৌচালয় তৈরির জন্য নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অথচ জনগণের কথা ভেবে নেওয়া এই সিদ্ধান্তের বেশিরভাগটাই এখনও ফলপ্রসূ হয়নি।

রাজ্যপাল

তিনের পাতার পর

এর পাশাপাশি ট্যুইটও করেছেন রাজ্যপাল। সেই নিয়ে নতুন করে শুরু হয়েছে সংঘাত। রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের এই তিক্ততা এত সহজে মিটবে না বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।রাজ্যপালের আক্রমণের মধ্যে দিয়ে শেষ হল এবারের বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। আজ দ্বিতীয়ার্ধে অধিবেশনের কার্যসূচী নির্দারণ (বিজনেস অ্যাডভাইসরি) কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ।

এবার একদিনের সিরিজেও মাঠের বাইরে থাকতে পারেন শিখর

মুম্বই, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাঁটুর চোট না সারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজেও মাঠের বাইরে থাকতে পারেন ভারতের তারকা ওপেনার শিখর ধাওয়ানকে। এক বিবৃতিতে বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ধাওয়ানের ক্ষত পুরোপুরি সারতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। ফলে আগামী রবিবার চেন্নাইয়ে প্রথম একদিনের ম্যাচ। তাই টি-২০ পর এবার এক দিনের সিরিজেও খেলা হচ্ছে না ধাওয়ানের ঊ

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে দিল্লির হয়ে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পেয়ে ছিলেন ভারতের তারকা ওপেনার শিখর ধাওয়ান। এই চোট সারানোর জন্য তাঁর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করতে হয়। যার জেরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি টি-২০ সিরিজে খেলতে পারছেন না তিনি। এবার একদিনের সিরিজে তাঁর দলে থাকার সম্ভাবনা নেই।

বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'বিসিসিআই-এর মেডিক্যাল টিম ধবনের চোটের জায়গা পরীক্ষা করে দেখেছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, ধাওয়ানের অস্ত্রোপচারের সেলাই আরও কিছুদিন পরে কাটা উচিত। তাঁর ক্ষত পুরোপুরি সারতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে।'

আগামী রবিবার চেন্নাইয়ে প্রথম একদিনের ম্যাচ। তার আগেই নির্বাচকরা বিকল্প ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করতে পারেন। তাঁর পরিবর্তে ভারতের একদিনের দলে আসার দৌঁড়ে আছেন শুভমান গিল, পৃথ্বী শ ও ময়ঙ্ক আগরওয়ালরা।

কাশ্মীরিদের নীপিড়ন বন্ধ করতে হবে ভারতকে : বার্তা ইমরান খানের

ইসলামাবাদ, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের কাশ্মীরিদের পক্ষ নিয়ে সরব হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানঊ মানবাধিকার দিবসে নরেন্দ্র মোদী সরকারের উদ্দেশ্যে পাক প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, 'কাশ্মীরিদের নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে ভারতকেঊ' মঙ্গলবার সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান লিখেছেন, ৪ মাসেরও বেশি সময় ধরে ভারত-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে অবরুদ্ধ পরিস্থিতির তীব্র নিন্দা করছিঊ কাশ্মীরি পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের উপর নিপীড়ন ও নির্যাতনের যাতে অবসান হয়, সেই দাবি জানাচ্ছিঊ টুইটারে ইমরান খান আরও লিখেছেন, 'নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া সাহসী কাশ্মীরিদের স্যালুট জানাই, দৃঢ়ভাবে তাঁদের পাশে আছিঊ'

গত ৫ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ ক্ষমতা লোপ এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর থেকেই স্তব্ধ হয়ে পড়ে কাশ্মীর উপত্যকাঊ মোবাইল, ল্যান্ডফোন, ইন্টারনেট-সহ যোগাযোগের যাবতীয় মাধ্যম বন্ধ হয়ে যায়ঊ তবে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরেছে ভূস্বর্গঊ স্বাভাবিক হয়েছে জনজীবনঊ

ফোরাম

● প্রথম পাতার পর

করেছেন। তবে, অদৃশ্য একটি গোষ্ঠী বন্ধ চলাকালীন রাজ্যের শান্তির পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে। তিনি দাবি করেন, বন্ধ সমর্থকরা কোথাও কোনও ঝামেলা করেননি। বরং আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষীর অভাব অদৃশ্য গোষ্ঠীকে রাজ্যের পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তুলতে সাহায্য করেছে। ফোরামের সদস্য আইএনপিটি সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল বলেন, সকলকেই শান্তি বজায় রাখার আহ্বান রাখছি। বন্ধ সমর্থক ও রাজ্যবাসীর মধ্যে কোনও মতবিরোধ হোক, তা চাইছি না। তবে, বন্ধকে ঘিরে সমর্থকরা কোনও অপ্রীতিকর ঘটনায় নিজেদের যুক্ত করেননি। তিনিও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষীর অভাবকেই দায়ী করেছেন। বকলমে তিনি রাজ্য সরকারকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মাপকাঠি। বহু বছর বাদে রাজ্য সঠিক দিশাতে চলছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুলিশের মহানির্দেশক এ কে শুক্লা বলেন, এই কর্মসূচির প্রাথমিক পর্যায়ে ১২০টি পুলিশের গাড়ি, ৪৮টি অগিনির্বাপক গাড়ি এবং ২৪টি অ্যাম্বলেন্স যুক্ত থাকবে। যেগুলি খবর পাওয়ার সাথে সাথে স্ব স্ব এলাকায় পরিষেবা প্রদানে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হবে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য অতিথিগণ তথ্য প্রযুক্তি ভবনের চার তলায় ই আর এস এস কন্ট্রোল রুমের দ্বারোদঘাটন করে পরিদর্শন করেন এবং পরবর্তীতে ইমার্জেন্সি রেসপন্স ভেহিক্যালগুলির পতাকা নেড়ে আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, ফায়ার সার্ভিসের আই জি জে নায়েক, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব দেবাশিস বসু সহ আরক্ষা দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ।

কমিশন

● প্রথম পাতার পর

জানাতে হবে। যদি কাজ শুরু হওয়ার পর দেখা যায় বর্জ্য সৃষ্টি হয়েছে তখন ২৪ ঘন্টার মধ্যেই স্থানীয় নগর সংস্থা সেগুলি সরিয়ে নেবে। এরজন্য স্থানীয় নগর সংস্থাকে একটা ফি দিতে হবে। এই ফি স্থির করবে স্থানীয় নগর সংস্থাগুলি। যদি কেউ এই পলিসিকে পালন না করে তবে তাকে পেনাল্টি করার সংস্থান রয়েছে এই পলিসিতে। এরপরও না পালন করলে বিল্ডিং নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়ার সংস্থানও এই পলিসিতে রয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

গন্ডাছড়ায়

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু, চিকিৎসকরা তার অবস্থা দেখে তাকে কুলাই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কুলাই যাওয়ার পথেই ওই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

হাইকোর্ট

● প্রথম পাতার পর

অরুণকান্তি ভৌমিক সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং দাবি করেন আদালতের এই রায়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে নজির স্থাপন হয়েছে।

ছেলের

● প্রথম পাতার পর

তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। এই ঘটনাকে সামাজিক অবক্ষয়ের অন্যতম নজির বলে আখ্যায়িত করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তেজস্বী যাদব

পাচের পাতার পর

বিলের বিপক্ষে-কংগ্রেস, তৃণমূল, আরজেডি, ডিএমকে, এনসিপি, সিপিএম, সিপিআই, মুসলিম লিগ, এমআইএম, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতিঊ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পক্ষে-বিজেপি, শিরোমণি অকালি দল, শিবসেনা, বিজেডি, জেডিইউ এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টিঊ

বিশালগড়ে অটো ও মারুতীর সংঘর্ষে আহত ছয় যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ ডিসেম্বর।। বিশালগড় মহকুমার গকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন স্থানে একটি অটো ও একটি মারুতী গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ছয়জন। আহতরা হলেন, অরুণ সরকার (৫৪), প্রদীপ সরকার (৫০), সুমিত্রা নমঃ (৬৩), অমল সরকার (৪৫) এবং সবিতা দাস (৩০)। আহতদের উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। জানা গিয়েছে মধুপুরের দিক থেকে আসা একটি মারুতীর সাথে রাস্তার মাথা দিক থেকে যাওয়ার সময় একটি মারুতী গাড়ি বাক নিতে গিয়ে এই সংঘর্ষ হয়।

এনআরসি চালু করার কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ত্রিপুরা জনজাগরণ মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর ।। গোটা দেশে এনআরসি চালু করার কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ত্রিপুরা জনজাগরণ মঞ্চ। কেন্দ্রীয় সরকারকে জনবিরোধী এ ধরনের সিদ্ধান্ত গোটা দেশে অশান্তি ডেকে আনবে, শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার আশহকা রয়েছে বলে সংগঠন আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে তারও বিরোধিতা করেছে সংগঠন। আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলনকারী ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি নকুল দাস। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে নকুল দাস বলেন, আসাম এনআরসি'র অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখি ১৬,০০০ কোটি টাকা খরচ, ৫০,০০০ সরকারি কর্মচারীর বেশ কয়েক বছরের শ্রম কিন্তু তারপরও সম্পূর্ণ ভুলে ভরা এনআরসি প্রক্রিয়া ১৯ লক্ষ মানুষকে আইনকানুন ও যুক্তিহীনভাবে জেলখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। ১৯ লক্ষ মানুষ মানে ১৯ লক্ষ পরিবার প্রায় এক কোটি মানুষকে স্বজন হারানোর শ্মশান শোকে নিমজ্জিত করেছে। কোন পরিবারের কর্তার নাম উঠেছে কিন্তু অন্যান্যরা বাইরে। আবার কোন কোন পরিবারের স্ত্রীর নাম উঠেছে তো ছেলেমেয়েরা বাইরে এমনবিভাবে সর্বকালীন নজিরবিহীন নির্যাতন আর হাহাকারের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন সারা দেশে এই প্রক্রিয়া চালাতে গেলে ৪.৯ লক্ষ কোটি টাকা, দেশের মোট ২.৫৯ কোটি কর্মচারীর মধ্যে ১.৩৩ কোটি কর্মচারী কে কম করেও দশবছর কাজ করেও তা শেষ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং এমন অসম্ভব অবাস্তব একটি প্রক্রিয়া যা আজ ধর্মের নামে মুসলিম তাড়ানোর কথা বলেও মুসলিমের চেয়ে বেশি হিন্দু তাড়াতে বসেছে। মূলতঃ সারা দেশে আজ বাঙালিরা বিপন্ন হবে। দেশের শ্রমশক্তি অর্থবল যেমন অকারণে নষ্ট হবে তেমনি দেশের ঐক্য সংহতি চরম বিপন্ন হবে। প্রক্রিয়াটি পুরোপুরিই অবাস্তব অসম্ভাব্য এবং দেশ ও জাতির বিপুল পরিমাণ অর্থবল ও জনবল ধ্বংসকারী। এর পেচনে যেমন কোন যুক্তি নেই তেমনি এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে দেশের অগমিত মানুষ অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করবে। আসলে দেশের অর্থনীতি চরম বিপন্ন, দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া মানুষের কাজ নেই, উৎপাদন শূন্যের কোটায় এ অবস্থায় মানুষকে বিপদগ্রস্ত করে তাদের প্রকৃত সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এই সব প্রক্রিয়া চলছে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি। একদিকে এনআরসি'র নামে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষকে অত্যাচারিত করছে অন্যদিকে তখনই নাগরিকত্ব বিলের নামে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে যা স্ব-বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিলের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির একাংশ সম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক শক্তিকে যেমন উস্কে দিতে সাহায্য করা হচ্ছে তেমনি জাতি উপজাতি সম্প্রীতির ভিত দুর্বল করতেও সহায়ক হচ্ছে।

জ্বলছে ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

সূচনা হয়েছে লালঝুরি থেকে আসা পিকেটারদের উপর মারধরকে কেন্দ্র করে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় নেসু-র ডাকা বনধে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরে পিকেটিং করতে লালঝুরি, দশদা এবং আনন্দবাজার থেকে পিকেটাররা আসছিলেন। কাঞ্চনপুর হাসপাতালের সামনে পিকেটারদের গাড়ি আটকে তাদের মারধর করা হয়েছে অভিযোগ উঠেছে। পিকেটারদের গাড়িতে ভাংচুর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা মহকুমায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে।

ওই মারধরের ঘটনার জেরে বনধ সমর্থকরা বড় মাত্রায় লাঠি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েন। তারা কাঞ্চনপুর, দশদা ও আনন্দবাজার এলাকায় তাণ্ডব শুরু করেন। দোকানপাট, গাড়ি ভাংচুর করেছেন বনধ সমর্থকরা। বাজারে ঢুকে তারা সমস্ত দোকানপাট তছনছ করে দিয়েছে। তাদের আক্রমণে ১৩ জন নিরীহ মানুষ আহত হয়েছেন। বনধ সমর্থকরা গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠলে পুলিশ, টিএসআর এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী নিয়ে মাঠে নামেন কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য।

মহকুমা প্রশাসন বনধ সমর্থকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করার আবেদন জানালেও তাতে তারা সে দেয়নি। উল্টে নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে তারা ইট, পাটকেল, পেট্রল বোমা ছুড়তে শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শূন্যে চার রাউন্ড গুলিও ছুড়েছে। কিন্তু, তাতেও তাদের উৎশৃঙ্খলতা দমে না যাওয়ায় মহকুমা প্রশাসন কাঞ্চনপুর এবং আনন্দবাজার এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

এদিকে, বনধ সমর্থকদের আক্রমণে আহতদের কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হাওয়ায় তাকে ধর্মনগর হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন চিকিৎসকরা। অন্যদিকে, কোনরকম গুজব এড়ানোর লক্ষ্যে ত্রিপুরায় মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা সাময়িক স্থগিত রাখার নির্দেশিকা জারি করেছে পুলিশ প্রশাসন। কাঞ্চনপুরে উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সারা ত্রিপুরায় গুজব ছড়াতে পারে, আশঙ্কা করছে পুলিশ। তাই, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছে পুলিশ।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় বনধের জেরে অশান্তির আগুন ত্রিপুরায় একাধিক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। মনু, কাঞ্চনপুরের পর বিশ্রামগঞ্জের দেওয়ানবাজারেও বনধ সমর্থকদের উগ্র আচরণে তিনজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছে। জল কামান নিয়েও পুলিশ প্রস্তুত ছিলেন। তবে, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তেই এবং পুলিশের কঠোর অবস্থানে বনধ সমর্থকরা পালিয়ে যান। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে বিশালগড় মহকুমা শাসক জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিশ্রামগঞ্জ দেওয়ানবাজার এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বনধ সমর্থকরা। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ থাকার পর ঘটনাস্থলে যান সিপাহিজলা জেলার পুলিশ সুপার ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। বনধের সমর্থনে তারা অবরোধ তুলবে না বলে অনড় অবস্থান নেওয়ায় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। পুলিশ ৪০ জন বনধ সমর্থককে গ্রেপ্তার করে গোমতী জেলা শাসক কার্যালয়ের পাশে নিয়ে রাখেন।

এই ঘটনায় অন্য বনধ সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে উঠেন। তারা দেওয়ানবাজার এলাকায় এসে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করেন। তাদের দাবি, আটক পিকেটারদের মুক্তি দিতে হবে। এনিয়ে বনধ সমর্থকদের সাথে পুলিশের তীব্র বাদানুবাদ হয়। এক সময় পুলিশ ও বনধ সমর্থকদের মধ্যে বচসা থেকে পরিস্থিতি খন্ড যুদ্ধের রূপ নেয়। উত্তেজিত বনধ সমর্থকরা একটি টিএসআরের গাড়ি ভাঙচুর করেন। তাছাড়া বনধ সমর্থকদের আক্রমণে তিনজন পুলিশ ও টিএসআর জওয়ান আহত হয়েছেন। ত্রিপুরা পুলিশের কর্মী সুশান্ত দাস ও রাজীব দত্ত এবং টিএসআর নায়েক সুবেদার দীনেশ দেববর্মা বনধ সমর্থকদের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুইজনকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে এবং একজনকে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে, বনধ সমর্থকদের দাবি মেনে আটক পিকেটারদের মুক্তি দেয় পুলিশ। কিন্তু, এরপর পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠে। খবর পেয়ে সিপাহিজলা জেলার জেলাশাসকের দায়িত্বে থাকা গোমতী জেলা শাসক, বিশালগড়ের ডিসিএম, সিপাহিজলা জেলা পুলিশ সুপার সহ পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এরই মধ্যে বনধ সমর্থকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, পাটকেল ছুঁড়তে থাকেন। পরিস্থিতি ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে। তাছাড়া সেখানে জলকামান নিয়েও প্রস্তুত ছিল পুলিশ। কাঁদানে গ্যাস এবং পুলিশের লাঠির ভয়ে বনধ সমর্থকরা পালিয়ে যান। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে, যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ সতর্ক রয়েছে।

খেলা

তৃতীয় টি-২০ ম্যাচে হতে পারে ৯টি বড়ো রেকর্ড বেশকিছু রেকর্ডের দিকে থাকবে কোহলির নজর

ভারত আর ওয়েস্টইন্ডিজের মধ্যে টি-২০ সিরিজের শেষ ম্যাচ ১১ ডিসেম্বর খেলা হবে। এই ম্যাচ মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে খেলা হবে। সিরিজের প্রথম ম্যাচ ভারত জিতেছিল অন্যদিকে দ্বিতীয় ম্যাচে জয়লাভ করে ওয়েস্টইন্ডিজ। শেষ ম্যাচ জেতা দল সিরিজ নিজের নামে করতে সফল হবে। এই ম্যাচে বেশকিছু রেকর্ডও হতে পারে।আসুন এক নজর দেখে নেওয়া যাক এই ম্যাচে হওয়া রেকর্ডসের দিকে:১. ওয়েস্টইন্ডিজ যদি এই ম্যাচ জিতে যায় তো ভারতের বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে এটা তাদের প্রথম দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জয় হবে।২. বিরাট কোহলির টি-২০ আন্তর্জাতিকে ২৫৬৩ রান রয়েছে অন্যদিকে রোহিত শর্মার ২৫৬২ রান রয়েছে। দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যে এক নম্বর হওয়ার লড়াই এই ম্যাচেও বজায় থাকবে।৩. একটি ছক্কা মারতেই রোহিত শর্মা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪০০ ছক্কা পূর্ণ করে ফেলবেন। এর আগে ক্রিস গেইল আর শাহিদ আফ্রিদি এই কৃতিত্ব করে দেখিয়েছেন।৪. যজুবেন্দ্র চহেলের টি-২০ আন্তর্জাতিকে ৫২টি উইকেট নিয়েছেন। একটি উইকেট নিলেই তিনি এই ফর্ম্যাটে ভারতের হয়ে সবচেয়ে সফল বোলার হয়ে যাবেন। এখন তিনি রবিচন্দ্রন অশ্বিনের সঙ্গে সমান সমানভাবে রয়েছেন।৫. কায়রন পোলার্ডের নামে টি-২০ ক্রিকেটে ৯৮৬৭ রান রয়েছে। এই ম্যাচে ৫৬ রান করতে পারলেই তিনি ব্র্যান্ডন ম্যাকালামের ৯৯২২ রানকে পেছনে ফেলে সবচেয়ে বেশি রান করার ব্যাপারে দ্বিতীয় নম্বরে চলে আসতে পারেন।৬. কেএল রাহুল ৪টি ছক্কা মারতে পারলেই টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫০টি ছক্কা পূর্ণ করে ফেলবেন। তার আগে রোহিত, যুবরাজ, বিরাট, রায়না আর ধোনি এই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।৭. বিরাট কোহলির নামে ভারতের হয়ে টি-২০ ক্রিকেটে ২৪৩টি বাউন্ডারি রয়েছে। তিনি মুম্বাইতে হতে চলা এই ম্যাচে ৭টি বাউন্ডারি মারতে পারলে ২৫০ বাউন্ডারি মারা ভারতের প্রথম ব্যাটসম্যান হয়ে যাবেন।৮. বিরাট কোহলির নামে ঘরের মাটিতে ৯৯৪টি-২০ আন্তর্জাতিক রান রয়েছে। এই ম্যাচে ৬ রান করলেই দেশের মাটিতে নিজের ১০০০ রান পূর্ণ করার পাশাপাশি এমনটা করা প্রথম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হয়ে যাবেন।৯. দ্বিতীয় ম্যাচের হিরো লেন্ডল সিমন্সের নামে ৯৮৩ টি-২০ আন্তর্জাতিক রান রয়েছে। এই ম্যাচে ১৭ রান করতেই তিনি ১০০০ রান করা ওয়েস্টইন্ডিজের চতুর্থ ব্যাটসম্যান হয়ে যাবেন। তার আগে ক্রিস গেইল, মার্লন স্যামুয়েলস আর ডোয়েন ব্র্যাভো এই কৃতিত্ব করে দেখিয়েছেন।

দলের সেরা তারকাকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নামছে বার্সা

মিলান: নকআউটের টিকিট ইতিমধ্যেই পকেটে। লিগের শেষ ম্যাচের ফলাফল যাই হোক না কেন, তাতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া আটকাবে না বার্সেলোনার। এই অবস্থায় দলের সেরা তারকাকে একটানা মাঠে নামার ক্লান্তি থেকে সাময়িক মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বার্সা। ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন লিগের শেষ গ্রুপ ম্যাচে লিওনেল মেসিকে বিশ্রাম দিলেন বার্সেলোনা কোচ আর্নেস্টো ভালভার্দে।একা মেসিকেই নয়, বার্সা কোচ মিলানের বিরুদ্ধে "এফ" গ্রুপের শেষ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচে বিশ্রাম দিয়েছেন নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার জেরার্ড পিকে ও মিডফিল্ডার সার্জি রবার্তোকে। এছাড়া চোটের জন্য মিলানের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারবেন না দেম্বেলে, আর্থুর, জোর্ডি আলবা ও নেলসন সেমেদো।যদিও মেসিরা না থাকলেও বার্সা দলে তারকার অভাব হবে না। তারা ইতালি উড়ে গিয়েছে সুয়ারেজ, গ্রিজমান, রাকিটিচ, নেতো, উমটিতি, ভিদালদের সঙ্গে নিয়ে। লিগের পাঁচ ম্যাচে বার্সেলোনার সংগ্রহে রয়েছে ১১ পয়েন্ট। ইন্টার মিলান ও বরুশিয়া ডর্টমুন্ড উভয়ের সংগ্রহে রয়েছে ৭ পয়েন্ট করে। অর্থাত শেষ রাউন্ডের ম্যাচে ডর্টমুন্ড বা মিলান যেই জিতুক না কেন, বার্সার পিছনে ১০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে তাদের শেষ করতে হবে লিগের খেলা। এই নিয়ে টানা ১৩টি মরশুম গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা নিশ্চিত করেছে বার্সেলোনা। স্বাভাবিকভাবেই এমন আপাত গুরুত্বহীন ম্যাচে মেসিদের বিশ্রাম দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি ভালভার্দে।গত শনিবার মালোরকার বিরুদ্ধে স্প্যানিশ লিগের ম্যাচে ৫-২ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়েছে বার্সেলোনা। সেই ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করেন বার্সা অধিনায়ক মেসি। মেসি না থাকলেও ইতালির দলের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন বার্সেলোনা কোচ। কেননা সুয়ারেজ-গ্রিজমানরাও ফর্মে রয়েছেন। বিশেষ করে সুয়ারেজ নিয়মিত গোলের মধ্যে রয়েছেন।

এবছরের সবথেকে বেশি টুইটার ব্যবহারকারীদের মধ্যে রয়েছেন বিরাট কোহলি, এম এস ধোনি

ক্রিকেট খেলোয়াড়দের তালিকা। খেলার দুনিয়ায় ক্রিকেট () সবথেকে বেশি চর্চিত বিষয়। যদিও বাঙালির প্রিয় ফুটবল । কিন্তু যতই ফুটবল ভালোবাসুক না কেন, ইডেনের ২২ গজে মেন ইন ব্লু অবতরণ করলে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় গ্যালারি। তাতে বোঝাই যায় বাংলাইর ক্রিকেটপ্রেম কতটাটুইটার ইন্ডিয়া তাঁর ব্যবহারকারীদের একটি লিস্ট বের করেন। সেখানে টুইটারে সব থেকে চর্চিত এবং ব্যবহারকারীদের নাম প্রকাশ করে। খেলায় তো তিনি প্রথম, তবে টুইটারেও প্রথমস্থান অর্জন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন নেটিজেনদের। তাঁর নাম বিরাট কোহলি । তাঁর ঠিক পরেই, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন এম এস ধোনি (এম এস ধোনিকে ২০১৯ ওয়ার্ল কাপের পর আর মাঠে ব্যাট হাতে দেখা যায়নি। চারিদিকে গুঞ্জন উঠেছে অবসর নিতে চলেছেন মাহি। তবে তিনি বিষয়ে এখনও অব্দি কিছুই জানাননি। আরও পড়ুন, আজকের ম্যাচে লিয়োনেল মেসিকে বিশ্রাম দিল বার্সেলোনাক্রিকেটার হলে কী হবে, এঁনাদের অনুরাগীর সংখ্যাটা কিন্তু কম নয়। প্রচুর মহিলা ভক্তরা শুধুমাত্র তাঁদের এক দৃষ্টিতেই কাবু হয়ে যান। তাই তাঁদের ফলোয়ার সংখ্যা কম তো নয়ই বরঞ্চ কোনো বিখ্যাত নায়ক, নায়িকাকে ছাপিয়ে যেতে সক্ষম। টুইটার ইন্ডিয়া মোট দশজন ক্রিকেটারের নামের তালিকা বের করে। যেখানে রয়েছেন- বিরাট কোহলি, এম এস ধোনি, রোহিত শর্মা, সচিন তেন্ডুলকার, হরভজন সিং, যুবরাজ সিংহ, হার্দিক পাণ্ডেয়া, জাদেজা এবং বুমরাহ-র নাম। কিন্তু নাম নেই বাংলার মহারাজের। সৌরভ গাঙ্গুলি সম্প্রতি বিসিসিআই-র চেয়ারম্যান হয়েছেন। কিন্তু হলে কী হবে। সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে যে তাঁর বিশেষ মাথাব্যাথা নেই তা পরিষ্কার।

ভারতের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে দেড়শো রঞ্জি ম্যাচ খেলে নজির জাফরের

বিজয়ওয়াড়া: দীর্ঘ কেরিয়ারে একটি নতুন মাইলফলক যোগ করলেন ওয়াসিম জাফর। ভারতের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে দেড়শোটি রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ খেলে ফেললেন মুম্বইয়ের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। যিনি এখন বিদর্ভের হয়ে খেলেন। সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে বিদর্ভের হয়ে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে নতুন কীর্তি গড়লেন জাফর।দেবেন্দ্র বুন্দেলা ১৪৫টি রঞ্জি ম্যাচ খেলেছিলেন। মুম্বইয়ের অমল মুজুমদার ১৩৬টি রঞ্জি ম্যাচ খেলেছিলেন। ১৯৯৬-৯৭ মরসুমে রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেক হয়েছিল জাফরের। তারপর একের পর এক রেকর্ড গড়ে গিয়েছেন ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ঘরোয়া ক্রিকেটে রেকর্ড ৪০টি সেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর। পাশাপাশি দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে রঞ্জি ট্রফিতে ১১ হাজার রানের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছেন জাফর। ভারতের হয়ে ৩১টি টেস্ট খেলে ৩৪.১০ গড়ে ১৯৪৪ রান করেছেন জাফর। জাতীয় দলের হয়ে পাঁচটি সেঞ্চুরি ও ১১টি হাফসেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর। রয়েছে দুটি ডাবল সেঞ্চুরিও। ৪২ ছুঁই ছুঁই বয়সেও খেলে চলেছেন জাফর।

নেরোকা ম্যাচের আগে তোপ আলেজান্দ্রোর

স্টাফ রিপোর্টার: খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য এবার নাম না করে খোদ কোয়েস কর্তাদেরই দায়ী করলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আলেজান্দ্রো। সোমবার ইম্ফলে নেরোকা ম্যাচের সাংবাদিক সম্মেলনে মিনার্ভা ম্যাচের প্রসঙ্গ উঠতেই আলেজান্দ্রো বলেন, "ভাল পারফরম্যান্সের জন্য সঠিক খাবারের সঙ্গে ফুটবলারদের সঠিক বিশ্রামও দরকার। আর তার জন্য অনেক আগের থেকে ম্যাচ দেখে দেখে "ট্রাভেল প্ল্যান" করা উচিত ছিল।"কোনওরকম প্র্যাকটিস ছাড়াই আজ নেরোকার বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। কোচ আলেজান্দ্রো পুরো পরিস্থিতিটার উপরে এতটাই বিরক্ত যে বললেন, "যেরকম জার্নি করে এখানে খেলতে আসতে হয়েছে, এরপর প্র্যাকটিস করানোর থেকে ফুটবলারদের বিশ্রাম দেওয়াটাই বেশি জরুরি। ভাল খেলার জন্য ফুটবলারদের অনেক ঝরঝরে থাকতে হয়। ইম্ফলে আসার জন্য লুধিয়ানা থেকে আমরা রবিবার যাত্রা শুরু করেছিলাম।এই অবস্থায় এদিন ইম্ফল পৌঁছে ফুটবলারদের প্র্যাকটিস করালে আরও খারাপ হত।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবিবার লুধিয়ানা থেকে এসে পুরো দল গুয়াহাটি পৌঁছয়। সোমবার দুপুরে সেখান থেকেই ইম্ফলে পৌঁছায় পুরো দল।মোহনবাগানের মতো ইস্টবেঙ্গলও এখনও কোনও ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট পায়নি। এদিন ইম্ফল পৌঁছে আলেজান্দ্রো মাঠের পরিস্থিতি দেখে বলেন, "আশা করছি, নেরোকা ম্যাচ থেকেই আমরা জেতা শুরু করব। তবে যেভাবে তিনটে ম্যাচ এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের খেলতে হচ্ছে, তা সত্যিই চাপের। এর সঙ্গে ধরুন, বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করা। এভাবে ভাল ফুটবল হয় না। তারপরেও বলছি, নেরোকা ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়াব।"ইম্ফলে পৌঁছে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিপক্ষ নেরোকাকে নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ইস্টবেঙ্গল কোচ। বলেন, "ইস্টবেঙ্গল কোচ হিসাবে নেরোকা সম্পর্কে পুরোটাই জানি। তবে, আমি প্রতিপক্ষ নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাই না।" গত মরশুমের দলের সঙ্গে এই মরশুমের দলের তুলনা করতে গিয়ে ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেন, "গত মরশুমের থেকেও এই মরশুমে আমাদের দল অনেক ভাল। এবছর প্রস্তুতিও বেশ ভাল হয়েছে। আই লিগের প্রস্তুতির জন্য আইএসএলের দলগুলির বিরুদ্ধে যেরকম খেলেছি, সেভাবে খেলতে পারলেই খুশি হব। আশা করছি, এভাবে চললে মরশুম শেষে আমরা আই লিগের চ্যাম্পিয়নশিপে থাকব।"দলে কোনও চোট-আঘাত না থাকলেও অসুস্থতার জন্য নেই মেহতাব সিং। ইস্টবেঙ্গল কোচ অবশ্য তা নিয়ে চিন্তিত নন। যতটা চিন্তিত দীর্ঘ যাত্রা নিয়ে। তাই বিরক্ত হয়ে বললেন, "যে কোনও পেশাদার দল অনেক আগের থেকেই ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী পুরো ট্রাভেল নিয়ে পরিকল্পনা করে ফেলে।

সিইও—কে সরাতে চাপ বাড়ছে

বছরে বেতন ৫কোটি টাকা। গত বছর টিএ—ডিএ বাবদ বোর্ডের কোষাগার থেকে তুলেছেন ৫০ লক্ষ টাকা। কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স (সিওএ) চলে যাওয়ার পর সেভাবে কাজও নেই তাঁর।মুম্বইয়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় থাকলেও তাঁকে বিশেষ ভূমিকায় দেখা যায়নি। ফলে সিইও রাহুল জহুরিকে সরাতে বোর্ড সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলির ওপর চাপ বাড়ছে। সচিব জয় শাহর কাছে অনেকে প্রশ্ন করছেন, সিইও—র কাজ কী? সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়দেব শাহ বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রকাশ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন।প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির আমলে জহুরিকে নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলেননি। জহুরির 'ঢাল' ছিলেন সিওএ—র প্রধান বিনোদ রাই। এখন নতুন করে জহুরির বিরুদ্ধে পুরনো অভিযোগ তোলা হচ্ছে। দিল্লির প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার নীরজ কুমার বোর্ড কর্তাদের বলছেন, জহুরি সম্পর্কে যে রিপোর্ট তদন্ত কমিটি দিয়েছিল, তার পুরোটা প্রকাশ করা হয়নি। রিপোর্ট রয়েছে বোর্ডের হেফাজতে একটি ড্রয়ারে। সিওএ---র আমলে ড্রয়ারের চাবি ছিল ডায়না এডুলজির কাছে। অর্থাৎ, সৌরভরা চাইলে রিপোর্ট দেখে ব্যবস্থা নিতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে ঘুরছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সিইও ডেভিড পামসেলের নাম। যাঁকে রাতারাতি দায়িত্ব ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

ঋত্বিক রোশন তাঁর চরিত্রে অভিনয় করুন, চান স্বয়ং সৌরভ

স্পষ্ট! দাদার দাদাগিরির গপ্পো। বহুদিনের সেই অপেক্ষার পর আশার একটা আলো এল বলে। সম্প্রতি একটি টক শো---তে সৌরভ গাঙ্গুলিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁর বায়োপিক হলে কোন অভিনেতাকে তাঁর চরিত্রে অভিনয় করতে দেখতে চান। গাঙ্গুলি জবাব দেন, 'ঋত্বিক রোশন, আমার সবথেকে প্রিয় তিনি।'বেশ কিছুদিনের অবসরের পর ঋত্বিক রোশন মাঠে নামেন এই বছরের শুরুতে। দুটি ছবিতেই তিনি প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। 'সুপার ৩০' বক্স অফিস খুব একটা মাতাতে না পারলেও 'ওয়ার' সেই কাজটি করে দিয়েছে। এরপর যদি তাঁকে বাঙালির প্রিয় ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলির বায়োপিকে তাঁর চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে সেই ছবিতে ভারতীয় ইতিহাসে একটা উদাহরণ সৃষ্টি করে যাবে বলেই ধারণা।

চলতি মরসুমে আই লিগে প্রথম জয় ইস্টবেঙ্গলের

আইলিগে তৃতীয় ম্যাচের গিয়ে জয়ের দেখা পেল ইস্টবেঙ্গল। অ্যাওয়ে ম্যাচে পাহাড়ের দল নেরোকা এফসিকে ৪-১ ব্যবধানে হারাল লাল-হলুদ ব্রিগেড। ম্যাচের প্রথমার্ধে ২-১ এগিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধে এরপর বিপক্ষের জালে আরও দুটি গোল চাপিয়ে ম্যাচ জিতে নেয় দল।ইম্ফলে এদিন ম্যাচের ২০ মিনিটে পোনাল্টি থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন স্যান্টোস। গঞ্জালেসকে ফাউল করা হলে ইস্টবেঙ্গল পোনাল্টির সুযোগ পায়। সেই সুযোগেই দলের হয়ে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন স্যান্টোস।৩১ মিনিটে এরপর নেরোকার হয়ে বাউবাকার দিয়েরা হেডে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান। দু"মিনিটের মধ্যে ৩৩ মিনিটে বাঁকানো ফ্রিকিকে এরপর নেরোকার জালে বল রাখেন গঞ্জালেস। ২-১ ফের এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল।দ্বিতীয়ার্ধে এরপর পেনাল্টি থেকে সান্টোস একটি(৫০মি) ও ৬৪ মিনিটে মার্কোসের গোলে স্কোরলাইন ৪-১ করে দেয় লাল-হলুদ ব্রিগেড।উল্লেখ্য লিগে এর আগে মিনার্ভা ও রিয়াল কাশ্মীরের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচ ড্র করেছিল ইস্টবেঙ্গল

কোলাডোর জোড়া গোলে ইস্টবেঙ্গল ৪-১ হারাল নেরোকাকে

নেরোকা এফসি- দিয়ারা (৩১")ইস্টবেঙ্গল এফসি- কোলাডো (২০", ৫০"), জুয়ান মেরা ৩৩", মার্কোস : দুরন্ত ফুটবলে খেলেই আই-লিগের প্রথম জয়ে ছিনিয়ে আনল ইস্টবেঙ্গল। নেরোকার ঘরের মাঠে গিয়ে তাদের ৪-১ হারিয়ে দিল লাল-হলুদ। শেষ দু'ম্যাচে (রিয়াল কাশ্মীর ও পাঞ্জাব) ড্র করার পর আলেয়ান্দ্রো মেনেন্দেসের শিষরা জয়ের মুখ দেখল লিগে।মঙ্গলবার ইম্ফলের খুমান লম্পক মেইন স্টেডিয়ামে নেরোকাকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল লিগ টেবিলে তিন নম্বরে চলে এল। ৩ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট তাদের সংগ্রহে। ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে একে চার্চিল ব্রাদার্স। সমসংখক পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থকে পিছিয়ে দুয়ে গোকুলাম।-ড্র করে কল্যাণীতে আইলিগ অভিযান শুরু ইস্টবেঙ্গলেরপ্রথমার্ধেই দু'গোল এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গলএদিন ম্যাচের ২১ মিনিটেই ইস্টবেঙ্গল প্রথম গোলের দেখা পেয়ে যায়। জুয়ান মেরাকে বক্সের মধে নেরোকার ফুটবলার ফাউল করায় পেনাল্টি পায় লাল-হলুদ। গোলকিপার দিক ভ্রান্ত করিয়ে গোল করেন কোলাডো। কিন্তু এই গোলের ১০ মিনিটের মধেই সমতায় ফিরে আসে গিফট রাইখানের শিষরা। বুবাকার দিয়ারা ক্রস থেকে হেডে গোল করে দেন। এরপর ফের ইস্টবেঙ্গল ববধান বাড়ায়। জুয়ান মেরা বাঁ-পায় অনবদ ফ্রি-কিকে স্কোরলাইন ২-১ করেন। বিরতিতে এটাই থাকে স্কোরলাইন।দ্বিতীয়ার্ধেই কফিনে শেষ পেরেকবিরতিতে ২-১ এগিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয়ার্ধে আরও দু"টো গোল করে। মাচের ৫০ মিনিটে নেরোকার ডিফেন্ডার বক্সের মধে হান্ডবল করে ফেলেন। রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত জানাতে দু"বার ভাবেননি। এবারও সেই কোলাডোই নিলেন শট। এমন দলের স্কোরলাইন করলেন ৩-১। মাচের ৬৪ মিনিটে মার্কোসের গোলে নেরোকার কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দেয় ইস্টবেঙ্গল। আগামী শনিবার ইস্টবেঙ্গল ঘরের মাঠে কলাণীতে খেলবে লিগের অভিষেককারী দল ট্রাউ এফসি-র সঙ্গে।-জুলে উঠলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন স্ট্রাইকার, কলাণীতে চার গোল খেল মোহনবাগানইস্টবেঙ্গল: এল রালতে, সামাদ আলি মল্লিক, আশির আখতার, মার্তি ক্রেসপি, অভিষেক অম্বেকর, কমলপ্রীত সিং (রোহলপুইয়া), কাসিম আইদারা, জুয়ান মেরা, পিন্টু মাহাতো, (বর্যান্ডন) মার্কোস এস্পাদা, খাইমে সান্টোস (বিদাসাগর)

তুষার পাতের জন্য স্থগিত আইলিগের ম্যাচ

নিউস ঘন্টায় ঘন্টায় ওয়েবডেস্ক : আগামী বৃহস্পতিবার শ্রীনগরে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল রিয়্যাল কাশ্মীর এফসি এবং গোকুলাম এফসির। কিন্তু গত সোমবার প্রচুর তুষার পাতের জন্য ,বেঙ্গালুরু থেকে কোজহিকোড য়ে ফিরে যান গোকুলাম এফসি শ্রীনগরের পরিবর্তে উল্লেখ্য গত বছর রিয়্যাল কাশ্মীর এবং ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ ও একই কারণে পিছিয়ে যায় ,তার পরে পরে পুলবামা কাণ্ডের জেরে ম্যাচ শ্রীনগর থেকে সরে এস এ দিল্লি।

একসময় লারাকেও হতাশা গ্রাস করেছিল

: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মানসিক চাপ নিয়ে মুখ খুললেন ব্রায়ান লারা। কোনওরকম রাখঢাক না করেই জানালেন, একসময় হতাশা তাঁকেও গ্রাস করেছিল। কিছুদিন আগেই মানসিক সমস্যায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তারপরই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন অনেকে। সেই তালিকায় ছিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিও। এবার ত্রিনিদাদ রাজপুত্র গলা মিলিয়েছেন। তাঁর কথায়, '১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত আমার কেরিয়ারের গ্রাফ ছিল উর্ধমুখী। তবে ১৯৯৫—১৯৯৮ এই সময়ে গ্রাফ নীচের দিকে নামতে শুরু করে। আসলে আমি দুটো বিশ্বরেকর্ডের মালিক এই চাপটাইআমার ওপর মারাত্মক ছিল। তার মধ্যে তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটেরও অধঃপতন শুরু হয়েছে। মনে পড়ছে একদিন ঘরে শুয়ে থাকার সময় মনে হল হতাশায় যেন তলিয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। ক্রিকেটে এই ধরনের মানসিক চাপ মারাত্মক। তবে শুধু ক্রিকেট নয়, সব খেলাতেই এই চাপটা থাকে। এখন সেটা আরও বেড়েছে।

তবে প্লেয়াররা এখন মুখ ফুটে নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারছে। সাময়িক বিরতি নিয়ে এই হতাশা থেকে আবার বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজছে।' এখানেই শেষ নয়। লারা আরও যোগ করেন, 'সাতের, আটের দশকের প্লেয়ারদের তুলনায় এখনকার ক্রিকেটারদের অনেক বেশি চাপ নিয়ে খেলতে হয়। ক্রিকেট খেলাটা তো ভালবেসে খেলার কথা। কিন্তু এখন যে হারে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের আধিপত্য বাড়ছে তাতে মাঝে মধ্যে খেলাটা বোঝা মনে হতেই পারে। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলে অথচ কাউন্টি ক্রিকেটে খেলতে চাইছে না। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলে অথচ শেফিল্ড শিল্ডে খেলতে চাইছে না। এই উদাহরণগুলো থেকেই বোঝা যাচ্ছে ক্রিকেটাররা মানসিকভাবে কতটা বিপর্যস্ত। এই দিকে নজর দেওয়া দরকার।'

এত কিছু বলার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল নিয়েও মন্তব্য করেছেন লারা। তিনি চান এবারের ভারত সফরে ভাল দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করুক ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বলেছেন, 'টি২০ ক্রিকেটে দাপটের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সমীহ করে অন্য দলগুলো। জানি ভারতের বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে খেলা কঠিন। তাই এখানে জিততেই হবে বলছি না। তবে প্রতিযোগিতার শেষে ভাল দল হিসেবে যেন ছাপ রাখতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।'

অধিনায়ক কিয়েরন পোলার্ডকে নিয়ে লারা বলেন, 'সম্প্রতি দেশের হয়ে খুব বেশি হয়তো খেলছে না। তবে ও বিশ্বের বিভিন্ন লিগে খেলছে। বিপক্ষের প্লেয়াররা ওকে সমীহ করে।

সতীর্থরাও ওর কথা শোনে। তাই পোলার্ডকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়ার মধ্যে কোনও ভুল নেই। টি২০ বিশ্বকাপের আর খুব বেশি দেরি নেই। তাই সঠিক ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব দেওয়া দরকার ছিল। সেটাই করা হয়েছে।'

CMYK

জাগরণ 11 December, 2019, Wednesday আগরতলা ১১ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ বুধবার ■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com ■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে টিএসআর জওয়ানদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার উপর মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর ।। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। সমাজে তাদের উল্লেখ্যযোগ্য প্রভাব রয়েছে। সমাজে কোনও ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হলে সাধারণ মানুষ ডিএম, এসডিএম থাকা সত্বেও থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন। কারণ পুলিশকেই তারা সর্বোচ্চ প্রশাসক হিসেবে মনে করে। এজন্য পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যেক কর্মীকে দায়িত্বের সাথে কাজ করতে হবে। আজ সিপাহীজলা জেলার বিশালগড়ের গোকুলনগরস্থিত ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের ১ম ব্যাটেলিয়নের নবনির্মিত প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা ও শান্তি - শৃঙ্খলা রক্ষায় টিএসআর জওয়ানরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে আমাদের স্বপ্নের ত্রিপুরার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে টিএসআর এবং রাজ্য পুলিশের ভূমিকা অন্যতম। রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর আরও দুটি টিএসআর ব্যাটেলিয়ন তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১৪ জনকে নিয়োগের জন্য প্রক্রিয়া চলছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অপরাধীদের কঠোর শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে কঠোর আইন প্রণয়ণ করেছে রাজ্য সরকার। সমাজকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে এই আইনগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগামী ২০২২ সালের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ড্রাগমুক্ত করার সংকল্প নিয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণও এই সংকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একযোগে কাজ শুরু করছেন। পুলিশ প্রশাসন সহ সকলের সহায়তায় এই প্রচেষ্টা সফল হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ এবং টিএসআর-এর কনস্টেবল/রাইফেলম্যান, হেড কনস্টেবল/ হাবিলদার পদমর্যাদাভুক্ত জওয়ান ও কর্মীদের সন্তানদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শীর্ষ স্থানাধিকারীদের চিফ মিনিস্টার্স মেরিটোরিয়াস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। রাজ্যস্তরে মাধ্যমিকের তিনজন এবং উচ্চমাধ্যমিকের তিনজন মিলে মোট ছয়জন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কারের নগদ অর্থমূল যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা, ৯ হাজার টাকা এবং হাজার টাকা। প্রতিটি জেলাতেও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের দুইজন করে স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হবে। টিএসআর কমান্ডেন্ট বা এসপিদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জওয়ানদের সঙ্গে প্রতি মাসে একবার মতবিনিময় করা প্রয়োজন।

এরফলে জওয়ানদের মধ্যে যেমন উৎসাহ এবং ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হবে তেমনি অধিকাংশ সমস্যারও সমাধান ঘটবে। মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিয়োজিত টিএসআর জওয়ানদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার কথাও উল্লেখ করেন। সমস্ত টিএসআর ক্যাম্পে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আরক্ষা প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে বলেন।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে টিএসআর-এর জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্য তিনি বিভিন্ন টিএসআর ক্যাম্প পরিদর্শনে যাবেন যাতে করে টিএসআর-এর জওয়ানরা তাদের সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করতে পারেন। এরফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় আরও গতি আসবে এবং একানত্মভাব সৃষ্টি হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

মঙ্গলবার আগরতলায় হিম্যান রাইটস এর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল রমেশ বাইশ। ছবি- নিজস্ব।

বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলির মাধ্যমে ক্যাব-বিরোধী ১১ ঘণ্টার উত্তরপূর্ব বনধ সম্পন্ন

গুয়াহাটি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : মারপিট, গাড়ি ভাংচুর, সরকার ও বিজেপি-বিরোধী স্লোগান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কুশপুত্তলিকা পোড়ানোর মাধ্যমে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল (ক্যাব)-এর বিরুদ্ধে সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু) এবং নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (নেসো) আহূত ১১ ঘণ্টার উত্তর-পূর্বাঞ্চল বনধ সম্পন্ন হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়ে বনধ-এর বিশেষ প্রভাব পড়েনি। তবে ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর মহকুমায় বনধ সমর্থকদের হামলায় ১৩ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বনধ-এর পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল। অসমের শিবসাগরে বিজেপি কার্যকর্তার ওপর হামলা চালানো হয়েছে।

ক্যাব-এর বিরুদ্ধে আসু-র অসম এবং নেসো আহূত ১১ ঘণ্টার উত্তর-পূর্বাঞ্চল বনধ-এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি মহানগরে। বলতে গেলে বিক্ষোভের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে রাজধানী। এদিন সকালে রাজধানী দিশপুরে ডাউন-টাউন এলাকায় উশৃঙ্খল প্রতিবাদকারীদের নিয়ন্ত্রিত করতে একসময় কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। কোথাও কোথাও নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোঁড়ার ঘটনাও ঘটেছে। ডাউন-টাউন এলাকা ছাড়াও ছয়মাইল, কালাপাহাড়, আদাবাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীকে। গোটা মহানগরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ময়দানে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার-সহ বহু উচ্চপদস্থ ও পদস্থ পুলিশ অফিসাররা।

রাজ্যজুড়ে জারি ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা। এরই মধ্যে প্রতিবাদকারীরা বিভিন্ন জায়গায় দল বেঁধে মিছিল, পিকেটিং, টায়ার পুড়িয়ে সরকার তথা বিজেপি-বিরোধী স্লোগান দিয়ে উত্তাল করে তুলেছেন। প্রতিবাদকারীরা নরেন্দ্র মোদী হায় হায়, অমিত শাহ গো ব্যাক, সর্বানন্দ সনোয়াল মুর্দাবাদ, ক্যাব আমরা মানি না মানব না ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিবাদস্থল উত্তপ্ত করে তুলেন। রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্র জনতা ভবনও আজ ছিল প্রায় শুনশান।

এদিকে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে কালো পতাকা দেখিয়েছেন কতিপয় বিক্ষোভকারী। এছাড়া অগপ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরার কনভয়কে ক্যাব-এর বিরুদ্ধাচরণকারীদের রোষে পড়তে হয়েছে।

উলুবাড়িতে বিজেপি সাংসদ কুইন ওজার বাসগৃহের সামনে প্রতিবাদকারীর এক দল গিয়ে ক্যাব-বিরোধী স্লোগান দিচ্ছিল। এক সময় তারা সাংসদের বাড়ির গেট ঠেলে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের প্রতিহত করে নিরাপত্তা বাহিনী। বরাসার্ভিস এলাকায় মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন আসু কর্মীরা।

আজকের বনধ গোটা রাজ্যে প্রায় সর্বাত্মক হলেও দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা ছাড়া কোথাও কোনও প্রভাব পড়েনি। শিবসাগর জেলার অন্তর্গত আমবাড়ির বরাহিবাড়িতে বনধ সমর্থকরা ডাউন অমৃতসর এক্সপ্রেস রেল অবরোধ করে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছেন। উজান অসমের ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, যোরহাট, শিবসাগর, গোলাঘাট, মধ্য অসমের নগাঁও, হোজাই, মরিগাঁও, কামরূপ, নিম্ন অসমের ধুবড়ি, বঙাইগাঁও, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর ইত্যাদি জেলায় বনধ-এর প্রভাবে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল।

শিবসাগরে অসম বনধ-এর আহ্বায়ক আসু কর্মীদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন বিজেপি-র জনৈক কার্যকর্তাকে। জানা গেছে, বনধ-এর সময় বিজেপি-র প্রদেশ সম্পাদক ভবেন মহনের ঘনিষ্ঠ মানস হাজরিকা তাঁর এএস ০৪ এম ০৬৯৬ নম্বরের সাদা রঙের সুইফট কারে যাচ্ছিলেন। সে সময় দোলমুখ চারিআলিতে কতিপয় আসু কর্মী তাঁর গাড়ি আটকে তাঁকে মারধর করেছে।

সিএবি-র বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস, তীব্র বিরোধিতা রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): শুধুমাত্র সংসদ নয়, সংসদের বাইরেও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে সরব কংগ্রেসঊ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)-কে 'গণতন্ত্রের উপর হামলা' আখ্যা দিলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীঊ আবার সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার মতে, 'পরিকল্পিতভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে সরকারঊ' সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় কোনওরকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই পাশ হয়ে গিয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলঊ সোমবার মধ্যরাতে ৩১১-৮০ ভোটে নাগরিকত্ব বিলটি পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে শাসক শিবিরঊ বুধবার পেশ হতে পারে রাজ্যসভায়।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)-এর তীব্র বিরোধিতা করে মঙ্গলবার টুইট করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীঊ টুইটারে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'সিএবি ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর হামলাঊ যাঁরাই বিলকে সমর্থন করছেন, দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন তাঁরাঊ' সিএবি-র তীব্র বিরোধিতা করেছেন প্রিয়াঙ্কাওঊ টুইট করে প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, 'মধ্যরাতে লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের বিরোধী মতের কণ্ঠরোধ ও সংকীর্ণ মানসিকতার জয় হয়েছেঊ আমাদের পূর্বপুরুষরা স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছেনঊ সেই স্বাধীনতায় সমানাধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার অর্জিত হয়েছিলঊ পরিকল্পিতভাবে গণতন্ত্র এবং যে ভিত্তির উপর দেশ তৈরি হয়েছিল, তা ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে সরকার, আমরা লড়াই করব।

৯ আইনী পরিষেবা শিবির ৭৮৯১ জনকে শংসাপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর ।। গত ৮ডিসেম্বর রবিবার একদিনে রাজ্যে ৯টি আলাদা আইনি পরিষেবা শিবির আয়োজিত হয়েছে। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ। শিবিরগুলিতে ৭ হাজার ৮৯১ জনকে এসটিপি আর টিসি , বিবাহ নিবন্ধিকরন, শ্রম দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্রের কার্ড, আধার, জন্ম মৃত্যুর শংসাপত্র, আর ও আর দেওয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, অনুষ্টিতে ভুগছে এমন শিশুদের লালন পালনের জন্য স্পনসরশিপ স্কিমে ২৪ হাজার টাকার চেক ছাড়াও নানা উপকরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উত্তর বোধজংনগরে একটি শিবিরে এক হাজার গাছের চারা বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। নয়টি শিবির ঘিরেই ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে। রবিবার পশ্চিম জেলার উত্তর বোধজংনগরে পশ্চিম জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শিবিরে ২৬৮৬ জনকে বিভিন্ন শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এক হাজার জনকে বন দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন চারা গাছ দেওয়া হয়েছে। শিবিরে আয়ুষ্মান কার্ড ৭৪ জনকে, আধারা কার্ড ৭০ জনকে, আর ও আর ৮৭ জনকে, ট্রেড লাইসেন্স ৩৫ জনকে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন ৩৬৮ জন, পাঁচ জন অন্তসত্বা মহিলাকে বিভিন্ন উপকরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শ্রম দপ্তরের কার্ড পেয়েছেন ১৮ জন। অনুষ্ঠানে ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলা ও দায়রা বিচারক সব্যসাচী দত্ত পুরকায়স্থ, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক এ পান্ডে, রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্যস সচিব শুভাশিস শর্মা রায়, পশ্চিম জেলার আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সচিব সৌরভ সাহা সহ অনেকে।

রবিবারই গামমারিয়ায়া গোমতী জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আইনি পরিষেবা শিবিরে ৬৩৭ জনকে নানা শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৫০ জনকে আয়ুষ্মান কার্ড, দূষন নিয়ন্ত্রণ শংসাপত্র ২৫ জনকে, পি আর টি সি ১৯৯ জনকে, এসটি শংসাপত্র ২২৩ জনকে, আধার কার্ড ১২৩ জনকে দেওয়া হয়েছে। শিবিরের উদ্বোধন করেন গোমতী জেলার আইনসেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এ কে নাথ। শিবির ঘুরে দেখেছেন রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদসদ্য সচিব শুভাশিস শর্মা রায়।

নিউজিল্যান্ডে জেগে উঠেছে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩

ওয়েলিংটন, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিউজিল্যান্ডের হোয়াইট আইল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ জনে পৌঁছাল ঊ স্থানীয় সময় সোমবার দুপুরে হোয়াইট আইল্যান্ডে জেগে ওঠে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি ঊ অগ্ন্যুৎপাতের আরও ৩১ জন আহত হয়েছেন এবং ৪৭ জন নিখোঁজ রয়েছেন। মঙ্গলবার স্থানীয় প্রশাসন এই তথ্য দিয়েছে বলে জানা গেছে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে।

নিউজিল্যান্ডের হোয়াইট আইল্যান্ডে জেগে উঠল সুপ্ত আগ্নেয়গিরিঊ সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ১০ মিনিটের দিকে নিউজিল্যান্ডের হোয়াইট আইল্যান্ডের এই সুপ্ত আগ্নেয়গিরিটি হঠাৎ জেগে উঠলে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়। এ সময় শতাধিক পর্যটক ওই এলাকায় অবস্থান করছিলেন। নিউজিল্যান্ডের জাতীয় দুর্যোগ প্রশমন সংস্থা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হোয়াইট আইল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির মাঝারি ধরনের অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে, তা আশপাশের এলাকার জন্য বিপদজনক। দেশটির জনপ্রিয় এই পর্যটন কেন্দ্রে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ জনে পৌঁছাল ঊ স্থানীয় সময় সোমবার দুপুরে হোয়াইট আইল্যান্ডে জেগে ওঠে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি ঊ অগ্ন্যুৎপাতের আরও ৩১ জন আহত হয়েছেন এবং ৪৭ জন নিখোঁজ রয়েছেন। মঙ্গলবার স্থানীয় প্রশাসন এই তথ্য দিয়েছে বলে জানা গেছে ঊ অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় উদ্বিগ্ন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আর্ডেন।

এদিকে দেশটির জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হোয়াইট আইল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় সেখানে বহু পর্যটক আটকে পড়ে রয়েছেন বলে জানান সেখানকার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জন টিমস। কিন্তু তাদের সংখ্যা কত বা তারা কী অবস্থায় রয়েছেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু জানেন না তিনি। এদের মধ্যে অনেকে বিদেশি পর্যটক বলে মনে করা হচ্ছে।

গতকাল সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, অগ্ন্যুৎপাতের কারণে প্রায় ২০ জন আহত হয়েছেন তবে আজ ওই সংখ্যা বেড়ে ৩১ হয়েছে বলে জানা গেছে। উদ্ধার অভিযান চলছে। উদ্ধার অভিযানে কাজ করছে একটি ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিট। এছাড়া, দুর্ঘটনাস্থলে ডাক্তারসহ সাতটি হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে সংস্থাটি।

অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় উদ্বিগ্ন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আর্ডেন ঊ তিনি জানিয়েছেন, প্রায় শতাধিক লোক অগ্ন্যুৎপাতের সময় ওই এলাকায় অবস্থান করছিলেন। অনেকে বের হয়ে এলেও, কিছু লোক নিখোঁজ রয়েছেন।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করে সিএবি, নিন্দা পাক প্রধানমন্ত্রীর

ইসলামাবাদ, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের তীব্র নিন্দা করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানঊ পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মতে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করেঊ মঙ্গলবার সকালে টুইট করে ইমরান খান লিখেছেন, ভারতীয় লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের তীব্র নিন্দা করছি আমরাঊ এই বিল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করেঊ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) এবং মোদী সরকারকে তীব্র নিন্দা করে টুইটারে ইমরান খান লিখেছেন, আরএসএস-এর হিন্দু রাষ্ট্রের ভাবনার বিস্তারবাদকে এই বিলের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাইছে ফ্যাসিবাদী মোদী সরকারঊ

প্রসঙ্গত, সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় কোনওরকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই পাশ হয়ে গিয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলঊ সোমবার মধ্যরাতে ৩১১-৮০ ভোটে নাগরিকত্ব বিলটি পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

ধৈর্যের বাঁধ যেন না ভাঙে ঃ আমরা বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর ।। এক বিবৃতিতে আমরা বাঙালি দল সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল ছাড়াও ত্রিপুরার তথাকথিত সমস্ত উপজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ক্যাব বিরোধী আন্দোলন তীব্র হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে যার বলি হয়ে চলেছে একমাত্র বাঙালিরা। কিন্তু কী অপরাধ বাঙালির? গতকাল ও আজ বাঙালি বিদ্বেষী তথা ক্যাব বিরোধী বন্‌ধ সমর্থকদের হাতে বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারী ছাড়াও দোকান মালিক, পথ চলতি মানুষ আক্রান্ত ও রক্তাক্ত হয়েছে। এরমধ্যেই কয়েকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ক্যাব বিরোধী আন্দোলনকারীদের হাতে কাঞ্চনপুর, মনু, বিরাশিমাইল, বিশ্রামগঞ্জ, নতুনবাজার, খোয়াই, বনবাজার প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর বাঙালিদের দোকানপাট ভাঙচোর, লুটপাট সহ অগ্নিসংযোগ করে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়। ঘটনা পরম্পরায় এটা পরিস্কার এনআরসি বা ক্যাব দুটোতেই এখন বলি পাঁঠা হচ্ছে বাঙালি। অন্যদিকে চলিত মাসে ২ তারিখ থেকে বন্‌ধ এডিসি এলাকা ছাড়া এখন নন এডিসি তথা শহর অঞ্চলেও বিস্তৃত হওয়াতে জাতীয় সড়ক, রেল পরিষেবা সহ সমস্ত প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচীই রাজ্যে পূর্বতন বাম আমলের মতোই বিজেপির উপজাতি তোষননীতিই ফুটে উঠেছে। এমতাবস্থায় ক্যাডারদের দ্বারা বাঙালিদের উপর আক্রমণ ও সম্পত্তি ধ্বংসের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হচ্ছে।

কংগ্রেসের প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত সিএবি প্রসঙ্গে কটাক্ষ কৈলাশের

ইন্দোর, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের (সিএবি) বিরোধিতা করার জন্য কংগ্রেসকে একহাত নিলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মুখোশ খসে পড়ে প্রকৃত চেহারা বেরিয়ে এসেছে বলে দাবি করেছেন তিনি। মঙ্গলবার ইন্দোরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৈলাশ বিজয়বর্গীয় জানিয়েছেন, কংগ্রেসের কোনও আদর্শ নেই। ক্ষমতার জন্য তারা যে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারে। কেরলে মুসলিম লিগ ও মহারাষ্ট্রে শিবসেনার সঙ্গে জোট বেঁধেছে কংগ্রেস। ক্ষমতা দখলই কংগ্রেসের আসল লক্ষ্য। বিরোধী দলগুলির প্রকৃত চেহারা প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

সিএবি-কে সমর্থন না করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগে কৈলাশ বিজয়বর্গীয় জানিয়েছেন, এমন ধরণের বিল তৈরি বা প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনও এক্তিয়ার নেই। তাই এই বিল নিয়ে মন্তব্য করা উচিত নয় মুখ্যমন্ত্রীর। উল্লেখ করা যেতে পারে, সোমবার গভীর রাতে লোকসভায় পাশ হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ৩১১ এবং বিপক্ষে ৮০। রাজ্যসভায় এই বিলকে পাশ করাতে হলে মোদী সরকারের প্রয়োজন ১২৩টি ভোট।

শিবসেনার সিএবি সমর্থনের প্রভাব জোটে পড়বে না, দাবি নবাবের

মুম্বই, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : লোকসভায় শিবসেনার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে (সিএবি) সমর্থন করার কোনও প্রভাব যে মহারাষ্ট্রের মহা বিকাশ আখাড়ির উপর পড়বে না মঙ্গলবার তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন এনসিপি মুখপাত্র নবাব মালিক।

এদিন নবাব মালিক জানিয়েছেন, ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে মহারাষ্ট্রে মহা বিকাশ আখাড়ি জোট গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক আদর্শের ভিন্নতা থাকলেও জোটের উপর এর কোনও প্রকার প্রভাব পড়বে না। ন্যূনতম কর্মসূচীতে যে প্রতিশ্রুতি মহারাষ্ট্রবাসীদের দেওয়া হয়েছে, তা পালন করা হবে। মহারাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য নিষ্টা সহকারে কাজ করে যাবে এই জোট।

সোমবার সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছিলেন যে, এতে ভারতে বসবাসকারি মুসলমান সম্প্রদায় মানুষের চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। এই বিষয়ে নবাব মালিক আশা প্রকাশ করেছেন যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর এই প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। অন্যদিকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল লোকসভায় সমর্থন পেলেও কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি যেন এর থেকে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক তৈরি না করতে পারে সেই কারণে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু, শিখ, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মের মানুষদের আগামী ২৫ বছর পর্যন্ত কোনও ভাবেই নাগরিকত্ব দেওয়া যাবে না।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।